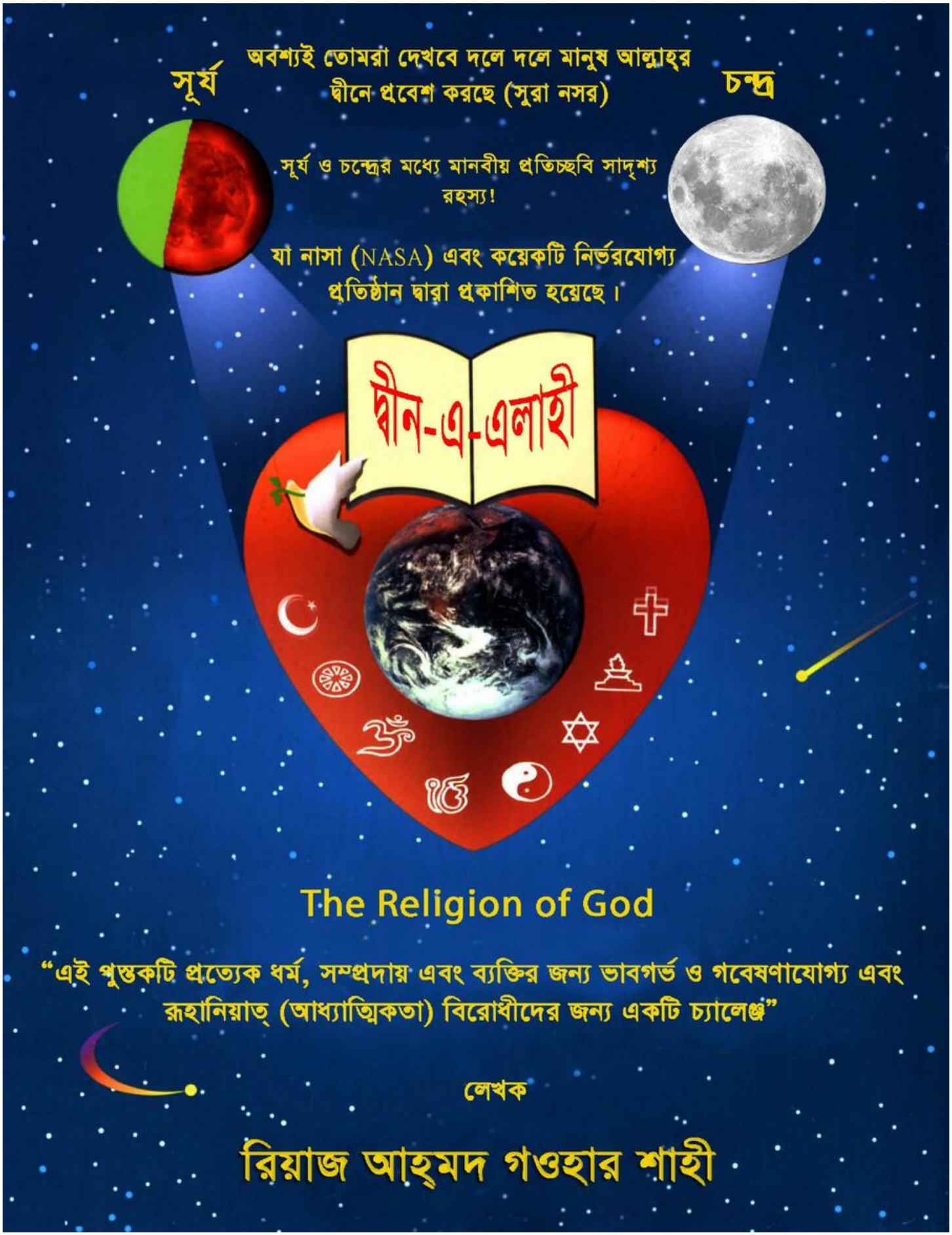
সূর্য
অবশ্যই তোমরা দেখবে দলে দলে মানুষ আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করছে (সুরা নসর)
চন্দ্র
সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে মানবীয় প্রতিচ্ছবি সাদৃশ্য রহস্য!
যা নাসা (NASA) এবং কয়েকটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।
দ্বীন-এ-এলাহী
The Religion of God
"এই পুস্তকটি প্রত্যেক ধর্ম, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তির জন্য ভাবগর্ভ ও গবেষণাযোগ্য এবং রূহানিয়াত্ (আধ্যাত্মিকতা) বিরোধীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ"
লেখক
রিয়াজ আহ্‌মদ গওহার শাহী

হযরত রিয়াজ আহ্মদ গওহার শাহী

(গ্রন্থকার)

দ্বীন-এ-এলাহী

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

" অবশ্যই তোমরা দেখবে দলে দলে মানুষ আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করছে" (সুরা নসর)

দ্বীন-এ-এলাহী

খোদার গোপন রহস্য

গ্রন্থের সর্বস্বত সংরক্ষিত ।

আল্লাহ্‌কে যাঁরা পেতে চান এবং তাঁকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের জন্য এ গ্রন্থটি একটি উপহার

যাকেরানদের (শিষ্য গণের) প্রতি ঘোষণাঃ

এ গ্রন্থটি সত্যনিষ্ঠ, ন্যায় স্বভাব ও আল্লাহর অনুসন্ধানীদের নিকট পৌঁছাবে ।

আদি মোনাফেক (ভন্ড) গ্রন্থটিকে নষ্ট করার চেষ্টা করবে

সঙ্কলনকারীঃ

মোহাম্মাদ ইউনূস আল গওহার (লণ্ডন)
আমজাদ আলী গওহার (আবুধাবি) ।

Contacts:

Younus AlGohar
younus38@hotmail.com
Tel: (+44) 79 0000 2676
Amjad Ali (Email: ragsm_yt_05@yahoo.com)

Website:-www.goharshahi.us, www.goharshahi.com

প্রকাশকঃ

মেহেদী ফাউণ্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল

হযরত রিয়াজ আহ্‌মদ গওহার শাহী

তিনি সেই **গওহার শাহী** যিনি সেহওয়ান (সিন্ধ পাকিস্তান) শরীফের পাহাড়ে এবং লালবাগে আল্লাহ্‌র প্রেমে তিন বছর চিল্লা (Secluded-কঠোর সাধনা) যাপন করেছেন, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করেন, পূনরায় আল্লাহ্‌র হুকুমেই জাগতিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসেন, লক্ষ হৃদয়ে আল্লাহ্‌র যিকির সঞ্চারিত করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রেমে আসক্ত করেছেন। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ গওহার শাহীকে মসজিদ, মন্দির, গুরুদুয়ারা এবং গীর্জায় রূহানী বা আধ্যাত্মিক বক্তব্য দেয়ার জন্য দাওয়াত করেছেন এবং যিকির এ ক্বলব (মনের জপ) লাভ করেন। তাঁর শিক্ষার দ্বারা অসংখ্য নর-নারী পাপকর্ম থেকে তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকেছে।

অসংখ্য দূরারোগ্য রোগী তাঁর রূহানী চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌ চাঁদে তাঁর চেহারা দেখিয়েছে, অতপর হাজরে আস্‌ওয়াদেও তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু মৌলবাদী মৌলভী আর অলিদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করনেওয়ালা মুসলমান হযরত গওহার শাহীকে কেবল অপছন্দই করেনি, তার পুস্তকগুলোকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে তাঁকে কাফের এবং হত্যা করা ওয়াজেব বলে ফতুয়া (Verdict) দিয়েছে। মানচেষ্টারে (UK) তাঁর আবাসস্থলে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছে, কোটরি পাকিস্তানে বক্তব্যরত অবস্থায় হ্যাণ্ডগ্রেনেড দিয়ে হামলা করা হয়েছে এবং তাঁর মাথার জন্য কয়েক লক্ষ রূপী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁকে ফাঁসানোর জন্য পাকিস্তানে পাঁচ প্রকার মিথ্যা মামলা প্রস্তুত করা হয়েছে। নওয়াজ শরীফের শত্রুতার কারণে সিন্ধ সরকারও এর সাথে জড়িয়েছিল। তাতে দু'টি হত্যা, অবৈধ অস্ত্র এবং অবৈধ জমি দখল রাখার ধারার (Act) মামলাও যুক্ত করা হয়েছিল। আমেরিকাতেও এক মহিলার সাথে বাড়াবাড়ি এবং অবৈধভাবে আটক রাখার মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছিল। অনৈতিক সাংবাদিকতা (Yellow Journalism) সে সময়ে তাঁর প্রচুর দুর্নাম রটায়। আদালত শুনানী ও তদন্ত শেষে সব মামলা মিথ্যা আখ্যা দিয়ে খারিজ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ আপন এই বন্ধুকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

উক্ত মামলাগুলো সম্পর্কে হাইকোর্টের রিপোর্টটি দ্রষ্টব্য। তাতে বলা হয়
"গওহার শাহীকে ধর্মীয় দলাদলির (Sectarianism) কারণে বার বার ফাসানোর চেষ্টা করা হয়।"

ORDER SHEET

IN THE HIGH COURT OF SINDH, HYDERABAD CIRCUIT

Cr.B.A.No.159 of 1999.

APPELLANT
PETITIONER
PLAINTIFF/DECREE-HOLDER
APPLICANT

VERSUS

RESPONDENT
DEFENDENT
OPPONENT
JUDGEMENT DEBTOR

Serial No.	Date	Order with signature of Judge

1. FOR ORDERS ON MA NO.238/99.(If granted).
2. FOR ORDERS ON MA NO.239/99.
3. FOR ORDERS ON MA NO.240/99.
4. FOR HEARING.

18.03.1999.

Mr.Qurban Ali Chochan Advocate for the applicant
Mr.Behadur Ali Baloch A.A.G.

1. Granted.

2. Granted subject to all just exceptions.

3. Granted as the bail application No.88/99 has also been moved by the present applicant.

4. Learned counsel submits that the present bail application has been moved seeking bail before arrest of the applicant/accused with regard to his alleged involvement in crime No.18/99 for which an F.I.R. was lodged on 16.03.1999 by Police Station City at Hyderabad. It is alleged that the applicant on the day of incident viz. 19.02.1999 in the day

SGP., Kar.—L (iii) 22—1500— 7-97 -OFFSET

(3)

time produced a T.T. Pistol bearing No.BBP-13410 of 30 bore and licence bearing No.5105339 dated 04.02.1999 issued by District Magistrate Sanghar in the name of accused Mohammad Nadeem who has been nominated in crime No.10/99 pending with Police Station City Hyderabad. Thereafter upon verification by the police authorities it transpired that the said licence was a forged one and was not issued in the name of accused Mohammad Nadeem. The F.I.R. was accordingly registered against the applicant U/s.420, 468, 471 PPC read with Section 13-D Arms Ordinance.

Learned counsel submits that the lodging of the FIR is a further attempt by the political and religious foes of the applicant to have him implicated in xxx false and concocted case, as earlier attempts have failed and in two other cases the applicant was granted bail before arrest by this Court. Learned counsel submits that for all the offences above mentioned the maximum sentence is seven years along with fine and consequently do not come within the prohibitory clause of Section 497 Cr.P.C. The learned counsel vehemently argued that unless this bail application is granted and the applicant is given protection by this Court he would be immediately arrested by the police as he has been prevented from approaching the trial Court for seeking bail.

I have gone through the F.I.R. as well as the

(4)

memo of this application. In the first instance, it appears that nowhere in the FIR it is mentioned as to why the applicant/accused visited the Police Station City on 19.02.1999 along with the weapon in question and its licence. Secondly, no reasons have been given in the FIR as to why the same was lodged after almost one month of the day of incident. In the earlier bail application No.88/99 I have granted interim protective bail to the applicant on the basis that the FIR in the said case appeared to have been lodged due to enmity and jealousy between the applicant and religious sects as well as political parties. The lodging of the FIR in the present case also appears to have been motivated by the same factors.

In the circumstances, the applicant is granted pre-arrest bail in a sum of Rs.1,00,000/- in the form of security or cash and P.R. bond in the like amount to the satisfaction of Additional Registrar of this Court. Notice to A.A.G. for 24.03.1999.

5. Today I have received a pamphlet allegedly from the applicant seeking justice from the Prime Minister of Pakistan regarding his persecution at the hands of various religious sects and Ulemas. Alth-ough the pamphlet has not been signed by the applicant, copies have been forwarded to all High Courts of Pakistan as well as Supreme

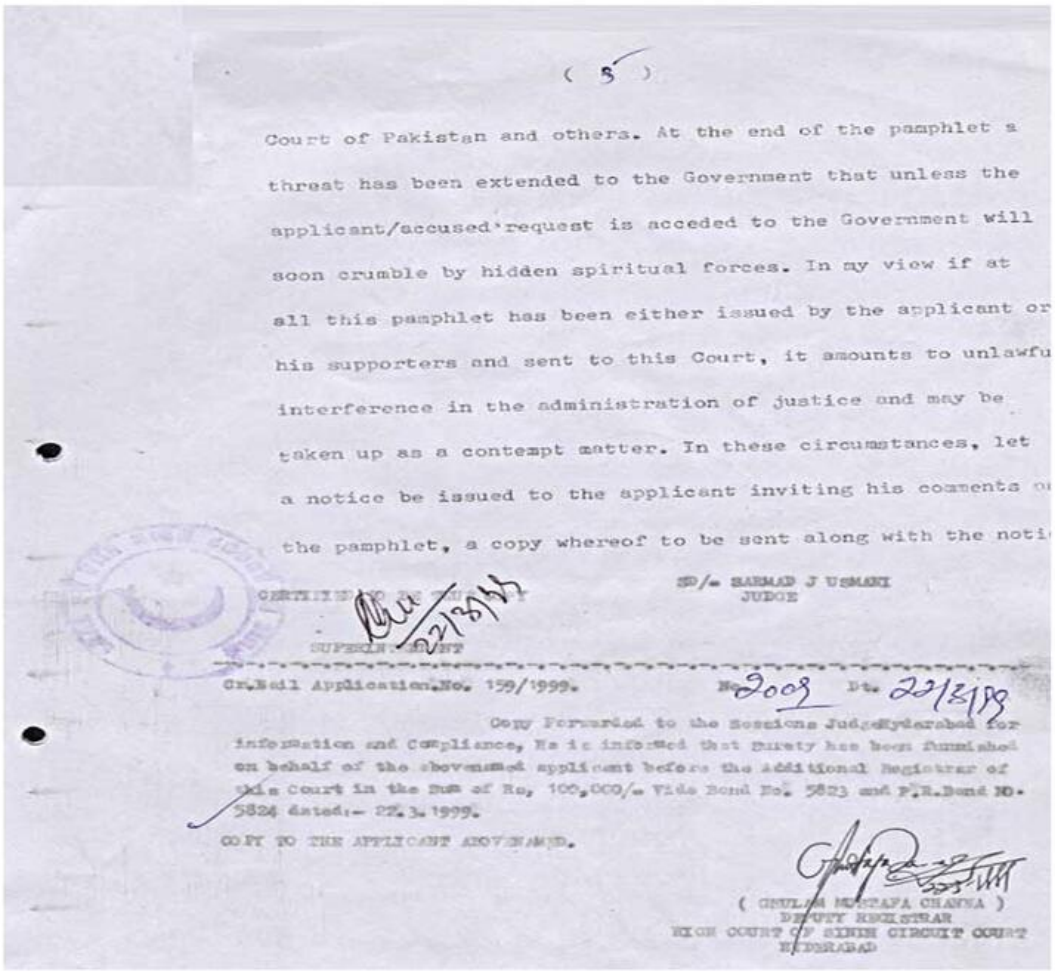

(5)

Court of Pakistan and others. At the end of the pamphlet a threat has been extended to the Government that unless the applicant/accused request is acceded to the Government will soon crumble by hidden spiritual forces. In my view if at all this pamphlet has been either issued by the applicant or his supporters and sent to this Court, it amounts to unlawfu interference in the administration of justice and may be taken up as a contempt matter. In these circumstances, let a notice be issued to the applicant inviting his comments o the pamphlet, a copy whereof to be sent along with the noti

SD/- SARMAD J USMANI
JUDGE

CERTIFIED TO BE TRUE COPY

SUPERINTENDENT

Cr.Bail Application.No. 159/1999. No. 2009 Dt. 22/3/99

Copy Forwarded to the Sessions Judge Hyderabad for information and Compliance, He is informed that surety has been furnished on behalf of the abovenamed applicant before the Additional Registrar of this Court in the Sum of Rs, 100,000/- Vide Bond No. 5823 and P.R.Bond No. 5824 dated:- 22.3.1999.

COPY TO THE APPLICANT ABOVENAMED.

(GHULAM MUSTAFA CHANNA)
DEPUTY REGISTRAR
HIGH COURT OF SINDH CIRCUIT COURT
HYDERABAD

-বিশেষ দ্রষ্টব্য-

পূর্বের মামলাগুলোতে হেরে গিয়ে ইব্‌লিশরা (অসৎ আলেম) ২৯৫ ধারায় (Blasphemy Act) অপর একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তাতে বলা হয় যে, গওহার শাহী নবুয়তের ঘোষণা করেছেন। এ ক্ষেত্রে ওরা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা লাভ করে। এমন কি পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রফিক তারারও ধর্মীয় সাম্প্রদায়ীকতার (Sectarian Prejudice) কারণে তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সেই জন্য বিচারকের উপর চাপ প্রয়োগ করে সন্ত্রাস দমন আইনে দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। আল্লাহ্ চাহে তো হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্টে এই মিথ্যা মামলাগুলীরও মীমাংসা হয়ে যাবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধঃ

চন্দ্র, সূর্য, হাজরে আসওয়াদ(মক্কায় অবস্থিত কাবাগৃহে সংযুক্ত পাথর) এবং শিব মন্দিরসহ অন্য কতিপয় স্থানে গওহার শাহীর ছবি দৃশ্যমান হওয়ার পর অধিকাংশ মুসলিম ও অমুসলিমের ধারণা ও বিশ্বাস হয় যে, এ ব্যক্তিই মেহেদী, কল্কি অবতার এবং মসীহা, বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকে যাঁর উল্লেখ রয়েছে।

আসুন! আপনিও তাঁকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করুন, অথবা অনুসন্ধানের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাঁর প্রণীত পুস্তকগুলোর আলোকে তাঁকে জানার চেষ্টা করুন।

মোহাম্মাদ ইউনুস আল গওহার
(লণ্ডন, ইংল্যাণ্ড)
younus 38@hotmail.com

ভূমিকাঃ

রিয়াজ আহ্মদ গওহার শাহী

১। যে সব ধর্মসমূহ ঐশি গ্রন্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তা গ্রহণযোগ্য যদি তাতে রদবদল না হয়ে থাকে।

২। ধর্ম নৌকা এবং আলেমগণ মাঝির মতো, কোন একটিতেও ত্রুটি হলে গন্তব্যে পৌঁছা দুষ্কর। তবে, অলিগণ ভাঙ্গাচুরা নৌকাও তীরে ভেড়াতে পারেন। এ কারণেই ভগ্ন হৃদয়ের (Religious Incapacity অযোগ্য) লোকগণ অলিগণের আশেপাশে ভিড় করেন।

৩। আল্লাহ্‌র প্রেম ধর্মের চেয়ে উত্তম, এটা সকল ধর্মের সারকথা এবং আল্লাহ্‌র নূর চলার পথের মশাল।

৪। তিন চতুর্থাংশ প্রকাশ্য জ্ঞান আর একাংশ গোপন জ্ঞান (এলমে বাতেন) যা খিজির আঃ (বিষ্ণু মহারাজ) এর মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। আল্লাহ্‌র মহব্বতই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। যার অন্তরে খোদা নেই তার চেয়ে কুকুর ভালো। কারণ কুকুর তার মালিককে মহব্বত করে এবং মহব্বতের দ্বারাই সে তার মালিকের নৈকট্য লাভ করে। তা না হলে কোথায় অপবিত্র কুকুর আর কোথায় হযরত ইনসান (মানুষ)।

৫। তোমার যদি বেহেশত, হুর ও প্রাসাদের কামনা থাকে তা'হলে খুব এবাদত করো যেন উঁচু থেকে উঁচু বেহেস্ত পেতে পার।

৬। তুমি যদি আল্লাহ্‌কে পেতে চাও তা'হলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানও অর্জন করো, যাতে সিরাতে মুস্তাকীমের (Prescribed Divine Path- রবের দিকে যাওয়ার সরলপথ) রাস্তায় চলে আল্লাহ্‌র মিলন পর্যন্ত পৌঁছতে পারো।

মানুষ- আদি থেকে অনন্ত

আল্লাহ্ যখন রূহদের সৃষ্টি করতে চাইলেন, বল্লেন কুন (হও) অগণিত রূহ হয়ে গেলো, আল্লাহ্র সামনে, সবচেয়ে নিকটে রইলেন নবীদের রূহ, দ্বিতীয় সারিতে আউলিয়াগণের রূহ্, তৃতীয় সারিতে মু'মেনদের রূহ, অতপর তাদের পিছনে সাধারণ মানুষের রূহ, অতপর দৃষ্টিসীমার বাইরের সারিতে নারীদের রূহসমূহ তৈরী হয়ে যায়। অতপর এ সবের পিছনের সারিতে জীবজন্তুদের রূহ, তারপর উদ্ভিদের রূহ এবং এরপরে এমন জড় পদার্থের রূহ যাদের নড়াচড়ারও ক্ষমতা ছিল না তারাও প্রকাশিত হয়ে গেল। আল্লাহ্র ডান দিকে ফেরেশতাদের এবং এরপরে হুরদের রূহগুলী ছিল। যারা রবের চেহারা দেখতে পারেনি। এ জন্যই ফেরেশতাগণ প্রভুর দিদার করতে পারেনি। এরও পরে ছিল নূরী মোয়াক্কেলাতের রূহ (ফেরেশতাদের মত সৃষ্ট জীব) যারা পৃথিবীতে এসে নবীদের ও অলিদের সহযোগী হয়েছেন। অতপর বাঁয়ে জ্বিনদের রূহসমূহ, তার পিছনে সেফলি (শয়তান) মোয়াক্কেলাতের, তারও পরে খবিশদের (পৈশাচিক) রূহ, যারা পৃথিবীতে এসে ইব্লিসের (শয়তান) সহযোগী হয়েছে। ডানে বাঁয়ে এবং দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থিত রূহসমূহ রবের চেহারা দেখতে পারেনি। এ জন্যই জ্বিন, ফেরেশতা এবং নারীগণ প্রভুর সাথে কথপোকথনে সক্ষম হলেও দেখতে সক্ষম নয়। বিশ্বজগতে একটি আগুনের গোলক ছিল। হুকুম হলো "শীতল হয়ে যাও"। অতপর এর টুকরাগুলো মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ, বৃহস্পতিগ্রহ, পৃথিবী এবং তারকাদি সবই উহার অংশ। অবশিষ্ট অগ্নি গোলকই সূর্য। এই পৃথিবী ছাইভস্ম ছাড়া কিছুই ছিল না। জড় রূহ্গুলোকে নিচে পাঠানো হয়; তারই কারণে ছাই জমে পাথরে পরিণত হয়। তারপর উদ্ভিদের রূহগুলোকে পাঠানো হয়, যে কারণে পাথর কুলে বৃক্ষও জন্মায়। অতপর জীব রূহের বদৌলতে জীবজন্তু আত্ম প্রকাশ করে। আল্লাহ্ সকল রূহের নিকট এও প্রশ্ন করেছিলেন-আমি কি তোমাদের প্রভু? সকলই স্বীকার করে সেজদা করেছিল। অর্থ্যাৎ পাথর এবং বৃক্ষের রূহ্গুলোও সেজদা করেছিল (والنجم والشجر يسجدان) سورة الرحمن القرآن (আল কোরআন-সুরা আর রহমান)। অতপর আল্লাহ্ রূহের পরীক্ষার জন্য কৃত্রিম জগত ও কৃত্রিম স্বাদ (Modelled luxuries) সৃষ্টি করেন। এবং বলেন- কেউ যদি উহার আকাঙ্ক্ষী হয়, সে তা অর্জন করতে পারে। অসংখ্য রূহ্ আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের তক্দিরে দোযখ লিখে দেয়া হয়। অতপর আল্লাহ্ বেহেশতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন যা ছিল পূর্বস্থার (কৃত্রিম জগত) চেয়ে ভালো, অনুগত এবং বন্দেগীকারীদের (Servitude) জন্য। অনেক রূহ এদিকে ঝুকেছে এবং তাদের তক্দিরে বেহেশ্ত লিখে দেওয়া হয়। অনেক রূহ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তাদেরকে রহমান ও শয়তানের মধ্যস্থলে রেখে দেয়া হয়। সে রূহ্গুলোই পৃথিবীতে এসে মাঝামাঝি ফেঁসে গেছে। এরা যার হাতে পড়েছে তারই হয়ে গেছে। বহু রূহ্ শুধু আল্লাহ্র দর্শন করতে ছিল, এদের না দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল না বেহেশতের, আল্লাহ্র সাথে তাঁদের প্রেম এবং তাঁদের সাথে আল্লাহ্র প্রেম হয়ে যায়। এ রূহ্গণই দুনিয়ায় এসে আল্লাহ্র প্রেমে দুনিয়া ত্যাগ করে জঙ্গলে বসবাস করেন। রূহগুলির প্রয়োজন ও মনরঞ্জনের জন্যই আঠার হাজার প্রকার সৃষ্টি জীব (এর ছয় হাজার পানির মধ্যে, ছয় হাজার ভূভাগে এবং ছয় হাজার বায়ুমণ্ডলে ও আকাশে) সৃষ্টি করা হয়েছে। অতপর আল্লাহ্ সাত প্রকার বেহেশত এবং সাত প্রকার দোযখ সৃষ্টি করেন।

বেহেশতের নাম সমূহ ঃ

১। খোলদ, ২। দারুস সালাম, ৩। দারুল কারার, ৪। আদন, ৫। আল মাওয়া, ৬। নায়ীম, ৭। ফেরদাউস।

দোযখ এর নাম সমূহ ঃ

১। সাক্বার, ২। সায়ীর, ৩। নাত্বা, ৪। হুত্বামা, ৫। জাহীম, ৬। জাহান্নাম, ৭। হাবিয়া।

উপরে বর্ণিত নামগুলো সবই সুরিয়ানী ভাষায়, যে ভাষায় ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহ্র কথা হয়। সকল ধর্মেরই বিশ্বাস যে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহেশ্তে এবং যাকে ইচ্ছা দোযখে পাঠান- যদি ওখানেই কোন রূহ্কে দোযখে পাঠানো হতো তা'হলে সে আপত্তি করতো যে, আমি কি অপরাধ করেছি ? আল্লাহ বলতেন- তুমি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দুনিয়া চেয়েছিলে। তখন রূহ বলতো তা তো ছিল কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত স্বীকারোক্তিমাত্র, কোন কর্মতো করিনি। অতপর এ ওজর মেটানোর জন্য আল্লাহ্ রূহসমূহকে নিচে দুনিয়াতে পাঠান। আদম (আঃ) যাকে শঙ্করজীও বলা হয়ে থাকে, জান্নাতের মাটি দ্বারা তার দেহ তৈরী করা হয়েছে।

অতপর মানব রূহ ছাড়া অন্য কিছু মাখলুক (Spirits-আধ্যাত্মিক সৃষ্ট জীব) ও তার দেহে দিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন আদম

(আঃ) এর দেহ তৈরী করা হয়েছিল তখন হিংসা বসতঃ শয়তান তাতে থুথু নিক্ষেপ করে এবং তা আদম এর দেহের নাভী স্থানে পড়ে। সে থুথুর জীবাণুও আদম এর দেহে মিশে যায়। শয়তান জ্বিন জাতির অন্তর্ভূক্ত। একটি হাদিসে আছে- যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে তখন তার সাথে একটি শয়তান জ্বিনও জন্মগ্রহণ করে। দেহ তো ছিল নিছক মাটির ঘর যার মধ্যে ১৬ মাখলুক (১৬ আধ্যাত্মিক রূহসমূহ -Spirits) আবদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও খান্নাস (The Whisperer-কুমন্ত্রনা যে দেয়) ও চার প্রকার পাখিও রয়েছে। আদম (আঃ) এর বাম পাঁজর হতে নারীর আকৃতিতে এক বস্তু বের হয়। তাতে রূহ্ ঢেলে দেওয়া হয়। তাতে মা হাওয়ার সৃষ্টি হয়। অতপর বেহেশ্ত থেকে বের করে আদম (আঃ) কে শ্রীলংকা এবং মা হাওয়াকে জেদ্দায় অবতরণ করানো হয়। তাঁদের থেকেই এশীয়াদের জন্মের ধারার সূত্রপাত হয়। এরপর আসমান থেকে অন্যান্য রূহ্সমূহের পর্যায়ক্রমে আগমন শুরু হয়। রূহ্দের শিক্ষা দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক মর্যাদার লক্ষ্যে ধর্মীয় মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্টিত হয়। এবং আদি দিবসের নির্ধারিত তকদির অনুসারে কেউ কোন ধর্মে আবার কেউ ধর্মবিহীন থেকে যায়। আল্লাহ্ প্রেমী রূহ্সমূহও পৃথিবীতে এসে কেউ মুসলিম পরিবার, কেউ হিন্দু পরিবার, কেউ শিখ পরিবার এবং কেউ খৃষ্টান পরিবারে জন্মলাভ করে আপন আপন ধর্ম অনুসারে আল্লাহ্কে পাওয়ার চেষ্টায় রত রয়েছে। এ কারণেই প্রত্যেক ধর্মের মহাপুরুষগণ নির্জনতা অবলম্বন করেন। কিছু লোক বলেন যে, ইসলামে নির্জনতা বা সন্ন্যাসীত্ব নেই। এ ধারণা বা বিশ্বাস ভুল। হুজুর পাকও হেরা গুহায় যেতেন। শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ),খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরী, দাতা আলী হাজভিরী , বারী ইমাম,বাবা ফরিদ, শাহবাজ কলন্দর(রহঃ) প্রমূখ সকলই নির্জনতা অবলম্বনের পরই উচ্চতর মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাঁদের দ্বারাই দ্বীনের প্রসার ঘটেছে।

পৃথিবীতে মানুষের উৎস

পেটে মানবীয় বীর্য পরার পর রক্তকে জমাট করার জন্য (রূহে জামাদী) জড় রূহের আগমন হয়। অতপর উদ্ভিদ রূহের (রূহে নাবাতী) দ্বারা পেটে শিশু বাড়তে থাকে। চারমাস পর প্রাণী রূহ্ (রূহে হায়ওয়ানী) শরীরে প্রবেশ করা হয়। এর ফলে শিশু পেটে নড়াচড়া করে। এটাকে পার্থিব রূহ্ (জীবাত্মা) বলা হয়। অতপর জন্মের পর অন্যান্য মাখলুকাতের সাথে শিশুর দেহে মানুষের রূহের আগমন হয়। এগুলোকে আসমানী রূহ্ বলা হয়। যদি শিশু জন্মাবার সামান্য আগে পেটে মারা যায় তা হলে তার জানাজা হয় না। কারণ সে প্রাণীমাত্র ছিল। জন্মের সামান্য পরে মারা গেলেও তার জানাজা বাধ্যতামূলক। কারণ তাতে মানব রূহের আগমনের ফলে সে মানুষে পরিণত হয়েছিল এবং নফস (The Self-প্রবৃত্ত) ও আপন সাথীদের নিয়ে নাভীতে বসতি স্থাপন করেছিল। দেহে যদি জড় রূহের (রূহে জামাদি) প্রভাব অধিক হয়, তা হলে সে পাহাড়ে বসবাস পছন্দ করে। উদ্ভিদ রূহের কারণে মানুষ ফুল এবং বৃক্ষ পছন্দ করে। প্রাণীরূহের প্রাধান্যের দরুন মানুষ পশুদের সাথে বন্ধুত্ব এবং পশুদের মতো কাজ করে। নফস এর রূপ কুকুরের মতো বিধায় উহার প্রভাবে সে কুকুরের মতো কাজ এবং কুকুরের সাথে বন্ধুত্ব করে। অপরদিকে জাগ্রত ক্বলবের ফলে মানুষ ফেরেশ্তার ন্যায় হয়ে যায়। মানুষের মৃত্যুর পর আসমানী রূহ আসমানে ফিরে যায় যাহা একটি দেহের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। পার্থিব রূহগুলো নফসসহ এ পৃথিবীতেই থেকে যায়। (মৃত্যুর পর) পার্থিব রূহ এক থেকে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় (Newly born) দেহে স্থানান্তরিত হইতে থাকে। কারণ, হাশরের দিনের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। তবে, পবিত্র নফস কবর থেকেও লোকদের ফায়েজ (কৃপা) পৌঁছাতে থাকেন এবং নিজেও বন্দেগীতে রত থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, মে'রাজের রাতে হুজুর পাক মুসার কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখেন যে, মুসা নিজের কবরে নামাজ পড়ছেন এবং আকাশে গিয়ে দেখেন যে, মূসা সেখানেও উপস্থিত। পাপী লোকদের শক্তিধর নফস আত্মরক্ষার জন্য শয়তানের দলে মিশে যায় এবং মানুষের দেহে প্রবেশ করে তাদের ক্ষতিসাধন করে। এগুলোকে বদরূহ্ (শয়তানী আত্মা) বলা হয়। বাইবেলে আছে যে, ঈসা বদরূহ বের করতেন। পার্থিব রূহ এবং নফসসমূহ এই পৃথিবীতে, রূহে ইনসানী আলমে ইল্লিয়িন অথবা সিজ্জীনে (উর্দ্ধজগত) এবং শক্তিমান লতিফাগুলোও (The Faculties of the human breast) ঈল্লীনে অবস্থান করে। অন্যথায় কবরেই নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ নফসের কারণে অপবিত্র হয়।

বুল্লেশাহ বলেন-"এই অপবিত্র নফসই আমাদের অপবিত্র করেছে, মূলত আমরা অপবিত্র ছিলাম না"।

নফসকে পবিত্র করার জন্য কেতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, নবী, অলিগণের আগমন হয়েছে। কোথাও তাকে দোযখের ভয় দেখানো হয়েছে, কোথাও দেখানো হয়েছে বেহেশ্তের লোভ। সাধনা, এবাদত এবং রোজার দ্বারা উহাকে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে অনেক লোক বেহেশতের অধিকারী হয়েছে তেমনই অনেক লোক বাতিনী এলেমের (গোপন জ্ঞান) দ্বারা উহাকে পবিত্র করে আল্লাহ্র বন্ধু হয়ে গেছে।

নফসের (প্রবৃত্তি- The Self) আলোচনা

ইহা শয়তানী জীবাণু। নাভিতে এর ঠিকানা। সকল নবী অলিগণ এর দুষ্টামি থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করেছেন। ফসফরাস আর দুর্গন্ধ এর খাদ্য, যা হাড়, কয়লা এবং গোবরেও জন্মায়। সব ধর্মেই সহবাসের পর গোসলের জন্য তাগিত দিয়েছে। কারণ শুক্রক্ষরণের দুর্গন্ধ লোমকুপ থেকেও বের হয়। দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় এবং দুর্গন্ধময় পশুর মাংসও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদি সৃষ্টির দিনে আল্লাহ্র সম্মুখস্থ সকল রূহ হইতে, জড়রূহ পর্যন্ত সবই পরস্পর অন্তরঙ্গ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। জড়রূহের সাহায্যে মানুষ পাথর দ্বারা নিবাস তৈরী করে, উদ্ভিদরূহের কারণে বৃক্ষাদির কাষ্ঠ দ্বারা ছাদ নির্মাণ করে, বৃক্ষাদির ছায়া দ্বারাও উপকৃত হয়, বৃক্ষ তাদেরকে স্বচ্ছ অক্সিজেন সরবরাহ করে। পশ্চাতে থাকা জীবরূহ্সমূহ যা পৃথিবীতে এসে পশু হয়েছে সেগুলো সবই মানুষের জন্য বৈধ (হালাল) করে দেয়া হয়েছে। এমনকি সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত পাখিগুলোকেও বৈধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বাম দিকে জ্বিনজাতি এবং সিফলি মোয়াক্কেলাত সমূহ সৃষ্টি হয়। এর পর এদের পিছনে খবিস রূহসমূহ সৃষ্টি হয় যারা পরে খোদার দুশমনে পরিণত হয়। এবং সেই সব জীব, উদ্ভিদ ও জড় রূহ্সমূহ যারা খবিস রূহসমুহের পিছনে প্রকাশিত হয়েছিল তারা সবই মানুষের সাথে শত্রুতা করে, এই শ্রেণীর জড়রূহ্ দুনিয়াতে আসার ফলে ছাইগুলী কয়লায় পরিনত হয় যার গ্যাস মানুষের জন্য ক্ষতিকর ছিল।

এই শ্রেণীর উদ্ভিদরূহ্ থেকে বিপদজ্জনক কাঁটাযুক্ত এবং মানুষখেকো ধরণের বৃক্ষের সৃষ্টি হয়েছে, এই শ্রেণীর জীবরূহ্ থেকে মানুষখেকো এবং হিংস্র ধরণের পশু জন্মেছে, এদের সাথে সংশ্লিষ্ট পাখীগুলোকেও মানুষের প্রতি শত্রু স্বভাবের কারণে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এদের পরিচয় হলো এরা থাবা দিয়ে ধরে আহার করে। আল্লাহর ডানদিকের রূহ্গুলোকে আল্লাহ্ মানুষের খাদেম, দূত ও সাহায্যকারী করে দিয়েছেন এবং মানুষকে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়ে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এখন মানুষের ইচ্ছা, মেহনত ও ভাগ্য যে আল্লাহ্র খেলাফত গ্রহণ করবে না প্রত্যাখ্যান করবে। স্বপ্নে নফস দেহ থেকে বের হয়ে সেই ব্যক্তিররূপে জিনজাতির শয়তানী আড্ডায় ঘুরে বেড়ায়। নফসের সাথে খান্নাসও থাকে, যার আকৃতি হাতির মতো। এটা নফস ও ক্বলবের মাঝখানে বসে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য নফসকে সাহায্য করে। তা ছাড়া চার প্রকার পাখীও মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য চারটি লতিফার সাথে লেগে যায়। যথা ক্বলবের সাথে মোরগ, এর কারণে মনে কামভাব বৃদ্ধি পায়। ক্বলবের জিকিরের ফলে সে মোরগ পবিত্র (মোরগায়-এ-বিসমিল- Cockerel is cleansed of lust) হয়ে যায় এবং হালাল-হারামের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি হয়। অতপর এ ধরণের ক্বলবকে ক্বলবে সালীম (নিরাপদ হৃদয়- Secured Heart) বলা হয়। লতিফায়ে সিররির সাথে কাক মেশার কারণে লোভ, খফীর সাথে ময়ূর মেশার কারণে হিংসা এবং আখফার সাথে কবুতর মেশার কারণে মানুষের স্বভাবে কৃপণতা এসে যায়। উহাদের স্বভাবগুলো লতিফাসমূকে হিংসাপরায়ণ ও লোভী হতে বাধ্য করে। যতক্ষণ না লতিফাসমূহ নূরময় হয়। ইব্রাহীম (আঃ) এর দেহ থেকে উক্ত চার প্রকার পাখী বের করে তাদেরকে পবিত্র করার পর পুনরায় তা দেহে প্রবেশ করানো হয়। মৃত্যুর পর পবিত্র লোকদের এ সব পাখি বৃক্ষের উপর বাসা বাঁধে। অনেক লোক কিছুদিন জঙ্গলে থেকে পাখীদের ন্যায় আওয়াজ করে। এ সব পাখী তাদের অন্তরঙ্গ হয়ে যায় এবং ছোটখাট চিকিৎসায় তাদের সহায়ক হয়।

অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

"লতিফা নফসের সম্পর্ক শয়তানের সাথে"

" মানুষের বক্ষের পাঁচটি লতিফার (Spiritual Spirits or Subtleties) সম্পর্ক পাঁচজন রাসূলের সাথে"। "লতিফা আন্নার সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে"

"অনুরূপভাবে এ দেহের সম্পর্ক কামেল মুর্শিদের (আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) সাথে"

"উক্ত মাখলুকাতের মধ্যে যার সাথে যার সম্পর্ক নেই, সে তার ফায়েজ (কৃপা) থেকে বঞ্চিত এবং বিরহিত"

লতিফায়ে ক্বলব (The Subtlety of Qalb)

(এর নবুয়ত ও জ্ঞান আদম সফিউল্লাহ (আঃ) পেয়েছিলেন)

মাংসপিণ্ডকে উর্দুতে দিল এবং আরবীতে ফুয়াদ বলা হয় এবং দিলের সাথে থাকা আধ্যাত্মিক মাখলুককে ক্বলব বলা হয়। এর নবুয়ত ও জ্ঞান আদম (আঃ) কে মিলেছিল। হাদীসে আছে যে, দিল এবং ক্বলবের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ দুনিয়াকে নাসুত (The Terrestrial Realm-পার্থিব জগত) বলা হয়। এ ছাড়া আরো জগতও রয়েছে- যেমন মালাকুত (ফেরেশতাদের জগত), আন্‌কাবুত (যে উর্দ্ধ জগতে খোদার সিংহাসন), জাবরুত (রুহের জগত এবং জীব্রাঈলের মোকাম), লাহুত (The realm of nothingness), অহদাত (The realm of divine unity) এবং আহদিয়াত (The realm of divine oneness)। মোকামে নাসুতে অগ্নি গোলক বিস্ফারিত হওয়ার পূর্বেও এই জগতগুলো ছিল এবং উহার মাখলুকাতও (creatures) আগে থেকেই মজুদ ছিল। রূহুদের সাথেই ফেরেশতা (Angel) তৈরী হয়। তবে, মালায়েকা (Arch Angel) এবং লতিফাসমূহ পূর্ব থেকেই উক্ত জগতসমূহে মজুদ ছিল। পরে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের (আলমে নাসুত) কয়েক গ্রহের মধ্যেও দুনিয়ার আবাদ হয়। কোনটা ধ্বংস হয়ে গেছে আর কোনটা ধ্বংস হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে। এ আধ্যাত্মিক মাখলুক অর্থাৎ লতিফাসমূহ (Subtleties of the human breast) এবং মালায়েকা রূহের 'হও' আদেশের ৭০ হাজার বছর পূর্বেই তৈয়ার করা হয়েছিল। এবং তন্মধ্যে লতিফায়ে ক্বলবকে মোকামে মহব্বতে (প্রেমের স্থানে) রাখা হয়। এরই মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে এই ক্বলব টেলিফোন অপারেটরের মর্যাদা রাখে। এরই মাধ্যমে মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক স্পষ্ট নিদর্শন এবং এলহাম (আল্লাহর সাথে গোপন কথোপকথন) অবতীর্ণ হয়। Note :- এলহামের (Revelation direct from God) সাথে সবসময় স্পষ্ট নিদর্শন (Divine reason) আসে। নিদর্শন ছাড়া এলহাম বিশুদ্ধ হয় না। তা'ছাড়া লতিফাসমূহের এবাদতও এরই মাধ্যমে উচ্চতর আরশে (Empyrean of God-আল্লাহর সিংহাসনের জগত) পৌঁছে। কিন্তু এ মাখলুক (ক্বলব) স্বয়ং মালাকুত অতিক্রম করতে পারে না। এর মোকাম খোলদ (জান্নাতের সবচেয়ে নিচের স্তর) পর্যন্ত। এর এবাদত ও দেহের ভিতরে এবং তসবীহও ইনসানী দৈহিক কাঠামোর মধ্যে। ক্বলবের এবাদত করেনি এমন বেহেশতিও আফসোস করবে। কারণ আল্লাহ্ বলেন- "ঐ সব লোকেরা কি বুঝে রেখেছে যে, আমরা তাদেরকে নেককারদের সমান মর্যাদা দেবো?" কারণ আলোকিত ক্বলবওয়ালাগণ বেহেশতেও আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকবে। মৃত্যুর পর দৈহিক এবাদত শেষ হয়ে যায়। যার ক্বলব এবং লতিফা আল্লাহ্‌র নূরে শক্তিশালী নয় সে কবরেও দুরবস্থায় থাকবে অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। অথচ নূরময় ও শক্তিশালী লতিফাসমূহ মোকামে ইল্লীনে (উচ্চ স্থানে) চলে যাবে। হাশরের দিনের পর যখন দ্বিতীয় দেহ প্রদান করা হবে তখন পুনরায় এ লতিফাগুলোও ইনসানী রূহের সাথে দিদারওয়ালা (যারা পৃথিবীতে রবের দর্শন করেছিলেন) অমর অলিগণের দেহে প্রবেশ করবে, যারা দুনিয়াতে তাদের আল্লাহ্ আল্লাহ্ শিখিয়েছিল, সেখানেও আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকবে এবং সেখানেও তাদের মর্যাদা বাড়তে থাকবে এবং এখানে যারা দিলের অন্ধ (আলোকহীন) ছিল ওখানেও তারা অন্ধই থাকবে। কারণ এ দুনিয়াই ছিল কর্মক্ষেত্র এবং এরা একই অবস্থায় থাকবে। খৃষ্টান, ইহুদি ও হিন্দু ধর্মও উক্ত মাখলুকদের (আধ্যাত্মিক সৃষ্ট জীব) বিশ্বাসী। হিন্দু উহাদের শক্তিগুলো (ইন্দ্রিয়) এবং মুসলমান উহাদের লাতায়েফ বলে। ক্বলব দিলের বামদিকে দু'ইঞ্চি দূরে অবস্থিত। এ মাখলুকের রং হলুদ। এর জাগৃতির কারণে মানুষ আপন চোখে হলুদ আলো অনুভব করে। কোন কোন আমেল (Spiritual mentors-আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা) ব্যক্তি এই লতিফাসমূহের রং এর সাহায্যে লোকের চিকিৎসাও করে। অধিকাংশলোক নিজের দিলের কথাকে সঠিক বলে মানে। যদি প্রকৃতই দিল সত্য হয় তা'হলে সকল দিলওয়ালা কেন এক হবেন না ? সাধারণ লোকের ক্বলব সনুবরি অর্থাৎ অচেতন হয়। এতে কোন শোধবোধ থাকে না। নফস এবং খান্নাসের প্রভাবে অথবা আপন সরলতার কারণে উহা ভুল সিদ্ধান্তও দিতে পারে। ক্বলবে সনুবরির উপর আস্থা স্থাপন করা বোকামি। এই দিলে যখন আল্লাহ্‌র যিকির শুরু হয়, তারপর তাতে নেকিবদির পার্থক্য বুঝে আসে। একে ক্বলবে সালীম (নিরাপদ হৃদয়- The secured heart) বলা হয়। অতপর যিকিরের আধিক্যের ফলে উহার রোখ প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এটাকে বলা হয় ক্বলবে মুনীব (প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হৃদয়- The heart turned to God)। এ দিল মন্দ থেকে বিরত রাখতে পারে কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অতপর যখন এই দিলে আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি পতিত হওয়া শুরু হয় তখন তাকে ক্বলবে শহীদ (The witnessing heart) বলা হয়। হাদীস- "ভগ্ন হৃদয় এবং ভাঙ্গা কবরে আল্লাহ্‌র রহমত পতিত হয়"। সে সময়ে দিল যা বলে চুপ করে মেনে নিবে। কারণ জ্যোতির ফলে লতিফায়ে নফসও মুতমাইন্না (The Divinely Content Self-পবিত্র ও সন্তুষ্ট প্রবৃত্তি) শান্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ শাহরগের (কণ্ঠনালীর) নিকটবর্তী হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ বলেন-"আমি তার জিহ্বা হয়ে যাই; যা দ্বারা সে কথা বলে, আমি তার হাত হয়ে যাই; যা দ্বারা সে ধরে।

ইনসানী রূহ্

(এর নবুয়ত ও জ্ঞান ইব্রাহীম (আঃ) পেয়েছিলেন)

ডান স্তনের নিকট ইনসানী রুহের অবস্থান, একেও যিকিরের আঘাত এবং ধ্যানের দ্বারা সজাগ করা হয়। অতপর সেখানেও এক প্রকার কম্পন অনুভূত হয়। অতপর উহার সাথে (যিকির) অথবা **"ইয়া আল্লাহ্"** মেলানো হয়, অতপর ইনসানের মধ্যে দু'বান্দা (Two Subtleties) যিকির করা শুরু করে দেয় এবং এর মর্যাদা লতিফায়ে ক্বলবওয়ালাদের থেকেও বেড়ে যায়। রূহের রং লালচে হয় এবং উহার জাগরিত হবার ফলে জাবরুত (যা জিব্রাঈলের মোকাম) পর্যন্ত উহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। এর সাথে যুক্ত রাগ-ক্রোধও জ্বলে মহিমায় পরিণত হয়ে যায়।

লতিফা সিররি (Secret-গোপনীয়)

(এর নবুয়ত এবং জ্ঞান মুসা (আঃ) পেয়েছিলেন

এ মাখলুক (আধ্যাত্মিক সৃষ্ট জীব) বক্ষের মধ্যভাগ থেকে বাম স্তনের মধ্যস্থলে হয়ে থাকে। একেও **"ইয়া হাইয়ু"** এবং **"ইয়া ক্বাইয়ুম"** এর আঘাতে এবং ধ্যানের দ্বারা সজাগ করতে হয়। এর রং সাদা। স্বপ্ন ও মোরাকাবায় (আধ্যাত্মিক ভ্রমণ) লাহুত (the Realm of Nothingness) পর্যন্ত এর উপস্থিতি সম্ভব। এখন তিন মাখলুক যিকিররত এবং এর মর্যাদা পূর্বের দু'জনের চেয়ে বেড়ে গেলো।

লতিফা খফী (Arcane)

(এর নবুয়ত এবং জ্ঞান ঈসা (আঃ) পেয়েছিলেন

এর অবস্থান মধ্য বক্ষ থেকে ডান স্তনের মধ্যস্থলে হয়ে থাকে। একেও যিকিরের আঘাতে **"ইয়া ওয়াহেদ"** শেখানো হয়। এর রং হয় সবুজ এবং উহার সম্পর্ক মোকামে অহ্দাতের সঙ্গে। এখন চার বান্দার এবাদতের ফলে মর্যাদা আরো বেড়ে গেল।

লতিফা আখফা (Obscure)

(এর নবুয়ত এবং জ্ঞান হুজুর পাক (সাঃ) পেয়েছিলেন

এ মাখলুকের অবস্থান বক্ষের মধ্যস্থলে। **"ইয়া আহাদ"** এর যিকির এর মাধ্যমে ইহা জাগ্রত হয়। এর রং বেগুনী। এর সম্পর্ক মোকামে অহদাতের (The Realm of Divine Unity) ঐ পর্দার সাথে যার পিছনে রয়েছে আল্লাহতালার সিংহাসন।

পাঁচ লতিফার বাতেনী জ্ঞানও পাঁচ নবী যথা ক্রমে লাভ করেন এবং প্রত্যেক লতিফার অর্ধেক জ্ঞান নবীদের থেকে অলিগণ পর্যন্ত পৌঁছে। এই ভাবে উহা দশভাগ হয়। অতপর অলিগণের মাধ্যমে বিশিষ্ট (ব্যক্তি) গণ উক্ত জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হন। প্রকাশ্য জ্ঞান, প্রকাশ্য দেহ, প্রকাশ্য ভাষা নাসুত এবং নফসসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো সাধারণ লোকদের জন্য এবং ইহার জ্ঞান জাহেরী কেতাবে **(কোরআন)** রয়েছে যা ৩০ ভাগে বিভক্ত। বাতেনি জ্ঞানও অহীর (Revelation through Gabriel) মাধ্যমে নবীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ জন্য উহাকেও **"বাতেনী কোরআন"** বলা হয়। কোরআনের বহু সুরা পরে মনসুখ বা রহিত করা হয়। এর কারণ এও ছিল যে, কখনো কখনো বক্ষের জ্ঞানও (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) হুজুর (সাঃ) এর মুখ থেকে সাধারণ লোকের সামনে বের হয়ে যেতো, যা কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যই ছিল। পরবর্তীতে এ জ্ঞান বক্ষ থেকে বক্ষে (এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে) অলিদের মধ্যে চালু ছিল। বর্তমানে গ্রন্থাদির মাধ্যমে এ জ্ঞানকে সর্ব সাধারণের জন্য সুগোম করে দেওয়া হয়েছে।

লতিফা আন্না (The Divine "I")

এ মাখলুকের অবস্থান মস্তিষ্কে, এর কোন রং নেই। **"ইয়া হু"** যিকিরে এর মে'রাজ (সর্বোচ্চ সীমা) হয়। এ মাখলুকই আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে খোদার সামনা সামনী পর্দাবিহীন অবস্থায় পরস্পর কথা বলেন। এটা আশেকদের মোকাম। তা'ছাড়া কিছু বিশেষ ব্যক্তিকেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক মাখলুক যেমন **"তিফলে নূরি** (Spirit of God's Light)" অথবা **"জুশসায়ে তাওফিকে এলাহী** (Divine Sub Spirit)" দান করা হয়। এগুলোর মর্যাদা বুঝের উর্ধ্বে।

লতিফা আন্না দ্বারা স্বপ্নে আল্লাহ্‌র দিদার (দর্শন) হয়
জুশসায়ে তাওফিকে এলাহী (Divine Sub Spirit) দ্বারা প্রভুর দিদার হয়, মোরাকাবায় (Transcendental Meditation-ধ্যানে) এবং তিফলে নূরী (Spirit of God's Light) অধিকারীদের দিদার হয় সচেতন ও সজ্ঞানে।

দুনিয়াতে এদেরকেই কুদরতউল্লাহ (The Might of God-সুলতান-আল ফুকরা) আল্লাহ্‌র কুদরত বলা হয়। (নোট ঃ- সুলতান-আল ফুকরা এরা অত্যান্ত বিশিষ্ট লোক যাদের রবের প্রতিচ্ছবি দেয়া হয়। যারা সংখ্যায় মোট ৭ জন) এরা যাকে ইচ্ছা এবাদত ও সাধনা দ্বারা আর যাকে ইচ্ছা কেবল দৃষ্টি দ্বারাই মোকামে মাহমুদ (The Station of Praise and Glory) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এদের দৃষ্টিতে মুসলিম, কাফের এবং জীবিত ও মৃত সবই সমান। যেমন গাউছে পাকের (রহঃ)এক দৃষ্টিতে চোর কুতুব (অলি) হয়ে যায়। আবু বকর হাওয়ারী এবং মাঙ্গা ডাকাতও তার দৃষ্টির প্রভাবে পীর হয়ে যান। পাঁচ রাসূলকে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লতিফাসমূহের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। যে কারণে রূহানিয়াতে (আধ্যাত্মিকতায়) উন্নতি সাধিত হয়। যে যে লতিফার যিকির করবে সে সেই লতিফার সাথে সম্পৃক্ত রাসূলের সম্পর্ক এবং ফায়েজের (কৃপা) অধিকারী হবে। যে লতিফার উপর জ্যোতি পড়বে তার বেলায়াত (Sainthood) সেই নবীর পদাংক মোতাবেকই লাভ হবে। সাত আকাশে পৌঁছা এবং সাত বেহেশতের মর্যাদা লাভও এ লতিফাগুলোর দ্বারাই হয়ে থাকে।

মানুষের দেহে লতিফাসমূহের কর্তব্যাদি

লতিফায়ে আখফা (The Obscure)

এর সাহায্যে মানুষ কথা বলে। তা না হলে জিহ্‌বা ঠিক থাকলেও সে বোবা। এ লতিফাসমূহই অন্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য। জন্মের সময়ে কোন কারণে যদি দেহে লতিফায়ে আখফা প্রবেশ করতে না পেরে থাকে তা'হলে সে দেহে তাকে নিয়ে আসা সংশ্লিষ্ট নবীর কর্তব্য ছিল। ফলে বোবার কথা বলা শুরু হয়ে যেতো।

লতিফায়ে সিররি (The Secret)

এর সাহায্যে মানুষ দেখে। কোন কারনে জন্মের সময় মানব দেহে উহা অনুপস্থিত থাকিলে মানুষ জন্মান্ধ হয়। তা ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট নবীর কর্তব্য ছিল। যার ফলে অন্ধেরও দেখা শুরু হয়ে যেতো।

লতিফায়ে ক্বলব (The Heart)

এর দেহে না থাকার কারণে মানুষ জীবজন্তুর মতো হয়। সম্পূর্ণরূপে প্রভুর সাথে পরিচয়হীন, দূরে, অনাশক্ত এবং আনন্দহীন হয়ে যায়। একে ফেরত এনে দেয়াও নবীদের কাজ ছিল। এবং নবীদের অলৌকিক কার্যসমূহ কেরামতরূপে অলিদের দান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ফাসেক ও পাপীও প্রভু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কোন অলি অথবা নবীর দ্বারা যদি সংশ্লিষ্ট লতিফাগুলো দেহে ফিরিয়ে দেয়া যায় তা হলে বোবা, কালা(বধির-behra) এবং অন্ধও সুস্থ্য হয়ে যায়।

লতিফায়ে আন্না (The Divine "I")

দেহে এর আগমন না হলে (যদিও মস্তিষ্কের সব কোষ সক্রিয় থাকে) সে মানুষকে পাগল বলা হয়।

লতিফায়ে খফি (The Arcane)

এটা দেহে না এলে মানুষ বধির হয়, যদিও কানের গহব্বরও খুলে দেওয়া যায় । দৈহিক ত্রুটির কারণেও এ অবস্থা হতে পারে, তবে তা চিকিৎসাযোগ্য। কিন্তু দেহে মাখলুকের না আসার কারনে যে ত্রুটি হয় তাঁর কোন চিকিৎসা নেই। যতক্ষণ কোন নবী অথবা অলির সাহায্য লাভ না হয়।

লতিফায়ে নফস (The Self)

লতিফায়ে নফস এর কারণে মানুষের দিল দুনিয়ার দিকে এবং লতিফায়ে ক্বলবের কারণে মানুষের আকর্ষন আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যায়।

আল্লাহ্ শব্দ "اللہ"

সুরিয়ানী ভাষা যা আসমানে বলা হয়ে থাকে। ফেরেশতা এবং রবের মধ্যে এ ভাষায় পরস্পর কথোপোকথন হয়। বেহেশতে আদম সফিউল্লাহ্ও এ ভাষা বলতেন। অতপর আদম সফিউল্লাহ্ এবং মা হাওয়া যখন দুনিয়াতে এসে আরবস্তানে বসতি স্থাপন করেন তাঁদের সন্তানরাও এ ভাষাই বলতো। অতপর বংশধরদের পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃতির ফলে এ ভাষা আরবী, ফার্সী ও ল্যাটিন হয়ে ইংরেজী পর্যন্ত পৌছে এবং আল্লাহ্কে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাবে ডাকা শুরু হয়। আদম (আঃ) এর আরবে বসবাসের কারণে বহু সুরিয়ানী শব্দ আজও আরবী ভাষায় বর্তমান রয়েছে। যেমন আদমকে আদম সফিউল্লাহ নামে ডাকা হয়েছিল, কাউকে নূহ নবীউল্লাহ, কাউকে ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, মূসা কালিমুল্লা, ঈসা রূহুল্লাহ এবং মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ডাকা হয়। এ সব বাক্য (Motto's-কালেমা) সুরিয়ানী ভাষায় নবীদের আগমনের পূর্বেই লৌহে মাহফুজে (Preserved Scripturum) লেখা ছিল। এ জন্যই হুজুর পাক (সাঃ) বলেছিলেন যে, আমি দুনিয়াতে আসার পূর্বেও নবী ছিলাম।

কোন কোন লোকের ধারণা যে, আল্লাহ শব্দ মুসলমানদের দেয়া একটি নাম মাত্র। কিন্তু এটা ঠিক নয়। হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহের পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ তখন ইসলাম ছিল না এবং ইসলামের পূর্বেও প্রত্যেক নবীর কালেমার সাথে আল্লাহ ডাকা হতো। যখন রূহদের তৈরী করা হয় তখন তাদের মুখে প্রথম শব্দই ছিল " اللہ "। অতপর যখন রূহ আদমের দেহে প্রবেশ করে তখন "ইয়া আল্লাহ" বলেই প্রবেশ করেছিল। বহু ধর্ম এ রহস্যকে সঠিক মনে করে "আল্লাহ" নামের যিকির করে থাকে এবং দ্বিধা সন্দেহের কারণে অনেকেই এ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। রবের দিকে নির্দেশ করে এমন যে কোন নামই সম্মানীয় অর্থাৎ তা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করে। ভিন্ন ভিন্ন নামের প্রভাবে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বর্ণমালার বিন্যাশ ও বর্নমালার বানান (Numerology and syllable laws) পদ্ধতির প্রেক্ষিতে প্রত্যেক শব্দের সংখ্যার ভিন্ন মান (Numeric value) হয়। এতো একটি আসমানী বিদ্যা এবং এই সংখ্যাতত্ত্বের (Numerology) সম্পর্ক সমগ্র মাখলুকের সাথে। কোন কোন সময়ে, এ সব সংখ্যার মান তারকাদের হিসাবের সাথে না মিলার কারণে নিজেদের মধ্যে মিল রাখে না। যে কারণে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে থাকে । অনেক লোক এই জ্ঞানবিদদের দ্বারা তারকাদের হিসাব বিশ্লেষণ করে কোষ্ঠী তৈরী করে নাম রাখে। যেমন বর্ণমালা (ابجد) (১, ২, ৩, ৪) ইত্যাদি যোগ করলে দশ সংখ্যা হয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক নামেরও ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা হয়। আল্লাহ্র ভিন্ন ভিন্ন নামের কারণে সংখ্যাতত্ত্বের কারণে একে অপরের বিরোধের কারণ হয়ে গেছে। একই নামে যদি প্রভুকে ডাকা হতো তা হলে ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ ঐক্য একই থাকতো এবং নানক সাহেব এবং বাবা ফরিদের মতোই বলতেন যে, সকল রূহই আল্লাহ্র নূর থেকে তৈরী তবে উহার পারিপার্শিকতা এবং অবস্থান ভিন্ন।

যে সকল ফেরেশতাকে দুনিয়াতে দায়িত্বে লাগানো হয় তাদেরকে দুনিয়াবাসীদের ভাষাও শেখানো হয়ে থাকে। উম্মতদের জন্য জরুরী হলো আপন নবীর কালেমা, যা নবীর সময়ে উম্মতের পরিচয়, ফায়েজ, এবং পবিত্রতার জন্য প্রভুর পক্ষ হতে দান করা হয়েছে। তা সেভাবেই সেভাষায় সে কালেমা পুনরুক্তি করা। সেই জন্য যে কোন ধর্মে অন্তর্ভুক্তির জন্য এই কালেমা শর্ত। বিবাহের সময়ে যেমন মৌখিক স্বীকারোক্তি শর্ত তেমনি বেহেশতে প্রবেশের জন্য এই কালেমাকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশসমূহে অধিকাংশ মুসলিম এবং খৃষ্টান নিজ নিজ ধর্মের কালেমা এমনকি আপন নবীর মূল নাম সম্পর্কেও বেখবর। মৌখিক কালেমাওয়ালাদের আমালে সালেহা (হৃদয়ের আধ্যাত্মিক কার্য) করতে বাধ্য, যারা কালেমা পাঠ করেনি তারা বেহেশতের বাইরে আর যাদের দিলের ভিতর কালেমা পৌঁছে গেছে তারা বিনাহিসাবে বেহেশতে যাবেন। আসমানী কেতাব যাহা এর আদি মূল ভাষায় অবিকৃত অবস্থায় আছে উহা প্রভু পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম, কিন্তু উহার বাক্য ও অনুবাদে মিশ্রণ করা হয়ে গেলে ভেজাল মিশ্রিত আটা যেমন পেটের ক্ষতি করে তেমনই মিশ্রণযুক্ত কেতাবগুলোও দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে গেছে। ফলে একই দ্বীন ও নবীর অনুসারীগণ কতক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। সিরাতে মুস্তাকীমের (রবের দিকে যাওয়ার সরলপথ) জন্য উত্তম এই যে তোমরা নূর থেকেও হেদায়েত (পথ প্রদর্শন) পেয়ে যাও।

নূর তৈরীর পদ্ধতি

প্রাচিন যুগে পাথর ঘষে আগুন বের করা হতো। তা'ছাড়া লোহা ঘর্ষণেও স্ফুলিঙ্গ বের হয়। পানি সংঘর্ষণে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। অনুরূপভাবে মানুষের ভিতর রক্তের সংঘর্ষনে অর্থাৎ দিলের টিক টিক (স্পন্ধন) দ্বারাও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। প্রত্যেক মানুষের দেহে প্রায় দেড় ভোল্ট বিদ্যুৎ মজুদ আছে। যে কারণে তাতে স্ফুর্তির সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধ বয়সে দুর্বল স্পন্ধন গতি হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ এবং উৎফুল্লতা কমে যায়। সর্ব প্রথম দিলের কম্পন উদগত করতে হয়। কেউ নাচের মাধ্যমে, কেউ কাবাডি অথবা শরীরচর্চা এবং কেউ "আল্লাহ্" "আল্লাহ্" যিকিরের আঘাত দ্বারা এ কাজ করে থাকে। যখন দিলে কম্পন তীব্র হবে তখন প্রত্যেক কম্পনের সাথে "আল্লাহ্" "আল্লাহ্" অথবা একটির সাথে "আল্লাহ্" এবং অপরটির সাথে "হু" মেলাতে হয়। কখনো কখনো দিলের উপর হাত রাখবে; কম্পন অনুভূত হলে এর সাথে "আল্লাহ্" মেলাবে। কখনো কখনো নাড়ীর গতির সাথে "আল্লাহ্" মেলাবে। মনে করবে যে, দিলে "আল্লাহ্" প্রবেশ করছেন। "আল্লাহু" যিকির উত্তম এবং এর প্রভাব ত্বড়িৎ ফলপ্রদ। কারো যদি "হু" এর ব্যাপারে আপত্তি থাকে অথবা ভয় হয় তা হলে সে বঞ্চিত না থেকে কম্পনসমূহের সাথে "আল্লাহ্" "আল্লাহ্" মেলাতে থাকবে। বিরদো- ওজায়েফ (তসবির দ্বারা মুখের যিকির) এবং যাকুরিয়াত (আল্লাহর যিকিরের বিজ্ঞান) ওয়ালা লোকেরা যত পবিত্র থাকবে তাদের জন্য তত উত্তম। কারণ বেআদব বেমুরাদ-বাআদব বামুরাদ (যারা সম্মান প্রদর্শন করে তারা কৃপার যোগ্য আর যারা সম্মান প্রদর্শন করে না তারা বঞ্চিত)।

প্রথম পদ্ধতিঃ

কাগজে কালো পেন্সিল দ্বারা " اللہ " শব্দটি লিখবে যতক্ষণ ভালো লাগে, প্রত্যেক দিন অনুশীলন করবে। একদিন " اللہ " শব্দ কাগজ থেকে চোখে ভাঁসতে শুরু করবে। অতপর চোখ থেকে ধ্যানের মাধ্যমে দিলে অবতীর্ণ করবার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ

সাদা বাল্বের (Zero watt bulb) উপর হলুদে রং দিয়ে " اللہ " শব্দটি লিখবে। অতপর নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে অথবা দিনে যেকোন সময় উহাকে চোখের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করবে। যখন তা চোখে এসে যাবে তারপর তা দিলে নামাবে।

তৃতীয় পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতি সে সব লোকের জন্য যাদের রাহবার (পথপ্রদর্শক) কামেল (আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) এবং সম্পর্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে রূহানী সাহায্য করেন। নির্জনে বসে শাহাদাত আঙ্গুলকে কলম মনে করবে এবং ধ্যানের সাহায্যে দিলের উপর " اللہ " লিখার চেষ্টা করবে। মনে মনে মুর্শিদকে ডাকবে, তিনিও যেন তোমার আঙ্গুল ধরে তোমার দিলের উপর " اللہ " লিখছেন। যতদিন পর্যন্ত দিলের উপর " اللہ " লেখাটি দৃষ্টিগোচর না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন এ অনুশীলন করবে। প্রথম পদ্ধতিতে " اللہ " সেইরূপ নকশাই হয় যে রূপে বাইরে লেখা হয় বা দেখা যায়। অতপর দিলের কম্পনের সাথে যখন " اللہ " নামের মিলন শুরু হয় ধীরে ধীরে উহা চমকাতে শুরু করে, যেহেতু এই পদ্ধতিতে কামেল মুর্শিদের (আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) সাহায্য থাকে সেহেতু প্রথম থেকেই " اللہ " শব্দটি সুন্দর অক্ষরে এবং উজ্জল ভাবে দিলের উপর দেখা যায়। দুনিয়াতে অনেক নবী অলি এসেছেন- যিকির করার সময়ে পরীক্ষামূলক ভাবে একের পর এক অথবা যদি সংগত মনে করো তা'হলে সকলকে ধ্যান করবে, যার ধ্যানের মাধ্যমে যিকিরের ভিতর শক্তি ও অগ্রগতি লক্ষ্য করবে, তারই নিকট তোমার ভাগ্য। অতপর ধ্যানের জন্য তাকেই নির্বাচন করবে। কারণ প্রত্যেক অলির পদাংক কোন না কোন নবীর পদাংক অনুসারে হয়। যদিও জাহেরি (শারীরিক ভাবে) জীবনে নবী জীবিত থাকে না এবং প্রত্যেক মুমেনের ভাগ্য কোন না কোন অলির নিকট হয়ে থাকে। অলির জাহেরি জীবন থাকা আবশ্যক। তবে কখনো কখনো ভাগ্যগুণে মামাতওয়ালে (যিনি পর্দা গ্রহণ করেছেন) কামেল জাত (Divinely Accomplished Guide-সব গুনে গুনান্বিত আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) থেকেও মালাকুতি ফায়েজ পাওয়া যায়। কিন্তু এটা অত্যন্ত সীমীত। অবশ্য মামাতওয়ালে দরবারগুলো থেকেও জাগতিক ফায়েজ পৌঁছানো যেতে পারে, একে **"ওয়াইসী ফায়েজ"** (এক প্রকার শিক্ষা যাহা মুর্শেদ স্বপ্নের ও বাতেনের মাধ্যমে আধ্যত্মিক কৃপা দান করে থাকেন যদিও সেই মুর্শেদ জীবিত থাক বা না থাক) বলা হয়। এ লোকেরা প্রায়ই কাশ্‌ফ (Spiritual Unveiling-অন্তর দৃষ্টি) এবং স্বপ্নের ব্যাপারে দ্বিধায় পড়ে যায়। কারণ, মুর্শিদও গোপন এবং ইবলিশও গোপন, উভয়কে চেনা কষ্টকর হয়ে যায়। ফায়েজের (আধ্যাত্মিক কৃপা) সাথে জ্ঞানেরও প্রয়োজন হয়। এ জন্য জাহেরি মুর্শিদ অধিকতর সঙ্গত। যার ফায়েজ আছে, জ্ঞান নেই তাকে মায্‌জুব (এমন **জ্যোর্তিময়** ব্যক্তি যে তার প্রভুর প্রেমে বুদ্ধিহারা) বলা হয়। যার ফায়েজও আছে ,জ্ঞানও আছে তাকে মাহবুব (আল্লাহর প্রিয়জন) বলা হয়। মাহবুব জ্ঞানের দ্বারা লোকদের জাগতিক ফায়েজ ছাড়াও রূহানী ফায়েজও পৌঁছিয়ে থাকেন। অপরদিকে মায্‌জুব লাঠি দিয়ে মার ও গালির মাধ্যমে জাগতিক ফায়েজ (Mundane benevolence) পৌঁছিয়ে থাকেন।

(কেউ যদি আপনার ধ্যানে এসে আপনার সাহায্য না করে তা হলে "গওহার শাহীকেই" পরীক্ষা করে দেখুন)

ধর্মের বাধ্যতা নেই, অবশ্য যদি আদি দুর্ভাগা না হয়, বহু লোকের চাঁদ থেকেও যিকির লাভ হয়। এর পদ্ধতি হলো-পূর্বকাশে যখন পূর্ণ চন্দ্র থাকে, গভীরভাবে সেদিকে তাকাও, যখন গওহার শাহীর ছবি দেখা যাবে তখন তিনবার 'اللّٰه' 'اللّٰه' 'اللّٰه' বলবে, অনুমতি হয়ে যাবে। অতপর ভয় ভীতিহীন ভাবে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলির অনুশীলন শুরু করবে। বিশ্বাস করুন! গওহার শাহীর চন্দ্রস্থিত ছবি অনেক লোকের সাথে প্রত্যেক ভাষায় ইতোপূর্বে কথাবার্তাও বলেছে; আপনিও দেখে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করুন।

মোরাকাবা প্রসঙ্গ (Transcendental Meditation-অতীন্দ্রিয় ধ্যান)

অনেক লোক রূহ (লতিফা এবং শক্তিসমূহ) দের জাগৃতি ও রূহানী শক্তি শেখা ছাড়াই মোরাকাবা করার চেষ্টা করে, হয় তাদের মোরাকাবায় সংযোগই হয় না নয়তো শয়তানী বিপত্তি শুরু হয়ে যায়। মোরাকাবা অতি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের কাজ, যাদের নফস (The Self) পাক এবং ক্বলব সাফ হয়ে গেছে। সাধারণ লোকদের মোরাকাবা বোকামী কোন জাহেরি এবাদতের মাধ্যমে হলেও, রূহের শক্তিকে নূর দ্বারা একত্রিত করে কোন মোকামে (আধ্যাত্মিক স্তর) পৌঁছে যাওয়ার নাম মোরাকাবা। বেলায়েত নবুয়তের চল্লিশভাগের একাংশ : নবীদের প্রত্যেক স্বপ্ন, মোরাকাবা, এলহাম (Revelation direct from God), অহী (Revelation through Gabriel) সত্য হয়। এর জন্য প্রমাণ বা সত্যায়নের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অলিদের স্বপ্ন, মোরাকাবা অথবা এলহাম শতকরা চল্লিশটি সঠিক এবং বাকীগুলো ভুল হয় এবং উহার সত্যায়নের জন্য বাতেনি জ্ঞানের দরকার হয়।

"প্রকৃত জ্ঞান ব্যাতিত প্রভুর পরিচয় সম্ভব নয়"

সবচেয়ে নিম্ন মোরাকাবার সংযোগ ঘটে ক্বলবের জাগৃতির পর, যা ক্বলবের যিকির ছাড়া সম্ভব নয়। এক ঝটকায় ব্যক্তির চেতনা চৈতন্য ফিরে আসে। এসতেখারার (Seeking Divine help-আধ্যাত্মিক সাহায্য প্রার্থনা করা) সম্পর্ক ক্বলবের সাথে। এরপর রূহের মাধ্যমে মোরাকাবা সংযোজিত হয়। তিন ঝটকায় প্রত্যাবর্তন ঘটে। তৃতীয় মোরাকাবা লতিফা আন্না এবং রূহের দ্বারা একত্রে সংযোজিত হয়। এ ক্ষেত্রে রূহও জাবরুত পর্যন্ত সাথে যায়, যেমন জিব্রাঈল হুজুর এর সাথে জাবারুত পর্যন্ত গিয়েছিল। এ শ্রেণীর লোকদের কবরে দাফন করে এলেও চেতন হয় না। এ ধরণের মোরাকাবা আসহাবে কাহাফের হয়েছিল যারা তিনশত বছরের অধিক পর্যন্ত পাহাড়ের গুহাতে নিদ্রারত ছিলেন। জঙ্গলে গাউছেপাক (বাগদাদের অলি) এরূপ মোরাকাবায় নিয়োজিত হলে সেখানকার ডাকাতরা তাকে মৃত মনে করে কবরে দাফন করার জন্য নিয়ে যেতো। কিন্তু দাফন করার আগেই মোরাকাবা ভেঙ্গে যেতো।

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিশেষ এলহাম (Inspiration) এবং অহীর (Revelation) পরিচয়:

যখন মানুষ বক্ষের মাখলুকাতদের (Spiritual Spirits or Subtleties) সজাগ ও আলোকিত করে জ্যোতি (Divine Theophanies) লাভের উপযুক্ত হয়ে যায় সে সময়ে আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলেন। আল্লাহ্ তো এমনই সর্বশক্তিমান, যে কোন মাধ্যমে মানুষের সাথে কথোপকথন করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয়ের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি তৈরী করেছেন। যাতে শয়তানের ধোকা থেকে তাঁর বন্ধুগণ বাঁচতে পারেন। সর্ব প্রথম সুরিয়ানী ভাষায় বাক্যটি সাধকের দিলে অবতীর্ণ হয় এবং উহার অর্থও সে ভাষাতেই দেখা যায়, যে ভাষার তিনি ধারক। সে লেখা সাদা এবং উজ্জ্বল হয়ে থাকে এবং চক্ষু নিজে নিজে বন্ধ হয়ে তা অবলোকন করে। অতপর সে লেখা ক্বলব হয়ে লতিফায়ে সিররির দিকে আগমন করে, যে কারণে উজ্জ্বলতা বাড়তে শুরু করে। অতপর উক্তলেখা লতিফা আখফার দিকে অগ্রসর হয়ে, আখফা থেকে আরো উজ্জ্বলতা লাভ করে জবানে চলে যায় এবং জবান আপনাআপনি তা পাঠ করা শুরু করে। এ এলহাম শয়তানের তরফ থেকে হলে নূরময় দিল সে লেখাকে হালকা বা ঝাপসা করে দেয়। সে লেখা যদি প্রভাবশালী হয় তা'হলে লতিফা সিররি অথবা আখফা সে লেখাকে মিটিয়ে দেয়। লতিফাগুলোর দুর্বলতার কারণে, সে লেখা জবানে পৌঁছে গেলেও জবান তা বলতে বিরত থাকে। বিশেষ অলিদের জন্য এ ধরণের এলহাম হয়ে থাকে। অপরদিকে সাধারণ অলিদের আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতা অথবা রূহদের মাধ্যমে পয়গাম পৌঁছান। যখন বিশেষ এলহামের লেখার সাথে জিব্রাঈলও আসেন তখন তাকে অহী বলা হয় যা কেবল নবীদের জন্যই নির্দিষ্ট।

"বেহেশত কোন লোকদের জন্য"

কতক আদি জাহান্নামবাসীও কর্ম ও এবাদতের দ্বারা বেহেশতী হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু অবশেষে শয়তানের মতো বিতারিত হয়। কৃপণতা, অহংকার এবং হিংসা তার উত্তরাধিকার।

হাদীস: যার মধ্যে অনুপরিমাণও কৃপণতা, হিংসা ও অহঙ্কার আছে সে বেহেশতে যেতে পারবে না।

বেহেশতী লোক এবাদতের মধ্যে না থাকলেও চেনা যায়, এ সব লোকের দিল নরম ও সাফ এবং লোভ ও হিংসা থেকে পাক এবং দানশীল হয়। এরা যদি এবাদত করেন তাহলে অনেক উচ্চ মোকাম লাভ করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এদের ক্ষমার জন্য বাহানা তৈরী করেন এবং কিছু লোক মাঝামাঝি অবস্থানে থাকেন। এদের পাপ পুণ্যের খতিয়ান লেখা হতে থাকে। আল্লাহ্র কিছু বিশিষ্ট বান্দা রয়েছেন যাদের রূহ আদিতে আল্লাহর সাথে মহব্বত করেছিল। বেহেশত দোযখ এদের লক্ষ্য নয় বরং আল্লাহ্র প্রেমে তারা দেহ মন ধন লুটিয়ে দেয়, আল্লাহ্র যিকির এবং রহমতের দ্বারা নিজেদের রূহকে আলোকিত করেন, দিদার-এ-এলাহীও (প্রভুর দর্শন) লাভ করে থাকেন। জান্নাতুল ফেরদাউস (সবচেয়ে উচু স্তরের স্বর্গ) কেবল এসব রূহের জন্যই নির্ধারিত। এদের সম্পর্কেই হাদীস হলো-কিছু লোক হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যাবেন।

"ব্যাখ্যা"

যাদেরকে দুনিয়ার চাকচিক্য দেখানো হয়েছে," তাদের ভাগ্যে দুনিয়া " লিখে দেয়া হয়েছে, তারা নিচে দুনিয়াতে এসে দুনিয়া অর্জন করার জন্য জীবনপণ করেছে। তারা চুরি,ডাকাতি,ঘুষ এবং সুদের মতো অপরাধসমূহকেও ভ্রুক্ষেপ করছে না। এমন কি আল্লাহ্র একত্ববাদকেও অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে এমন কিছু রূহ ছিল যারা জান্নাত লাভ করার জন্য এবাদত বা ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তা আজাজিলের(শয়তান) এবাদতের মতো নিষ্ফল প্রমাণীত হয়। কারণ কোন অবাধ্য বা আল্লাহ্র অপছন্দ ধর্ম অথবা ফেরকা (উপদল) তাদের পথে বাধা হয়ে গেছে। অপর রূহসমূহ যারা বেহেশত চেয়ে ছিল তারা জাগতিক কর্মশক্তির সাথে এবাদত ও সাধনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে হুর ও প্রাসাদের লোভে এবাদতের স্থানসমূহের দিকে ধাবিত হয় এবং বেহেশত লাভে সফল হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু লোক এবাদতের ব্যাপারে অলস ছিল। তা সত্ত্বেও যেহেতু তাদের ভাগ্যে বেহেশত ছিল এ জন্য কোন বাহানায় তারা সফল হয়েছে। কিন্তু তারা জান্নাতের সে মোকাম লাভ করতে পারেনি, পুণ্যবানরা যা লাভ করেছেন। এদের জন্য আল্লাহ বলেন-"তারা কি বুঝে রেখেছে যে আমরা তাদেরকে পুণ্যবানদের সমান করে দেবো"! কারণ বেহেশতের সাতটি (৭) শ্রেণী রয়েছে। সাধারণ লোকদের হেদায়েত হয়, নবীগণ, কেতাবসমূহ, গুরুগণ এবং অলিগণের দ্বারা, তাদের জন্য তাঁদের ধর্মে অন্তরভূক্তি এবং কালেমা জরুরি। অপরদিকে বিশেষ ব্যক্তিগণ ধর্ম এবং কেতাব ছাড়াও আল্লাহ্র রহমতের দৃষ্টির ভিতরে এসে যান অর্থাৎ নূরের দ্বারা তাদের হেদায়েত হয়।

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেণ নূরের দ্বারা হেদায়েত করেণ (আল কোরআন)।

বলা হয় যে, বেহেশতে প্রবেশের জন্য কালেমার প্রয়োজন আছে। বেহেশতে এই দেহ নয় রূহগণ যাবে এবং প্রবেশের সময়ে কলেমা পড়তে হবে, অতএব এসব রূহ মোকাম-এ-দীদ (আল্লাহ দর্শনের স্থান) গিয়ে যে কোন সময়ে কালেমা পড়ে নিবে, মরার পরেও হতে পারে। যেমন হুজুর পাকের মাতা পিতা এবং চাচার রূহদেরকে মরার পর কালেমা পড়ানো হয়েছিল। তবে সর্বাধিক বিশিষ্ট রূহসমূহ উপর থেকেই কালেমা পাঠ করে অর্থাৎ স্বীকারোক্তির প্রমাণ করেই এসেছেন। হুজুর পাক বলেছিলেন "আমি দুনিয়াতে আসার পূর্বেও নবী ছিলাম"। এই রূহের কথা রূহের জন্যই হতে পারে, দেহ তো পাওয়া গেছে এ দুনিয়াতে।(যদি সম্প্রদায় থাকে তবেই তো সরদার হয়। আর যদি উম্মতী থাকে তবেই তো নবী হয়) তা না হলে সরদার ও নবীদের কি প্রয়োজন? অতপর এই সকল লোকদিগকে(আউলিয়া) বিভিন্ন ধর্মে পাঠানো হয়। কেউ বাবা ফরিদ রূপে কেউ গুরুনানক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আল্লাহ্ সন্ধান প্রার্থী রূহগণ ধর্ম দেখেন না বরং বিভিন্ন ধর্মের হওয়া সত্তেও তারা ঐ লোকের সাথে যুক্ত হয়ে যান যার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে স্থায়ী হয়ে গেছে। গাউস আলী শাহ যিনি একজন অলি ছিলেন নিজের লিখিত বই তাজ্কেরায়ে গাউসিয়াতে লেখেন যে, আমি হিন্দু যোগীদের কাছ থেকেও ফায়েজ লাভ করেছি। এর রহস্য না বুঝে মুসলিম মোল্লারা তাঁকে হত্যা করা ওয়াজেব বলে ফতুয়া দেয় এবং মুসলমানদের বলে দেয়া হয় যে: যাদের কাছে এই কেতাব পাওয়া যাবে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু উক্ত কেতাব সংরক্ষিত হয়ে আজও হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে জণপ্রিয় হয়ে আছে। কতক সম্প্রদায় নবীদের স্বীকার করেছে এবং কতক নবীদের অস্বীকার করেছে। অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের মধ্যেও রব তাদের ধর্ম অনুসারে এই লোকদের (আউলিয়া -পথ প্রদর্শক) পাঠিয়েছেন এবং তাঁরা তাদের পাপ থেকে রক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরই এবাদত ও রীতি নিয়ম দ্বারা প্রভুর দিকে তাদের রোখ ফেরাবার চেষ্টা করেছেন, শান্তি ও রবের মহব্বতের পাঠ দিয়েছেন। এরা না হলে প্রত্যেক ধর্ম একে অন্যের জন্য রক্ত পিপাসু হয়ে যেতো।

এ ধরণের রূহসমূহ দুনিয়াতে খিজির আঃ (বিষ্ণু মহারাজ) এর নিকট থেকেও পথের সন্ধান লাভ করেন। যিনি (খিজির আঃ) প্রত্যেক ধর্মের রহস্য জানেন।

"তাকওয়া (ধর্মানুরাগ) কোন লোকদের জন্য"

ইলমুল ইয়াকীন (Belief based upon knowledge **-জ্ঞান দ্বারা অর্জিত বিশ্বাস) ঃ**

এ লোকগণ দুনিয়াদার হয়, এরা (মোকাম-এ-সুনিদ) শ্রবণনির্ভর হয়। জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বাস রাখে। শোনা শোনানো বক্তব্যের উপর তাদের ঈমান থাকে এবং বিভ্রান্তও হয়ে পড়ে। তাকওয়ার সাথে নয় বরং শ্রমের সাথে তাদের সম্পর্ক, সম্পদ উপার্জন হালাল (বৈধ) হোক অথবা হারাম (অবৈধ) হোক!

আইনুল ইয়াকীন (The Eye of Certainty **-দেখার দ্বারা অর্জিত বিশ্বাস) ঃ**

এই ধরনের লোকদের তারাক আল দুনিয়া (যারা দুনিয়ার মোহ ও চাকচিক্য থেকে নিজেকে নিবৃত রাখেন) বলা হলেও দুনিয়াদারদের সাথেই থাকেন। কিন্তু তাঁদের রোখ এবং দিল রব মুখী হয়ে থাকে। তাঁদেরকে প্রায়ই রাহমানী মানাজের (দৈব দৃশ্যাবলী) দেখানো হয়ে থাকে। প্রভু দর্শনেই তাদের অবস্থান। তাঁরা বৈধশ্রমের সাথে যুক্ত হন। অবৈধ কাজে তাদের ক্ষতি হয়।

হাক্কুল ইয়াকীন (Belief based upon Truth **-সত্য দ্বারা অর্জিত বিশ্বাস) ঃ**

তাদের মোকাম রাসিদ হয় (Intercession to God) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন মর্যাদা লাভ হয়ে যায় এবং তাঁরা আল্লাহর রহমতের দৃষ্টিগোচর হয়ে যান। তাঁদেরকে ফারেগ আল দুনিয়া (Indifferent to The World) বলা হয়ে। দুনিয়াতে থেকেও তাঁরা বৈধ ও অবৈধর ধান্ধা থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা যদি জঙ্গলেও বসে যান আল্লাহ্ সেখানেও তাঁদের আহার পৌঁছান। এটা তাকওয়ার স্তর, আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের লোকগণ অবশ্যই তাকওয়ার কথা বলেন কিন্তু সফল হন না।

ভাগ্য

তকদির বা ভাগ্য দু'প্রকার- ১। আযাল বা আদি ভাগ্য (Already decided Fate-যাহা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে)
২। মোয়াল্লাক বা অনির্ধারিত ভাগ্য (Indecisive Fate)।
কোন কোন লোক বলেন যে, যখন ভাগ্যে রিজিক লেখে দেয়া রয়েছে তখন ইহার জন্য ঘোরাফেরার কী দরকার?

মখদুম জাহানিয়া বলেন- রিজিক অর্জনের জন্য ঘোরাফেরাও ভাগ্যে লেখা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন আপনার জন্য ছাদে ফুলের তোড়া রেখে দেয়া হয়েছে, "এটা আদি ভাগ্য "(তকদিরে আযল)। উহা পাওয়ার জন্য সিঁড়ি বেয়ে ছাদে পৌঁছতে হবে। "এটা (তকদিরে মোয়াল্লাক) বা অনির্ধারিত ভাগ্য " যা আপনার ইচ্ছাধীন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তকদিরে মোয়াল্লাক এর হিসাব নিকাশ হবে, তকদিরে আযল বা আদি ভাগ্যের মতো হবে না! আপনি ছাদে পৌঁছে নিজের অংশ (ভাগ্য) লাভ করবেন। আপনি যদি অলসতা করেন এবং ছাদে না পৌঁছেন তা হলে উহা থেকে বঞ্চিত হবেন। অপর ব্যক্তি যার ভাগ্যে ছাদে ফুলের তোড়া নেই সে যদি সিঁড়ি দ্বারা অথবা কঠোর পরিশ্রম দ্বারা ছাদে পৌঁছে তা হলেও সে বঞ্চিতই থাকবে।

তৃতীয় রূহসমূহ

যারা না দুনিয়া চেয়েছেন না বেহেশতের প্রার্থী হয়েছেন বরং শুধু প্রভুর দৃশ্য দেখায় রত ছিলেন তাঁরা দুনিয়াতে এসে প্রভুর সন্ধানে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছেন। কয়েকজন রাজত্ব পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে তাঁকে পাওয়ার জন্য অভুক্ত এবং পিপাসিত অবস্থায় জঙ্গলে থেকেছেন। এমন কি সাগরে বসেও অনেক বছর কাটিয়েছেন। সফল হওয়ার পর এঁদেরকেই আল্লাহ্‌র অলি বলা হয়। যাঁরা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিয়োজিত হয়েছেন, এবং তারা দোযখিদের জন্যও আধ্যাত্মিক আরোগ্যকারী ও দোয়া হয়ে গেছেন।

যথা ইকবাল -"মর্দে মু'মেনের দৃষ্টিতে বদলে যায় ভাগ্য"

এ জন্য জমিনি রূহ (পার্থিব রূহ) সমূহের জন্য প্রত্যেক জন্মে মুর্শিদ বা "গুরু" কে শারীরিক ভাবে দেখা আবশ্যক। পূর্ব জন্মের বা বংশের সময়ের মুর্শিদ (গুরু) বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব ও সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে যান। যেমন (উলুল আযম)

মর্যদাবান রাসূল আগমনের পর অতীত নবীদের নবুয়ত শেষ হয়ে যায়। যেমন মুসা কলিমূল্লাহ মর্যাদাবান ছিলেন। মুসা কলিমুল্লাহর পরে "যতো নবী এসেছেন" ঈসা রূহুল্লাহর আগমনের পর পূর্ববর্তীদের দ্বীন রহিত হয়ে যায়। এবং ঈসা রূহুল্লাহ থেকে হুজুর পাক পর্যন্ত যতো নবী আরবের বাইরে এসেছেন হুজুর পাকের (সাঃ) আগমনে সবই রহিত বলে স্থির হয়।
কিন্তু উলুল আযম রাসূলদের (Five Grand Messengers) দ্বীনের ধারা অব্যাহত ছিল এবং আজও অব্যাহত রয়েছে। আদম সফিউল্লাহ, ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, মূসা কলিমুল্লা ,ঈসা রূহুল্লাহ এবং মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। প্রত্যেক অলি তাঁদের পদাঙ্কানুসারী (Spiritual foot-steps)। কারণ মানুষের বক্ষের মধ্যে পাঁচটি লতিফা পাঁচজন রাসূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য তাঁদের নবুয়ত এবং রূহানী ফায়েজ কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যারা বলেন যে, কালেমা পাঠ ছাড়া কেউ বেহেশতে যাবে না, এর উদ্দেশ্য কোন এক নবীর কালেমা নয় বরং এর দ্বারা যে কোন এক মর্যাদাবান (উলুল আযম) নবীর ধর্ম ও কালেমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ জন্যই হুজুর পাক বলেছেন যে, "আমি উলুল আযম রাসূলদের কেতাবসমূহ ও দ্বীনকে মিথ্যা বলার জন্য আসিনি বরং সাবেক কেতাবসমূহে যে সব রদবদল হয়েছিল তার সংস্কারের জন্য এসেছি।

আদম সফিউল্লাহর ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। যে লোক কেবল ক্বলবের যিকিরেরত, প্রভুর নামে ক্রন্দনরত ও বিনয়ী, তওবা করে এবং গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, এটাই তো ছিল প্রাথমিক দ্বীন, প্রাথমিক নবুয়ত এবং প্রাথমিক এবাদত। গাউস (leader of a chain of Saints) অথবা প্রত্যেক অলির পদক্ষেপ কোন না কোন নবীর পদাঙ্ক অনুসারেই হয়ে থাকে এবং তাদের পদক্ষেপ আদম সফিউল্লাহর পদাঙ্ক অনুসারী। মোজাদ্দেদে আলফেসানী বলেছেন- আমার পদাঙ্ক মূসুভী (On the footsteps of Moses-মূসার আধ্যাত্মিক পথ), অপরদিকে কলন্দরীদের এক ধারা ঈসুভী (On the footsteps of Jesus-ঈসার আধ্যাত্মিক পথ), শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী মোহাম্মাদী স্রোতধারার (মোহাম্মদের আধ্যাত্মিক পথ) সাথে সম্পর্কযুক্ত।

একটু ভাবো তো তুমি কোন আদমের সন্তানদের বংশধর?

কিছু এলহামী কেতাবে লেখেছে যে, দুনিয়াতে চৌদ্দ হাজার আদমের আগমন হয়েছে এবং কেউ বলেছে যে, আদম সফিউল্লাহ হলেন চৌদ্দতম এবং শেষ আদম। বস্তুতই এ দুনিয়াতে বহু আদমের আবির্ভাব হয়েছে। সফিউল্লাহ কে যখন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হচ্ছিল তখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, "এও দুনিয়াতে গিয়ে বিশৃঙ্গলা করবে, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ পূর্বেকার আদমগণের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত ছিল। তা না হলে আল্লাহ্ কি বানাচ্ছেন এবং তারা গিয়ে কি করবে, ফেরেশতারা সে খবর কি করে জানবে ? লৌহে মাহফুজে (Preserved Scripturum) বিভিন্ন ভাষা রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন কালেমা (Declaration of Faiths), বিভিন্ন জনতর মনতর (Magical Codes-ভেল্কি), আল্লাহ্র বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন সুরা (Scriptural Verses) এমন কি যাদুকর্ম পর্যন্তও লেখা রয়েছে। যা হারুত মারুত দুই ফেরেশতা লোকদের শিখিয়েছিল এবং শাস্তি হিসাবে উক্ত দুই ফেরেশতা মিশরের এক শহর বাবাল (Babul -ব্যাবিলন) এর কূপের মধ্যে উল্টাভাবে লটকানো রয়েছে।

প্রত্যেক আদমকে কোন একটা ভাষা শেখানো হয়েছে। অতপর হেদায়েতের জন্য তার সম্প্রদায়ে নবীদের প্রেরণ করা হয়। এ জন্যই বলা হয় যে, দুনিয়াতে সোয়ালক্ষ নবী এসেছেন যখন আদম সফিউল্লাহ এসেছেন ছয় হাজার বছর হয়েছে তাহলে প্রত্যেক বছর যদি একজন করে নবী আসতেন তা হলে 'ছয়' হাজারই হতো। কিছুকাল পর ঐসব সম্প্রদায়কে তাদের অবাধ্যতার দরুন ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব বিদদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাচীন শহরের নিদর্শন সমূহ তাতে লিখিত ভাষা সমূহকে বোঝা না যাওয়া এর প্রমাণ। আবার কোন সম্প্রদায়কে পানির দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে নূহের বন্যার মতো কিছু লোক বিভিন্ন অঞ্চলে বেঁচেও গিয়েছে। অবশেষে আদম সফিউল্লাহকে পূর্ববর্তী সকল আদমের চেয়ে উত্তমরূপে সৃষ্টি করে আরবে পাঠানো হয় এবং এ আদমের সন্তানদের মধ্যে বড় বড় নবী জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন আদমের বিভিন্ন ভাষা তাদের অবশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়ে গেছে। যখন শেষ আদম এলেন, তাকে সুরিয়ানী ভাষা শেখানো হয়। তাঁর সন্তানগণ দূরদূরান্তে সফর করার ফলে প্রথম আদমের সম্প্রদায়গুলোর সাথে সাক্ষাত হয় এবং কেউ কেউ ভালো জায়গা অথবা সবুজ ফসল দেখে তাদের সাথেই বসবাস শুরু করে। আরবে সুরিয়ানী ভাষাই বলা হতো। অতপর এ সব সম্প্রদায়ের সাথে মেলামেশার ফলে আরবী, ফার্সী ল্যাটিন, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষার উৎপত্তি হয়ে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন আদমের সন্তানদের বসতি ছিল। তাদের মধ্যে একজন যাযাবর আদমও ছিল। আজও তার সন্তানাদি মজুদ আছে, যাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবিষ্কার হয়েছে। সমুদ্রতীরের দ্বীপবাসী সম্প্রদায়গুলো একে অপরকে জানত না। এত দূরবর্তী সমূদ্র ভ্রমন না ঘোড়ার দ্বারা সম্ভব ছিল না তাদের নৌকা দ্বারা তথায় পৌঁছানো সম্ভব ছিল। কলম্বাশ যান্ত্রিক সমুদ্রজাহাজ তৈরীতে সক্ষম হন। এর সাহায্যে সেই প্রথম ব্যক্তি যে আমেরিকা শহরে পৌঁছে। তীরে

লালবর্ণের লোকদের দেখে সে মনে করে এবং বলে যে সম্ভবতঃ ইণ্ডিয়ায় এসে পৌঁছে এবং এর ভারতীয়, তখন থেকেই সে সম্প্রদায়কে রেড ইণ্ডিয়ান (Red Indian) বলা হয়। যারা নর্থ ডাকোটা রাজ্যে আজও বর্তমান আছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের এক গোত্র সরদারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আপনার আদম কে ?'- তিনি জবাব দেন যে, 'আমাদের মাযহাব মোতাবেক আমাদের আদম এশিয়াতে আছেন যার স্ত্রীর নাম হাওয়া'। কিন্তু আমাদের ইতিহাস মোতাবেক আমাদের আদম (South Dakota) সাউথ ডাকোটার এক পাহাড় থেকে এসেছিল। সে পাহাড়ের নিদর্শন সেখানে আজও বর্তমান আছে। লোকে বলে যে, ইংরেজ এবং আমেরিকানরা ঠাণ্ডা মৌসুমের কারণে ফর্সা হয়। কিন্তু তা নয়। কোন কালো আদমের বংশও উক্ত শহরগুলোতে আদি কাল থেকেই আছে। উহারা আজ পর্যন্ত ফর্সা হতে পারেনি। এ কারণেই মানুষের বর্ণ, চেহারা, মেজাজ, মেধা, ভাষা ও খাদ্য পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। আদম সফিউল্লাহর বংশ ধারা মধ্য এশিয়া পর্যন্তই থাকে, এ কারণেই মধ্য এশিয়ারবাসির চেহারা পরস্পরের সাথে মিলে। বলা হয় যে, আদম সফিউল্লাহ(শংকরজী) শ্রীলংকায় অবতরণ করেন। অতপর সেখান থেকে আরবে পৌঁছে। তারপর থেকে তিনি আরবেই অবস্থান করেন, আরব ভূমিতেই তার কবর রয়েছে। তা হলে শ্রীলংকায় তাঁর অবতরণ এবং পদচিহ্ন কে চিহ্নিত করলো ? যা আজও সংরক্ষিত রয়েছে। এর মর্ম হলো এই যে, আদম সফিউল্লাহর পূর্বেও সেখানে কোন গোত্রের বসবাস ছিল। যে সম্প্রদায়গুলোকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। তাদের নবুয়ত ও বেলায়েতও শেষ হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট বেচে যাওয়া লোক উক্ত মহাপুরুষদের (নবী অলিদের) থেকে বঞ্চিত হয়ে কিছুকাল পর বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এখানে যখন যে অঞ্চল আবিষ্কার হয়েছে এশিয়া থেকে অলি সেখানে পৌঁছেন এবং স্বঃ স্বঃ ধর্মের শিক্ষা দিতে থাকেন। বর্তমানে সব অঞ্চলে এশিয়ান দ্বীন বিস্তার লাভ করে। ঈসা জেরুজালেম (Jerusalem), মুসা বাইতুল মোকাদ্দাস এবং হুজুর পাক ছিলেন মক্কায়। অপর দিকে নূহ ও ইব্রাহীমের সম্পর্কও আরবের সাথেই ছিল।

কতেক গোষ্ঠী আযাবের দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কতেকের চেহারা ভালুকের, বানরের মতো হয়ে গেছে। কিছু বেচে যাওয়া লোক ভীত হয়ে প্রভুর দিকে ফিরে এসেছে, আর কতেক প্রভুকে শাস্তীদাতা মনে করে বিদ্রোহী হয়ে গেছে এবং প্রভুর যে কোন প্রকার হুকুমের বিরোধিতা করে এবং বলে যে, "প্রভু ইত্যকার কিছুই নেই, মানুষ এক প্রকার পোকা, দোযখ বেহেশত বানানো কথা"। মুসার সময়ে যে সম্প্রদায় বানর হয়ে গিয়েছিল তারা ইউরোপমুখী হয়েছিল। সে সময়ে গর্ভবতী বাদঁরী চেহারার মায়েরা পরবর্তীতে বাঁদরী চেহারার মানুষ জন্ম দিয়েছিল। সে সম্প্রদায় আজও আছে, তারা নিজেরাই বলে যে, আমরা বানরের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। যে সম্প্রদায় ভালুকের চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তারা আফ্রিকার জঙ্গলমুখী হয়। ঐ সময়ে গর্ভবতী মা'দের পেটে তো মানুষের বাচ্চাই ছিল, যাদের মাধ্যমে পরবর্তীকালে যে বংশ বিস্তার হয়, তাদের মাম (Bigfoot) বলে। যাদের শরীরে লম্বা লম্বা পশম হয়, মাদী বেশী হয়, তারা মানুষকেও অপহরণ করে নিয়ে যেত। তাদের উপর ধর্মের প্রভাব পড়ে না। তবে মানুষ হওয়ার কারণে পাতার দ্বারা লজ্জাস্থানসমূহ ঢেকে রাখে।

অপর কোন আদমকে কোন ভুলের কারণে এক হাজার বছরের শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তাকে সাপের চেহারায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বর্তমানে তার অবশিষ্ট সম্প্রদায় যা এক বিশেষ ধরণের সাপের রূপে রয়েছে। জন্মের হাজার বছর পর মানুষও হয়ে যায়। একে রূহা (Ruha) বলা হয়। ইতিহাসে আছে যে, একদিন সম্রাট সেকান্দর শিকারের জন্য জঙ্গলে গিয়ে দেখেন যে, এক সুন্দরী নারী কাঁদছে, জিজ্ঞাসা করায় সে বললো- "আমি চীনের রাজকুমারী, আপন স্বামীর সাথে শিকারের জন্য এসেছিলাম। কিন্তু স্বামীকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে; এখন আমি একা রয়ে গেছি। সেকান্দর বললেন- "আমার সাথে এসো, আমি তোমাকে চীনে ফেরত পাঠিয়ে দেবো"। মহিলা বললো- "স্বামী তো মরে গেছে, আমি ফিরে গিয়ে কি করে মুখ দেখাবো"। সেকান্দর তাকে ঘরে নিয়ে আসেন এবং তাকে বিয়ে করেন, কয়েক মাস পর সেকান্দরের পেট ব্যথা শুরু হয়। সব রকম চিকিৎসা করানো হয়, কিন্তু কোন উপসম না হয়ে ব্যথা বাড়তে থাকে চিকিৎসকগণ হতাশ হয়ে যান। জনৈক সাপুড়েও সেকান্দারের চিকিৎসার জন্য আসে। সে সেকান্দরকে আলাদা ডেকে নিয়ে বলে- "আমি আপনার চিকিৎসা করতে পারি, তবে আমার কিছু শর্ত আছে, যদি কয়েক দিনের মধ্যে আমার চিকিৎসায় রোগমুক্তি না হয়, তা'হলে নির্দ্বিধায় আমাকে হত্যা করবেন। আজ রাতে খিচুড়ি পাকাবেন তাতে লবন একটু বেশি হবে, স্বামী স্ত্রী উভয় পেট ভরে খাবে, ঘরের ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দেবেন যেন দুজনের কেউ বাইরে যেতে না পারে। আপনি ঘুমাবেন না। কিন্তু স্ত্রীর যেন মনে হয় যে, আপনি ঘুমাচ্ছেন। এক ফোটা পানিও ভিতরে থাকবে না। সেকান্দর এরূপই করেন। রাতে কোন এক সময়ে স্ত্রীর পিপাসা লাগে, দেখল পানির পাত্র খালি। অতপর সে দরজা খোলার চেষ্টা করে দেখল যে, তালা দেওয়া রয়েছে। অতপর স্বামীর দিকে দেখে, মনে হলো স্বামী গভীর ঘুমে। অতপর সে সাপে রূপান্তরীত হয়ে ক্ষুদ্র নালার ছিদ্র দিয়ে বাইরে বের হয়ে যায়। পানি পান করে আবার সাপের রূপে ভিতরে প্রবেশ করে নারীতে রূপান্তরীত হয়ে যায়। সম্রাট সেকান্দর এ পুরো ঘটনা অবলোকন করতেছিল। সকালে তিনি সাপুরেকে সব কিছু বর্ণনা করেন। সে বললো- "আপনার স্ত্রী নাগিনী, সে হাজার বছর পর রূপ

বদলায়। তারই বিষ অপনার পেট ব্যথার কারণ"। অতপর উক্ত নারীকে বেড়ানোর ছলে সাগরে নিয়ে যায় এবং যে যায়গায় তাকে নিক্ষেপ করা হয় উহার চিহ্ন আজও আছে। উহাকে সাদ-এ-সেকান্দারী (Barrier of Alexander) বলা হয়।

উহার বংশধর ও এ দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণ সাপদের কান হয় না, কিন্তু এ বংশযুক্ত সাপদের কান হয়। জানা নেই কোন আদমের সম্প্রদায় চীনের পাহাড়ে বন্দী রয়েছে। তাদের এ অঞ্চলে প্রবেশ ঠেকাবার জন্য যুলকারনাইন পাথরের দেয়াল তৈরী করেছিল। তাদের লম্বা লম্বা কান হয়। এক কান বিছিয়ে অপরটা গায় দেয়। এদের জুজ মাজুজ বলা হয়। বিজ্ঞান অনেক অঞ্চল আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এখনও অনেক অঞ্চল আবিষ্কার করা বাকী রয়েছে। হিমালয়ের পশ্চাতে ও মানুষ বসবাস করে যাদের (Eskimos- Snowy Humans) বলা হয়। অনেক মানুষ জঙ্গলে রয়েছে। তাদের ভাষা তারা ছাড়া কেউ জানে না। তারাও আপন আদমের পদ্ধতিতে এবাদত করে এবং জীবন যাপনের জন্য তাদেরও নেতৃত্বের নীতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ মহাদেশ সমূহ ছাড়াও অনেক গ্রহ রয়েছে। যথা চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি, মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদি। সেখানেও আদম এসেছে। তবে সেখানে কেয়ামত হয়ে গেছে, কোথাও অক্সিজেন বন্ধ করে দিয়ে আর কোথাও ভূমিকে নিশ্চিনহ করে দেয়া হয়েছে।

মঙ্গলগ্রহে এখনও মানব জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে যেমন সূর্যেও রয়েছে আগ্নেয় মাখলুকের (Creatures made of fire) বসতি

কথিত আছে যে, জনৈক মহাশূন্যচারী চাঁদে অবতরণ করে উপরের গ্রহসমূহের গবেষণা করতে গিয়ে সে সেখানে আযানের আওয়াজও শুনতে পান। তাতে অভিভূত হয়ে সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। উহা ছিল মঙ্গলগ্রহের জগতঃ যেখানে প্রত্যেক মাযহাবের লোক বসবাস করে। আমাদের বিজ্ঞানীগণ এখনও মঙ্গলগ্রহে পৌঁছতে পারেনি। যদিও মঙ্গলগ্রহেরর বাসিন্দারা আমাদের দুনিয়াতে কয়েকবারই এসেছে। এবং পরীক্ষা করবার জন্য এখানের মানুষদের নিজেদের সাথে নিয়ে গেছে। তাদের বিজ্ঞান এবং আবিষ্কারসমূহ আমাদের চেয়েও অনেক অগ্রসর। আমাদের মহাশূন্যচারীগণ বা বিজ্ঞানীগণ ওখানে পৌঁছুলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

এক আদমকে আল্লাহ্ অনেক জ্ঞান দিয়েছিলেন এবং তার সন্তানগণ জ্ঞানের দ্বারা বাইতুল মা'মুর (তৃতীয় আকাশে জাবরুতে উপাসনালয়) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ ফেরেশতাদের যে আদেশ দিতেন, নিচে থেকে তারা তা শুনে নিতো। একদিন ফেরেশতাগণ বললো- "হে আল্লাহ্ এ সম্প্রদায় আমাদের কাজকর্মে বাধাস্বরূপ হয়ে গেছে, আমরা যখন কোন কাজ করার জন্য দুনিয়াতে যাই তখন পূর্বেই তারা সে কাজের উপায় বের করে রাখে"। আল্লাহ্ জিব্রাঈলকে বললে- "যাও তাদের পরীক্ষা লও"। জনৈক বারো বছরের ছেলে ছাগল চরাচ্ছিল জিব্রাঈল তাকে জিজ্ঞাসা করল- "তুমিও কি কোন জ্ঞান রাখো ?" সে বললো- "জিজ্ঞাসা করো"। জিব্রাঈল বললো- "বল এখন জিব্রাঈল কোথায় আছে ?" সে চক্ষু বন্ধ করে বললো- "আকাশে নেই, তা হলে কোথায় আছে ?" সে বললো- "জমিনেও নেই" জিব্রঈল বললো- "তা হলে কোথায় আছে ?"। সে চক্ষু খুলে দিল এবং বললো- "আমি উর্দ্ধজগতের চৌদ্দস্তরেও দেখেছি, সে কোথাও নেই", হয় আমি জিব্রাঈল, না হয় তুমি জিব্রাঈল"। অতপর আল্লাহ্ ফেরেশতাদের বললো-"এ সম্প্রদায়কে বন্যার দ্বারা ডুবিয়ে দেয়া হোক। তারা এ হুকুম শুনে ফেলে এবং লৌহ ও সীসার ঘর বানাতে শুরু করে, অতপর ভূমিকম্পের দ্বারা সে সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়। সে সময়ে এ অঞ্চলকে "কালদা" (Qalda) এবং বর্তমান "ইউনান" বলা হয়। তারা রূহানী জ্ঞান দ্বারা এবং বর্তমানে আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ, বিজ্ঞান দ্বারা রবের কাজে হস্তক্ষেপ করছে। তাদের ভয় দেখানোর জন্য ছোটখাটো ধ্বংসকাণ্ড এবং পূর্ণ ধ্বংসের জন্য একটি ধুমকেতুকে (Comet) পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০/২৫ বছরের মধ্যে উহার পৃথিবীতে পতনের আশংকা রয়েছে এবং তা হবে পৃথিবীর শেষদিন। উহার এক টুকরা বিগত দু'বছরে বৃহস্পতিগ্রহে পড়েছে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরাও তা জেনে গেছে এবং উহা পতনের পূর্বে বিজ্ঞানীরা চাঁদ অথবা অন্যগ্রহে স্থায়ী বসবাস করতে চায়, ইতোমধ্যে চাঁদে প্লটের বুকিং দেয়া হয়ে গেছে। চাঁদে মানুষের জীবন ধারণের উপকরনাদি যথা পানি বাতাস সবুজের সমারোহ নেই জানার পরও চেষ্টা কসরতের উদ্দেশ্য কি ? রইল গবেষণার প্রশ্ন। চাঁদ, বৃহস্পতিতে পৌঁছুলেও মানবতার কী উপকার হলো ? দীর্ঘ জীবনলাভ অথবা মৃত্য ঠেকাবার কোন ঔষধ অথবা ঔষধের ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যাবে কি ? মঙ্গলগ্রহের মাখলুক (সৃষ্ট জীব) পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও সেখানকার অক্সিজেন এবং এখানকার অক্সিজেনের দরুণ একে অন্যর স্থানে অবস্থান অসম্ভব। শুধু নিষ্ফল সম্পদ অপচয় করা হচ্ছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা যদি গরীবদের জন্য এ সম্পদ খরচ করতো তা হলে তাদের সুখের জীবন হতো। যেহেতু তারা বিভিন্ন আদমের থেকে আগত এ কারণে একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য আনবিক বোমাও বানিয়ে যাচ্ছে যদিও বোমা ছাড়াই দুনিয়াকে ধ্বংস করা হবে।

আকাশে রূহের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল:

সর্বোৎকৃষ্ট রূহসমূহ আগের কাতারে ছিল। সাধারণ রূহদেরকে দুনিয়াতে বানানো আদমদের সম্প্রদায়ে পাঠানো হয়- যাদের কাউকে কালো, কাউকে সাদা, কাউকে হলুদ এবং কাউকে লাল মাটি দ্বারা বানানো হয়েছিল। তাদেরকে জিব্রাঈল এবং হারুত মারুত দ্বারা জ্ঞান শেখানো হয়েছিল। যখন জমিনে মাটি দ্বারা আদম বানানো হতো তখন খবিছ (পৈশাচিক) জিনও সুযোগ পেয়ে তার এবং তার সন্তানদের দেহে প্রবেশ করতো এবং তাদের আপন শয়তানীর আয়ত্বাধীন করার চেষ্টা করতো। অতপর তাদের সম্প্রদায়ের নবী, অলি এবং তাঁদের শেখানো শিক্ষাসমূহ তাদের মুক্তির কারণ হতো। অসংখ্য আদম জোড়ায় জোড়ায় বানানো হয়েছে। যাদের থেকে সন্তানাদির বংশ ধারা চালু হয়। কিন্তু বেশ কয়েকবার সাময়িকভাবে নারীকে আদম বানানো হয় এবং কুন (হও) হুকুম (The Command, "Be.") দ্বারা তার বংশবৃদ্ধি হয়। সে সম্প্রদায়গুলোও এ দুনিয়াতে বর্তমান আছে। এ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীরাই কেবল সরদার হয় এবং তারা নারীর সন্তান হওয়ার কারণে প্রভুকেও নারী মনে করে এবং নিজেদেরকে ফেরেশতার সন্তানাদি বলে ধারণা করে। যেহেতু তাদের নারী আদমের, বিবাহ অথবা পুরুষ ছাড়াই সন্তান হয়েছিল। সেই রীতি আজও তাদের মধ্যে চালু রয়েছে। উক্ত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে যে কারো দ্বারা প্রথমে নারীর সন্তান হয়ে যায় এবং পরে যে কারো সাথে বিয়ে হয়ে যায় এবং তারা এটাকে দোষের মনে করে না। রূহগুলোর স্বীকারোক্তি, ভাগ্য এবং মর্যাদার প্রেক্ষিতে তাদেরই মতো আদম বানিয়ে তাদেরই মতো রূহগুলোকে নিচে পাঠানো হয়েছে। এটাই কারণ যে, তাদের জন্য কোন বিশেষ ধর্ম পদ্ধতি হয়নি। যদিও তাদের মধ্যে নবী এসে থাকেন, তা হলেও অনেক কম লোকই তাঁকে স্বীকার করেছে। বরং তারা নবীদের শিক্ষার বিপরীত করেছে, আল্লাহ্‌র স্থলে চাঁদ, তারা, সূর্য, বৃক্ষাদি, আগুন এমন কি সাপেরও পূজা করতে আরম্ভ করে। অবশেষে আদম সফিউল্লাহকে বেহেশতের মাটি দ্বারা বেহেশতেই বানানো হয় যাতে শ্রেষ্টত্ব ও উচ্চ মর্যাদায় সবচেয়ে অগ্রগামী হয় এবং খবিছদের থেকেও নিরাপদ থাকেন। কারণ বেহেশতে খবিছদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ইহা আজাজিল (শয়তান) আপন বুদ্ধিমত্তার কারণে জেনে গিয়েছিল। এবাদতের কারণে যে সকল ফেরেশতার সরদার হয়ে গিয়েছিল এবং জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে হিংসা করে আদমের দেহে থুথু দিয়েছিল এবং থুথুর লালার কারণে খবিছদের মতো জীবাণু তার দেহে প্রবেশ করে, যাকে নফস (The Self-প্রবৃত্তি) বলা হয় এবং তাও আদমের সন্তানদের উত্তরাধিকারভুক্ত হয়ে যায়। এ কারণেই হুজুর বলেন- "যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে তখন তার সাথে একটি শয়তান জিনও জন্মগ্রহণ করে"।

ফেরেশতা (Angel) এবং মালায়েকার (Arch Angel) মধ্যে পার্থক্য আছে। মালাকুত (দেবদূতদের জগত) এ ফেরেশতার বাস রূহের সাথে যাদের সৃষ্টি। মালাকুতের উর্ধ্বে জাবারুতের (সর্বোচ্চ শ্রেণীর দেবদূতদের Archangels জগত) সৃষ্টি জীবকে মালায়েকা বলা হয়। এরা রূহদের সৃষ্টির জন্য দেয়া হুকুম 'হও' এর পূর্বেই ছিল। আদম সফিউল্লাহকে সেজদা (মাথা নোয়ানো) করার জন্য প্রভুর তরফ থেকে হুকুম হয়েছিল। তার পূর্বে না কোন আদম বেহেশতে বানানো হয়েছিল, না কোন আদমকে ফেরেশতারা সেজদা করেছিল। আজাজিল (শয়তান) প্রতিবাদ করে সেজদা দিতে অস্বীকার করে তাই তার উপর অভিশাপ পড়ে এবং আজাজিল সফিউল্লাহর বংশধরদের সাথে শত্রুতা শুরু করে। প্রথম আদমের সম্প্রদায়সমূহ তার শত্রুতা থেকে নিরাপদ ছিল। তাদের প্রতারিত করার জন্য খবিছ জিনরাই যথেষ্ট ছিল। যেহেতু শয়তান সর্ব খবিছদের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান ছিল, সে সফিউল্লাহর বংশধরদের এমনই নিয়ন্ত্রন করে এবং এমন সব অপরাধ শেখায় যে কারণে অপর সম্প্রদায়গুলো এই এশিয়ানদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং আদমের উচ্চ মর্যাদার কারণেই যে সব লোকেরা প্রভুর তরফ থেকে হেদায়েত (সত্য পথ) লাভ করে তারা এমনই প্রভুভক্ত এবং উচ্চ মর্যাদাবান হয়ে যায় যে, অন্য সম্প্রদায়গুলো অভিভূত হতে শুরু করে। সবচেয়ে বড় ঐশি গ্রন্থসমূহ তাওরাত, জাবুর, বাইবেল এবং কোরআন তাদেরই উপর অবতীর্ণ হয়, যার শিক্ষা, দয়া ও কৃপায় এশীয় দ্বীন বা ধর্ম সমস্ত দুনিয়ার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এখনও আদমের ভিতর রূহ-ই প্রবেশ করা হয়নি, ফেরেশতাগণ বুঝে গিয়েছিল যে, তাকেও দুনিয়ার জন্যই বানানো হচ্ছে। কারণ মাটির মানুষ জমিনের উপরই হয়ে থাকে। অতপর কোন কৌশলে জমিনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আযলি অর্থাৎ আদিতে কর্মটি আল্লাহ্‌র তরফ হতেই হয়ে থাকে কিন্তু দোষ মানুষের উপরই আরোপিত হয়ে যায়। যদি দোষারোপ ছাড়া আদমকে দুনিয়াতে পাঠানো হতো তা হলে সে দুনিয়াতে এসে অনুযোগ অভিযোগই করতে থাকতো, তওবা অনুতাপ এবং বিলাপ করবে কেন ?

১। আদিতে নির্ধারিত জাহান্নামী (নরকবাসী) রূহ ধর্মবিহীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তাদের কাফের (অবিশ্বাসী) ও কাজিব (প্রভুর পক্ষ থেকে আগত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) বলা হয়। এসব লোকই খোদাদ্রোহী, নবী অলিদের দুশমন হয়। অহংকারী, কঠিন হৃদয় এবং খোদার সৃষ্টজীবকে কষ্ট দিয়ে খুশি হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ ধর্মের পর্যায় এসেও ধর্ম থেকে দূরে থেকে যায়। এ রূহই যদি কোন ধর্মের অনুসারী ধার্মিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে তা হলে তাকে মোনাফেক (কপট ও ভণ্ড) বলা হয়।

২ ।এসব লোকই নবী বিদ্বেষী (Blasphemous) আউলিয়াদের ইর্ষাকারী এবং ধর্মের মধ্যে ফেতনা ফ্যাসাদের (Mischief-ষড়যন্ত্র) কারণ হয় ।

এদের এবাদত (উপাসনা) ও ইবলিসের মতোই নিষ্ফল হয়ে যায় । ধর্ম তাদেরকে বেহেশতে (সর্গ) নেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ভাগ্য তাদের দোযখের (নরক) দিকে টানে । যেহেতু তারা নবীগণ ও অলিদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে । এ জন্য শয়তান ও নফসের (The Self-প্রবৃত্তি) প্রতারণায় পড়ে যায় । যেমন তুমি এতো জ্ঞান জানো এবং এতো এবাদত করছ, তোমার এবং নবীদের মধ্যে পার্থক্য কী ? অতপর সে নিজের ভিতর (আধ্যাত্মিকতা) না দেখে নিজেকে নবীর মতো ভাবতে শুরু করে এবং অলিদেরকে মনে করে তাদের কাছে দায়বদ্ধ । উপরন্তু রূহানিয়াত ও কেরামত (অলৌকিক) অস্বীকার করে । এবং ঐ কর্মই তারা স্বীকার করে যে সব তারা নিজেরা করতে সমর্থ । এমন কি নবীদের মোজেজাকেও (Miracles-অলৌকিক) যাদু বলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে । তারা ইবলিসের (শয়তান) শক্তিকে স্বীকার করে । কিন্তু নবীগণ ও আউলিয়াদের ক্ষমতাকে মেনে নেয়া তাদের জন্য কঠিন ।

৩ । আদিতে নির্ধারিত বেহেশতি রূহ যদি ধর্মহীন অথবা মন্দ পরিবেশে এসে যায় তা হলে তাকে মাজুর (নিঃ সহায়) বলা হয় । মাজুরের জন্য ক্ষমা এবং বকশিশের (Concession) সুযোগ রয়েছে । এসব রূহ সিরাতে মুস্তাকীমের (সরল পথ) খোজে এবং পাপের চোরাবালী থেকে বের হওয়ার জন্য তারা আউলিগণের সাহায্য খুঁজে বেড়ায়, তারা কোমল হৃদয়, বিনয়ী এবং দানশীল হয়ে থাকেন ।

৪ । যদি বেহেশতি রূহ কোন ঐশী ধর্ম এবং ধর্মীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তা হলে তাকে সাদেক (প্রকৃতগত বিশ্বাসী) এবং মো'মেন (জ্যোর্তিময় হৃদয়ের অধিকারী) বলা হয় । এসব লোকই এবাদত ও রেয়াজত (কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যে উপাসনা করা হয়) দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে প্রভুর উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হয়ে থাকে ।

আধ্যাত্মিকতায় (তাছাওফে) ক্বলব গুরুত্বপূর্ণ

কেউ জিকিরের (জপ) আঘাতে আঘাতে, কেউ কাবাডি খেলে, কেউ নৃত্য করে, কেউ দেওয়াল তৈরী করে আবার ভেঙ্গে এবং কেউ ব্যায়ামের দ্বারা দিলের স্পন্দন বাড়াতেন । অতপর তার সাথে শব্দ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যুক্ত করা সহজ হয়ে যায় । এবং পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্ আল্লাহ সব লতিফা (দেহের ভিতরের গুপ্ত আত্মাসমূহ) পর্যন্ত নিজেই পৌঁছে যায় । কিছু লোক জ্ঞানের গভীরে না পৌঁছে তাদের অনুকরণ করতে শুরু করে কিন্তু তারা অকৃতকার্য হয়েছে । তারাও আল্লাহ্ আল্লাহ্ এর সাথে নৃত্য করা শুরু করে । স্পন্দনের সাথে আল্লাহ্ আল্লাহ্ না বুঝতে পেরেছে না মেলাতে পেরেছে । এমন কি তাদের রূহে হাইওয়ানী (প্রাণীআত্মা) যার সম্পর্ক রয়েছে উচ্ছলতা, লাফালাফির সাথে তারাও আল্লাহ্ নামের সাথে সুপরিচিত হয়ে যায় । অনুরূপভাবে সঙ্গীতের সাথে শব্দ আল্লাহ্ আল্লাহ্ মেলালে (নাবাতী) উদ্ভিদ রূহও সুপরিচিত ও শক্তিশালী হয়ে যায় । সঙ্গীত হলো উদ্ভিদ রূহের আহার । আমেরিকায় সঙ্গীতের মাধ্যমে ফসলের উপর পরীক্ষণ করা হয় । একই ধরণের ফসল একই প্রকার জমিতে উৎপাদন করা হয় । একটায় দিনরাত সঙ্গীত শোনানো হয় এবং অন্যটায় নীরবতা রক্ষা করা হয় । দেখা যায় সঙ্গীতযুক্ত ক্ষেতের ফসল অন্যটার চেয়ে অনেক বেশি বিকশিত হয়েছে ।

নফস (The Self-প্রবৃত্তি) অনেক অনিষ্টকারী । পবিত্র হওয়ার পরও ওজরপ্রিয় হয় । যেহেতু সুর ও সঙ্গীত উহার পছন্দ সেহেতু কতক লোক সঙ্গীত দ্বারা প্রবৃত্তকে আকৃষ্ট করে উহার মনোযোগ প্রভুর দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে । কতক লোক গীটারের সাথে শব্দ আল্লাহ্ মেলায় এতে আর কিছু না হলেও অন্তত কানের এবাদত পর্যন্ত পৌঁছে যায় । আমাকে জনৈক গীটারবাদক একটি কাহিনী শুনিয়েছিলেন যে, আমি সখের বশবর্তী হয়ে অবসর সময়ে গীটারের তরঙ্গের সাথে আল্লাহ্ আল্লাহ্ মিলাতাম । কখনো কখনো আমি নিদ্রা থেকে সজাগ হতাম তখন আমার ভিতর থেকে অনুরূপ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আওয়াজ বের হতে থাকতো । এরূপ লোক অন্য বৃত্তি তথা গানবাজনাপ্রিয় এবং শ্রোতাদের চেয়ে উত্তম । কিন্তু কোন বেলায়েতের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না । এসকল লোকেরা ভালোবাসা ব্যাকুলতা এবং অন্বেষী হয়ে থাকে এবং কোন কামেলের (সম্পুর্ন আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) মাধ্যমে আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে যায় । ইসলামেও এবং অন্য ধর্মের সূফীগণও (সাধকগণ) কোন না কোন পদ্ধতিতে রবের নামকে নিজেদের ভিতর সঞ্চারিত করার চেষ্টা করছে । যে কাজ প্রভুর দিকে ফেরায় এবং তাঁর ইশক (তীব্র আনন্দজনক প্রেম যার সম্পর্ক মানব আত্মার সাথে) ঘটায় তা নিষিদ্ধ নহে ।

হাদিসঃ " আল্লাহ্ কাজ নয় বরং নিয়ত (অভিপ্রায়) দেখেন" ।

শরিয়ত পন্থীরা (Religious law-ধর্মীয় নিয়ম কানুন যারা মেনে চলে) উহাকে দোষণীয় এবং ভুল মনে করে । কারণ তারা শরিয়ত দ্বারাই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়ে যায় । তবে যে সব লোক যারা শরিয়ত অতিক্রম করে প্রেমের দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক, অথবা যে সব লোক যারা শরিয়তের মধ্যে নেই তাদেরকে অন্য কিছু বিকল্প গ্রহণে কেন বাঁধা দেয়া হয়?

দ্বীন-এ-এলাহী (The Religion of God)

এই দুনিয়াতে সকল ধর্ম নবীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তৎপূর্বে প্রভু নিজেই প্রেম, নিজেই প্রেমিক এবং নিজেই প্রেমিকা ছিল। সে সব রূহ যারা প্রভুর নৈকট্য, দর্শন ও প্রেমের আবর্তে ছিল তারাই ছিল ইশকে এলাহী, দ্বীন-এ-এলাহী এবং দ্বীন-এ-হানিফ । অতপর সে রূহ সমুহই দুনিয়াতে এসে তাঁকে পাওয়ার জন্য দেহ মন উৎসর্গ করে দেয়। প্রভুর ধর্ম প্রথমদিকে খাস বা সর্বোৎকৃষ্টদের পর্যন্ত ছিল। বর্তমানে রূহানিয়াতের (আধ্যাত্মিকতা) মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পর্যন্তও পৌঁছে গেছে।

হাদিস ঃ হযরত আবু হোরায়রা ঃ "হুজুর পাকের নিকট থেকে আমার দুই ধরণের ইলম বা জ্ঞান লাভ হয়েছে- একটি তোমাদের বলে দিলাম, যদি দ্বিতীয়টি বলি তা হলে তোমরা আমাকে হত্যা করবে"।

যখন পানির পুকুর থেকে শুষ্ক বইগুলো বের হবার পর মাওলানা রূম বলেছেন- এটা কী? শাহ্ শামস (মাওলানা রূমের মুর্শিদ) উত্তর দেনঃ "এ হলো সে জ্ঞান যা তুমি জানো না"।

যখন মুসা বললো যে, আরো কোন জ্ঞানও আছে? তখন আল্লাহ্ বললেন- খিজিরের কাছে চলে যাও!

প্রত্যেক নামাজির দোয়া- "হে আল্লাহ্ আমাকে সে সব লোকদের সরল পথ দেখাও যাদের উপর তোমার অনুগ্রহ হয়েছে"!

আল্লামা ইকবাল (রহঃ)ঃ "তাকে (দ্বীন-এ-এলাহী) কী জানবে বেচারা দু রাকাতের ইমাম"!

ঐসব রূহ যারা আদি থেকেই মর্যাদাবান, আল্লাহ্ যাদের মহব্বত করেন এবং যারা আল্লাহকে মহব্বত করেন, দুনিয়াতে এসেও তারা রবের নাম জপক হয়েছে। যথা ঈসা (আঃ) জন্মের পর পরই বলেছিলেন যে, আমি নবী, অপরদিকে জন্মের পূর্বেই জিব্রাঈল (সর্বোচ্চ শ্রেণীর দেবদূত) হযরত মরিয়াম কে সুসংবাদ দিয়েছিল। মূসার সম্পর্কে ফেরাউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, অমুক গোত্রে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করবে যে তোমার ধ্বংসের কারণ হবে এবং আল্লাহ্র সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হবে। হুজুর পাকও বলেছিলেন- "আমি দুনিয়াতে আসার পূর্বেও নবী ছিলাম"। অনেক প্রেমিক এবং আদি রূহগুলো বিভিন্ন ধর্মসমূহে ও বিভিন্ন দেহসমূহের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।

সর্বশেষযুগে আল্লাহ্ কোন একটি সর্বোৎকৃষ্ট রূহকে দুনিয়াতে পাঠবেন যে উক্ত সব রূহকে খোঁজ করে একত্রিত করবে এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে, কখনো তোমরাও আল্লাহকে ভালবেসেছিলে। এভাবে এই সকল রূহসমূহ দৈহিকভাবে তারা যে কোন ধর্ম অথবা ধর্মহীন থাক না কেন, তার আহবানে সাঁড়া দেবে। লাব্বায়েক বলবে এবং তাঁর পাশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। তিনি রবের এক বিশেষ নাম সে রূহদেরকে দান করবেন যা ক্বলবের মাধ্যমে রূহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং অতপর রূহ সে নামের যাকের বা জপকারী হয়ে যাবে। সে নাম রূহকে এক নবতর উদ্যম, নতুন শক্তি এবং নতুন প্রেম বা মহব্বত প্রদান করবে। উহার নূরের (Divine Energy) মাধ্যমে রূহের সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে পুনঃস্থাপিত হয়ে যাবে।

ক্বলবের যিকির (মনের জপ), রূহের যিকিরের (আত্মার জপ) মাধ্যম। যেমন বন্দেগী (উপাসনা) অর্থাৎ নামাজ, রোজা (উপবাস), ক্বলবের যিকিরের মাধ্যম। যদি কারো রূহ আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হয়ে যায় তা হলে তারা হলো সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের হিসাব নিকাশ এবং শেষ বিচারের দিনেরও ভয় নেই। আত্মার উপাসনা এবং জপের উচ্চস্তর তাদের উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করে। যে সব লোকের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি হৃদয় থেকে আত্মার দিকে অগ্রসরমান তারাই দ্বীন-এ-এলাহীতে পৌঁছে গেছে অথবা পৌঁছানোর পথে রয়েছেন । তাদের গ্রন্থের দ্বারা নয় বরং নূরের দ্বারা হেদায়েত লাভ হয় এবং নূরের দ্বারাই পাপ থেকে বিরত থাকেন এবং যারা শুনে অথবা মেহনত করেও উক্ত মোকাম থেকে বঞ্চিত তারা এ ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। ক্বলব ও রূহের যিকির ছাড়া যে নিজেকে এ ধারার অন্তর্ভুক্ত মনে করে অথবা তাদের অনুকরণ (Imitate) করে সে যিন্দিক (Heretics-মিথ্যাবাদী)। সাধারণ লোকদের মুক্তি পাওয়ার উপায় ইবাদতসমূহ এবং ধর্ম হয়ে থাকে, হেদায়েতের মাধ্যম আসমানী কেতাবসমূহ হয়ে থাকে। শাফায়াতের (Intercession-সুপারিশ) উপায় নবুয়ত (Prophethood) ও বেলায়েত (Sainthood)হওয়া সত্ত্বেও বহু মুসলিম, অলিদের শাফায়াত স্বীকার করে না। কিন্তু হুজুর পাক (সাঃ)সাহাবাদের তাগিদ করেছিলেন যে, ওয়ায়েশ করণী (রাঃ) এর দ্বারা উম্মতের ক্ষমার জন্য দোয়া করাবে।

রূহদের দ্বীন

ইশকে ইলাহী ও দ্বীন-এ-এলাহীর ধারকদের পরিচয়

যাতে গিয়ে সব নদী মিশেছে তাকে সমুদ্র বলা হয়। আর যাতে সকল দ্বীন মিশে এক হয়ে গেছে উহাই ইশকে ইলাহী এবং দ্বীন-এ-এলাহী (The Religion of God)।

যেখানে চার মাযহাব (ধর্ম) এসে মিলিত হয়েছে। (সুলতান হক বাহু)

প্রাথমিক পরিচয়ঃ

যখন ক্বলব ও রূহের যিকির চালু হয়ে যাবে, চাই এবাদতের দ্বারা হোক বা কোন কামেলের (আধ্যাত্মিক গুরু) দৃষ্টি দ্বারা হোক উভয় অবস্থাতেই সে আযলি অর্থাৎ আদি ভাগ্যবাণ, তাঁর গুনাহের প্রতি ঘৃণা শুরু হয়ে যাবে। গুনাহের কাজ হয়ে গেলেও সে জন্য তার অনুতাপ হবে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য কৌশল চিন্তা করবে,

"আমার সে লোকও পছন্দ যে গুনাহ থেকে বাঁচার কৌশল চিন্তা করে" (ফরমানে এলাহী)।

দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের হওয়া এবং আল্লাহর মহব্বত প্রবল হওয়া, লোভ, হিংসা, কৃপণতা এবং অহংকার থেকে মুক্তি অনুভব হওয়া, কারো নিন্দা বা পরচর্চা থেকে মুখের বিরতি, বিনয় অনুভব, কৃপণতার বদলে দানশীলতা এবং মিথ্যার অবসান দৃষ্টিগোচর হওয়া। হারাম (প্রবৃত্তির নিষিদ্ধ) কামনাগুলো হালালে (ধর্মীয় আইন সম্মত) রূপান্তরিত হওয়া, হারাম সম্পদ, হারাম খাদ্য এবং হারাম কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া।

চূড়ান্ত পরিচয়ঃ

চরস, আফিম, হেরোইন, তামাক এবং মদ প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি হবে, স্বপ্ন, মোরাকাবা (আধ্যাত্মিক ভ্রমণ) অথবা মোকাশাফার (Spiritual Insight-আধ্যাত্মিক অন্তর দৃষ্টি) মাধ্যমে পবিত্র ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। নফসে আম্মারা (The Commanding Self -এমন প্রবৃত্তি যা মন্দ কাজের নির্দেশ করে) থেকে নফসে মুতমাইন্না (The Contented Self-পবিত্র ও সন্তুষ্ট প্রবৃত্তি) হয়ে যাবে। লতিফা আন্না রবের মুখামুখি হবে, আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যকার সব পর্দা উঠে যাবে। পাপ বর্জন প্রভুর প্রেম, প্রভুর সাথে একাকার, বান্দা থেকে বান্দার নেওয়াজ এবং গরিব থেকে গরিবের নেওয়াজ (দানশীল) হয়ে যাবে।

বিভিন্ন ধর্মসমূহ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট রূহসমূহ দ্বীন-এ-এলাহীতে অর্ন্তভূক্ত হবে, যারা আদি দিবসে প্রভুর সামনে কলেমা পাঠ করেছিল। এ জন্য কোন ধর্মের বন্ধন থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ধর্মের এবাদত করতে পারবে। কিন্তু মনের জপ সকলের একই হবে অর্থাৎ ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও দিলের সূত্রে সব এক হয়ে যাবে। অতপর সব দিলে যখন আল্লাহ্ আসবে তখন সব আল্লাহ্ওয়ালা (Godly) হয়ে যাবে। অতপর রবের ইচ্ছা তাদের নিজ দায়িত্বে রাখবে, বা হেদায়েতের জন্য কোন ধর্মে প্রেরণ করবে। তারা বিভিন্ন শ্রেণীর হবে অর্থাৎ কেউ মুফিদ (সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য উপকারী ব্যক্তিত্ব) হবে, কেউ হবে মুনফারীদ (আলোকিত ব্যক্তি-Good for himself), কেউ হবে সৈনিক, কেউ হবে সেনাপতি। তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতাকারীগণ পাপী হলেও কোন না কোন মর্যদা লাভ করবে। যে সব লোক এ দলে শামিল হতে পারবে না তাদের মধ্যে থেকে অধিকাংশ শয়তানের (Anti-Christ-দাজ্জালের) দলে মিশে যাবে, চাই সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক। অবশেষে এ দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষন যুদ্ধ হবে। ঈসা , মেহেদী, কল্কি অবতার পন্থীরা মিলে তাদের পরাজিত করবে। অনেক দাজ্জাল পন্থীদেরকে হত্যা করা হবে। যারা বেঁচে যাবে তারা ভয় ও অসহায়ত্বের কারণে চুপ করে থাকবে। লোকের হৃদয়ে মেহেদী ও ঈসার শাসন প্রতিষ্টিত হয়ে যাবে। সারা দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম শেষ হয়ে যাবে একটিমাত্র ধর্মে রূপান্তরিত হবে। সে ধর্ম হবে রবের পছন্দের, সকল নবীদের ধর্ম এবং কেতাবসমূহের নির্যাস, সমগ্র মানবতার কাছে গ্রহণযোগ্য, সকল উপাসনার চেয়ে উত্তম, এমন কি আল্লাহর প্রেমের চেয়েও উত্তম ইশকে ইলাহী (আল্লাহর তীব্র আনন্দজনক প্রেম- God's rapturous love) হবে।

যেখানে ইশক পৌঁছাবে সেখানে ঈমানের (বিশ্বাস) খবরও থাকবে না ..... (সুলতান হক বাহু)

আল্লামা ইকবাল এ সময়ের জন্য এক রূপরেখা এঁকেছিলেন:

"দুনিয়ার সেই সত্যনিষ্ঠ মেহেদীর প্রয়োজন
যার দর্শনে প্রকম্পিত হবে বিশ্বচিন্তা চেতনার ভিত্তি"

"খুলে যাচ্ছে গুপ্ত রহস্যাদি, চলে গেছে সেই যুগ, হাদিসে লান তারানীর
যার নিজ পরিচয় প্রথমে প্রকাশ হয়েছে, তিনিই সেই প্রতিক্ষিত মেহেদী" ।

চক্ষু খুলে আমার উপলব্ধির আয়নায় আগতযুগের অস্পষ্ট এক ছবি দেখো,
আকাশ, পৃথিবী, মহাশূন্য দেখো, পূর্ব থেকে উদিত সূর্যকেও দেখো ।

হে শরাব পান করানেওয়ালা, সেই দিন চলে গেছে, যখন পান করনেওয়ালা লুকিয়ে পান করতো ।
সমস্ত পৃথিবী একসময় হবে শরাবখানা আর প্রত্যেক আত্মা হবে মদ্যপায়ী (প্রভুর প্রেমের সূধা)
যুগ এসেছে পর্দাহীনতার সার্বজনীন হবে প্রভুর দর্শন ।
যে রহস্য গুপ্ত ছিল, সে রহস্য এখন প্রকাশিত হবে ।
মরুভূমি থেকে বেরিয়ে যে পরাজিত করেছিল রোম সাম্রাজ্য
আমি দেবদূতদের কাছে শুনেছি সেই সিংহ আবার হবে জাগরিত ।
(আল্লামা ইকবালের (রহঃ) এই সব কবিতা ইমাম মেহেদীর (আঃ)সম্পর্কে)

সব আসমানী কেতাব এবং সহিফা সমূহ (প্রভুর পক্ষ হইতে অনুপ্রেরণা-Inspiration) আল্লাহর ধর্ম নয় । এ সব কেতাবে নামাজ, রোজা এবং দাড়ির কথা রয়েছে । বস্তুত আল্লাহ্ এ সব কর্ম হতে মুক্ত । এ ধর্ম সমূহ নবীগণের উম্মতদের আলোকিত ও পবিত্র করার জন্য বানানো হয়েছে । যেহেতু আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্র নূর এবং কোন মানুষ আল্লাহ্তে মিলনের পরে নূর হয়ে যায় অতপর সে আল্লাহ্র ধর্মে প্রবিষ্ট হয়ে যায় । আল্লাহ্র ধর্ম হলো প্রেম ও মহব্বত । নিরনব্বই নামের তরজমা আপন দোস্তদের যিকিরকারী, স্বয়ং প্রেম স্বয়ং প্রেমিক স্বয়ং প্রেমিকা । যদি কোন মানুষকে প্রভুর পক্ষ থেকে উপরে বর্ণিত কোন অংশ লাভ হয় তা হলে সে দ্বীন-এ-এলাহীতে পৌঁছে যায় । অতপর তার নামাজ হয় প্রভুর দর্শন এবং তার একমাত্র স্পৃহা প্রভুর জপ । এমন কি তার জীবনের সমস্ত সুন্নত ও ফরজের প্রায়শ্চিত্ত ও হয়ে যায় প্রভুর দর্শনে । জিন, ফেরেশতা এবং সর্ব মানুষের সম্মিলিত এবাদতও সেই আধ্যাত্মিক মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম নয় ।

অনুরূপ ব্যক্তির ব্যাপারেই শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন- "যে ব্যক্তি মিলন স্তরে পৌঁছার পরও এবাদত করে অথবা এবাদত করার ইচ্ছা করে তা হলে সে প্রভুর কৃপাকে অস্বীকার করলো" ।

বুল্লেশাহ বলেন- "যখন আমি ইশকের নামাজ (তীব্র আনন্দায়ক উপাসনা) শুরু করছি, আমি মন্দির ও মসজিদ ভুলে গেছি" ।

আল্লামা ইকবাল বলেন- "তাকে (দ্বীন-এ-এলাহী) কী জানবে বেচারা দু রাকাতের ইমাম" ।

এ জ্ঞান সম্পর্কে আবু হোরায়রা বলেছিলেন- "আমাকে হুজুরের (সাঃ) তরফ থেকে দু প্রকার জ্ঞান দান করা হয়েছে, একটি তোমাদের বলে দিয়েছি, যদি দ্বিতীয়টি বলি তা হলে তোমরা আমাকে হত্যা করবে ।

ইতিহাস সাক্ষী যে, যারাই এই জ্ঞানকে প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সকলকেই শাহ মানসুর এবং সারমাদের মতো হত্যা করা হয়েছে এবং আজ গওহার শাহীও এ জ্ঞানের কারণেই হত্যার মুখোমুখি দণ্ডায়মান ।

নবীদের শরিয়তের বাধ্যতা উম্মতের জন্য হয়ে থাকে, অন্যথায় তাদের কোন এবাদতের প্রয়োজন হতো না । তিনি তো শরিয়তের পূর্ব থেকেই এবং আদি দিবস থেকেই নবী হয়ে থাকেন । যেহেতু ধর্মকে নমুনা রূপে পূর্ণ করতে হয়, তাদের কোন ধর্মীয় আচার ছেড়ে দেয়া অথবা পালন করাতেও উম্মতরা সুন্নত (অবশ্য পালনীয়) বানিয়ে নেয় । এ কারণে তাদেরকে সতর্কতা ও বিশুদ্ধতা মধ্যে থাকতে হয় । কোন ব্যক্তি কি এ কথা বলতে পারে যে, কোন নবী যদি কোনই এবাদত না করে তা হলে তিনি দোযখে যেতে পারেন? অবশ্যই না! কেউ কি বলতে পারে যে, এবাদত ছাড়া নবী হওয়া সম্ভব নয়? কেউ কি এও বলতে পারে যে, জ্ঞান শিক্ষা করা ছাড়া নবুয়ত লাভ করা যায় না? তা হলে অলিদের ব্যাপারে আপত্তি হচ্ছে কেন? বস্তুতঃ বেলায়েত হলো নবুয়তের বিকল্প । স্মরণ রাখবে যারা প্রভুর দর্শন ছাড়া মিলনের দাবি করে অথবা নিজেকে উক্ত মোকামে মনে করে নকল সাজে, তারা অবিশ্বাসী এবং মিথ্যাবাদী এবং কোরআন এ ধরনের মিথ্যুকদের উপর অভিশাপ প্রেরণ করেছে । তাদের কারণে হাজারো লোকের সময় ও ঈমান (বিশ্বাস) নষ্ট হয় ।

এ কেতাব প্রত্যেক ধর্ম, প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিবেচ্য
এবং গবেষণার যোগ্য আর রূহানিয়াত (আধ্যাত্মিকতা) বিরোধীদের জন্য চেলেঞ্জ ।

গওহার শাহীর পবিত্র বাণী

প্রকাশ্য জ্ঞান (ধর্মীয় জ্ঞান) তিন ভাগে বিভক্ত এবং গোপন জ্ঞান এক ভাগ ।
প্রকাশ্য জ্ঞান অর্জনের জন্য মূসা এবং বাতেনি বা গোপন জ্ঞানের জন্য খিজিরকে অন্বেষণ করতে হয় ।

.....

"জিব্রাঈলের মাধ্যম ছাড়া যে আওয়াজ এসেছে ,উহাকে এলহাম বলা হয় এবং যে জ্ঞান এসেছে উহাকে সহিফা (Divine Scroll) ও হাদিসে কুদসী (conversation with God without a medium) বলা হয় এবং জিব্রাঈলের মাধ্যমে আসা জ্ঞানকে কোরআন বলে, চাই সে জ্ঞান প্রকাশ্য হোক বা বাতেনী হোক! উহাকে তাওরাত বলা হোক, জবুর বলা হোক অথবা ইঞ্জিল বলা হোক" ।

.....

"উলামাদের দ্বারা যদি কোন ভুল হয় তা হলে উহাকে রাজনীতি আখ্যা দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা হয় ।
আউলিয়াদের দ্বারা কোন ভুল হলে উহাকে জ্ঞান রহস্য মনে করে (acts of wisdom) এড়িয়ে যাওয়া হয়
তবে নবীদের উপর ভুলের অভিযোগ আরোপিত হয় না" ।

.....

"যে যে অভ্যাসে লিপ্ত অভ্যন্তরীনভাবে তার সাথে সম্পর্কিত রূহগুলো সেই মতই শক্তিশালী হয় । যে কোন প্রকার অভ্যাসে লিপ্ত নয়, তার রূহগুলো সুপ্ত এবং অচেতন । আর যারা যে কোন পদ্ধতিতে আল্লাহর নাম এই রূহ সমূহের মধ্যে স্থাপন করে নিয়েছে অতপর তার সার্বক্ষণিক শখ হলো যিকির-এ-সুলতানী (প্রভুর স্মরণ) এবং ইশকে খোদা (তীব্র আনন্দায়ক প্রেম)" ।

তাই তো আল্লামা ইকবাল বলেছেন-"যদি থাকে ইশক তা হলে কুফরও (অবিশ্বাসী) হয় মুসলমানী" ।

সচ্চিল সাঁই বলেন- "প্রভুর তীব্র আনন্দময় প্রেম ছাড়া কুফর ও ইসলাম একই কথা" ।

সুলতান বাহু বলেন- "যেখানে ইশক পৌছাবে সেখানে ঈমানের খবরও থাকে না" ।

"এ ধরণের লোক যদি কোন ধর্মে থাকে বা প্রবেশ করে তা হলে তার কৃপায় সে অঞ্চলে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে যায় । অতপর তিনি যদি হন বাবা ফরীদ তা হলে হিন্দু, শিখও তার দ্বারে, যদি হন বাবা গুরুনানক তা হলে মুসলিম, খৃষ্টানও তার দ্বারে চলে আসে" ।

ইমাম মেহেদী সব ধর্মের সংস্কার (Rejuvenate) করবেন

যে ভাবে হুজুর পাকের (সাঃ) নবুয়ত সমাপ্তির পর মুসলমানদের মধ্যে সংস্কারক (The revivers) আসতে থাকেন এবং অবস্থানুযায়ী ধর্মের মধ্যে কিছু সংস্কার করতে থাকেন । অনুরূপভাবে ইমাম মেহেদী (আঃ) এর আগমনের পর উক্ত সংস্কারকদের সংস্কার শেষ হয়ে যাবে এবং সব ধর্ম মোতাবেক ইমাম মেহেদী (rejuvenate all religions in his very own way) নতুন সংস্কার করবেন । কতক কেতাবে আছে, তিনি নতুন ধর্ম বানাবেন ।

গওহার শাহীর পবিত্র বাণীসমূহ

"কেউ যদি সারা জীবন এবাদত করে, কিন্তু পরিশেষে ইমাম মেহেদী এবং হযরত ঈসার বিরোধিতা করে, যার দ্বিতীয় বার দুনিয়াতে আসা হবে (ঈসার সশরীরে এবং মেহেদীর পার্থিব রূহদের মাধ্যমে আসবে) তা হলে সে বেলিয়াম বাউরের মতো দোযখী এবং ইবলিসের (শয়তান) মতো মরদুদ (বহিস্কৃত) হবে। যদি কেউ সারা জীবন কুকুরের মতো জীবন যাপন করে কিন্তু পরিশেষে তাদের সহযোগী হয় এবং তাদেরকে ভালোবাসে তা হলে সে কুকুর থেকে হযরত কিতমীর হয়ে জান্নাতে যাবে"।

"কতক সম্প্রদায় এবং ধর্ম সমূহ বলে যে, ঈসা মরে গেছেন, আফগানিস্তানে তার মাযার রয়েছে, এটা অপপ্রচার । আফগানিস্তানে ঈসা নামের অপর এক বুযর্গের মাযার রয়েছে। সেই পায়ে চলা যুগে কয়েক মাসের সফরের দূরত্বে গিয়ে তাকে দাফনের কি উদ্দেশ্য ছিল? তারা আরো বলে যে: "আসমানে ঈসাকে কী করে উঠানো হলো?" আমি বলি আদম (আঃ) কে আসমান থেকে কিভাবে পৃথিবীতে আনা হলো? তা ছাড়া ইদ্রিস (আঃ) কে আজও সশরীরে বেহেশতে বর্তমান রাখা হয়েছে, খিজির (আঃ) এবং ইলিয়াস (আঃ) যারা আজও দুনিয়াতে রয়েছেন তাদের আজও মৃত্যু হয়নি। গাউসে পাকের নাতী হায়াতুল আমীর (৬০০) শত বছর ব্যাপী জীবিত আছেন। গাউস পাক নির্দেশ দিয়েছিলেন- "সে সময় পর্যন্ত মরবে না, যতক্ষণ মেহেদী (আঃ) কে আমার সালাম না পৌঁছাবে"। শাহলতিফকে হায়াতুল আমীরই বারী ইমামের উপাধী দিয়েছিলেন। মারির (পাকিস্তান) দিকে বারাকোহ পর্বতে তার বসার চিহ্ন আজও সংরক্ষিত আছে"।

"প্রকাশ্য গুনাহের শাস্তি জেল, জরিমানা অথবা ফাঁসি। কেউ যদি দরবেশির রাস্তায় থাকে তা হলে তার শাস্তি তিরস্কার। তবে বাতেনি (অন্তরের) গুনাহের শাস্তি অনেক বেশি। পরচর্চাকারীর পূণ্য জরিমানা হিসাবে যার পরচর্চা করা হয় তার নেকীভুক্ত করা হয়। লোভ, হিংসা, কৃপণতা এবং অহংকার তার অর্জিত নেকিসমূকে বিলুপ্ত করে দেয়। যদি তার মধ্যে কিছুমাত্র নূর থাকে তাহলে আম্বিয়া ও আউলিয়াদের সাথে বে-আদবি (blasphemy) ও বিদ্বেষের কারণে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যেমন শাইখ আব্দুল কাদের জিলানীর সাথে বে-আদবীর কারণে শেখ সানআনের কাশফ (আধ্যাত্মিক অন্তর দৃষ্টি) ও কেরামত (অলৌকিক ক্ষমতা) বাজেয়াপ্ত করা হয়"।

.....

কাহিনী আছে যে, যখন বায়োজিদ বোস্তামী জানতে পারেন যে, জনৈক ব্যক্তি তার বদনাম করতেছে, তখন তিনি তার জন্য নির্দিষ্টহারে ভাতার ব্যবস্থা করে দেন, সে ভাতাও নিতে থাকে এবং বদনামও করতে থাকে। একদা তার স্ত্রী তাকে ভাতার ব্যাপারে বলে যে, "ভাতা নেওয়া ছাড়ো নতুবা তার বদনাম করা বন্ধ করো"। অতপর সে প্রশংসা করা শুরু করে। তিনি যখন প্রশংসার কথা জানতে পারেন, তখন ভাতা বন্ধ করে দেন। অতপর সে বায়োজিদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলে যে, সে যখন বদনাম করছিল তখন ভাতা পেতো, বর্তমানে প্রশংসার কারণে ভাতা বন্ধ হলো কেন ? বায়োজিদ বললেন- "তখন তুমি আমার শ্রমিক ছিলে, তোমার বদনাম করার কারণে আমার গুনাহ জ্বলে যেতো, আমি তোমাকে উহার মজুরি দিতাম, এখন কিসের মজুরি দেবো? " উল্লেখিত মন্দ কর্মগুলোর সম্পর্ক নফসে আম্মারার সাথে (The Commanding Self -এমন প্রবৃত্তি যা মন্দ কাজের নির্দেশ করে) যার সহায়ক ইবলিশ (শয়তান)। অপরদিকে তাকওয়া (পূণ্যবান), দানশীলতা, ক্ষমা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, বিনয়ী এবং প্রভুর জ্যোতি সমূহের সম্পর্ক ক্বলবে শহীদের (The witnessing heart) সাথে, অলি মুর্শিদ যার রক্ষক ও সহায়ক।

যতক্ষণ নফস আম্মারা সক্রিয় থাকে ততক্ষণ হৃদয়ে কোন পবিত্র বানীর জ্যোতি থাকতে পারে না। যদিও ঐশী গ্রন্থ সমূহের পবিত্র বানী গুলো মুখস্ত করে নেয় সে তো তোতা পাখিই বটে। তোমার নফস মুতমায়েন (The Contented Self-পবিত্র ও সন্তুষ্ট প্রবৃত্তি) হয়ে গেলে কোন অপবিত্র জিনিস তোমার ভিতর অবস্থান নিতে পারবে না। তখন তোমার মোরগে বিসমিল অর্থাৎ কাম প্রবৃত্তি পবিত্র হয়ে যাবে। নফসকে পবিত্র করার জন্য কোন নফস সংশোধকের (The Self-Demolisher), অন্বেষণ করো, যে সর্বদা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কর্তব্যে নিয়োজিত থাকেন। দেহের বহিরভাগ পরিষ্কার হয় পানি দ্বারা আর দেহের ভিতরাংশ পবিত্র হয় প্রভুর জ্যোতি দ্বারা। পরিষ্কার হওয়া ছাড়া উহা দুর্গন্ধযুক্ত ও অপবিত্র। পরিষ্কার দেহই এবাদতে এলাহীর যোগ্য। বস্তুতঃ পরিষ্কার হৃদয় প্রভুর জ্যোতি লাভের যোগ্য হয়। তাইতো ঐশী গ্রন্থ সমূহ পবিত্রদেরই সত্য পথ প্রদর্শন (হেদায়েত) করে (hudallil mutaqeen in roman bangla)। তা না হলে কেতাবধারীগণই কেতাবধারীদের শত্রু হয়ে যেতো।

মুজাদ্দেদ আলফেসানী মাকতুবাতে লিখেছেন- "যাদের নফস আম্মারা তারা কোরআন পাঠ করার যোগ্য নয় । আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনকারীর প্রথমে আল্লাহ্‌র যিকির করা উচিৎ অর্থাৎ ভিতরটা পবিত্র করবে, আর যখন শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে, অতপর সে কোরআন পাঠ করবে" ।

হাদিস-"কিছু লোক কোরআন পাঠ করে আর কোরআন তাদের উপর অভিশাপ দেয়" ।

বুল্লে শাহঃ "কিছুলোক এমনও আছে যারা প্রভুর নেয়ামত ভোগ করার পরও সেটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং কোরআনের দোহাই দিয়ে লোকদের ধোকা দেয়" ।

এবাদতকারী (আবেদ) মনে করেন তিনি আল্লাহ্‌র জন্য এবাদত এবং রাত্রিজাগরণ করছেন এ জন্য তারা আল্লাহ্‌র নিকটে আছেন । এবাদতের পর তোমার প্রার্থনা হয়, স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন, ধনসম্পদ, হুর ও প্রাসাদের । চিন্তা করো! তুমি কি কখনো এ প্রার্থনা করেছ- হে আল্লাহ আমার কিছুই প্রয়োজন নেই কেবল তোমাকে প্রয়োজন?

.....

আলেমগণ মনে করে আমরা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত এজন্য মনে করে ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়ে গেছি কেননা আমার মধ্যে কোরআন রয়েছে । তাহলে প্রশ্ন হলো তুমি অন্যকে জাহান্নামী বল কেন? যখন নাকি প্রত্যেক মুসলিমের তো কিছু না কিছু জ্ঞান এবং কোরআনের কিছু সুরা স্মরণ রয়েছে । চিন্তা করো! কে জ্ঞান বিক্রি করে? কে নিজেকে বিক্রি করে? অলিদের দুর্নাম কে করে? হিংসুক, অহংকারী এবং কৃপণ হয় কে? দিলে এক মুখে আর এক, সকালে এক বিকালে আর এক । ইহা কার স্বভাব ? সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে কে উপস্থাপিত করে? যদি তুমি এসব স্বভাব থেকে মুক্ত হও তবে তুমি খলিফায়ে রাসূল (Deputy of the Prophet)! তোমার দিকে পিঠ দেয়াও বে-আদবী ।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তেলাওয়াতকারী কোরআন পড়ছে বাস্তবে সে নিজেই কোরআন ।

তুমি যদি উক্ত স্বভাবসমূহের মধ্যে ডুবে গিয়ে থাকো তা হলে তুমি সেই যার সম্পর্কে নেকড়ে (Wolf) বলেছিলে যে, আমি যদি ইউসুফ (আঃ) নবীকে খেয়ে থাকি তা হলে আল্লাহ্‌ যেন আমাকে চৌদ্দ শতকের আলেমদের মধ্যে গণ্য করে ।

সিরাতে মুস্তাকীম (প্রভুর দিকে যাওয়ার সরল পথ)

১ । যাদের বাহির (outward) ঠিক, বাতেন (অন্তর) কালো, ধর্মে যারা ফেৎনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি করে তারা ইবলিশের (শয়তান) খলিফা ।

হাদিসঃ "জাহেল (অশিক্ষিত) আলিমকে ভয় কর এবং তাদের থেকে বেঁচে থাকো, যার জিহ্বা আলিম আর হৃদয় অশিক্ষিত অথবা কালো" ।

২ । যাদের বাতেন (অন্তর) পবিত্র কিন্তু বাহির খারাপ, তাদের মাজযুব (Spiritually incompetent-প্রভুর প্রেমে বুদ্ধি হারা), মাজুর (নিঃসহায়), সুকার (Spiritually intoxicated-আধ্যাত্মিক মাদকতা) এবং মুনফারিদ (Unique- একমাত্র) বলা হয় ।

ইশক এর দরুন জ্ঞানই বিলুপ্ত, তা হলে হাশরের হিসাব কিসের?- (তারইয়াক-এ-ক্বলব)

এইসব লোক ধর্মের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ, তবে আল্লাহর নৈকট্যে রয়েছেন । কিন্তু বেশি মর্যাদা লাভ করতে পারেননি । প্রভুর পক্ষ হইতে কোন মর্যদায় স্বীকৃত ও নিয়োগপ্রাপ্ত । যারা এদের নকল করে তারা জিন্দিক (Heretics-মিথ্যাবাদী) । এই সব লোক (আল্লাহর পক্ষ হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত গণ) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, বেনজির এবং নওয়াজ শরীফের মতো রাষ্ট্র প্রধানদের তাদের শাষনামলে ডাণ্ডা মারেন এবং গালি দেন । তোমরা কোন ক্ষমতাবানকে ডাণ্ডা মেরে দেখাও অর্থাৎ এটা কেবল তাদেরই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্যদের জন্য নয় ।

৩। যাদের বাহির ঠিক এবং বাতেনও (ভিতর) ঠিক, বাহ্যিক এবাদত ছাড়া ক্বলবের এবাদতও করেন। তাদেরকে আলেমে রাব্বানী (Divine Scholars) বলা হয়। এরাই রাসূলের প্রতিনিধি এবং ধর্মের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে এবং যখন কারো জাহের ও বাতেন (অন্তর) এক হয়ে যায় তাদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলা হয়। যদি তারা স্বপ্নে অথবা আধ্যাত্মিক ভাবে হজ্জ করেন, তা হলে তারা বাহ্যিকভাবেও উহার পূণ্য লাভ করে থাকেন বরং বাহ্যিক হজ্জ থেকে অনেকেই বেশি। রুহের নামাজ প্রকাশ্য নামাজের সমান রাখে বরং তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এরা যদি প্রকাশ্যে নামাজ পড়ে তাহলে বাতেনে (আধ্যাত্মিক জগতে) এদের নামাজ মেরাজ হয়ে যায়, এই সব লোকই যাদের দেহ পৃথিবীতে আত্মা উর্দ্ধজগতে,ফাকার (The Spiritual Poverty) এর বিভাগে এদের মোআরেফও (যার রুহ অলি হয়ে থাকে) বলা হয়। অথচ প্রেমিকের জন্য রবের দর্শনই যথেষ্ট, কিছু লোক বলে, প্রভুর দর্শন হতেই পারে না। অথচ এই দর্শন সম্ভবকারী জ্ঞান হুজুর পাক (সাঃ) থেকেই শুরু হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন- "আমি স্বপ্নে ৯৯ বার রবকে দেখেছি"। বায়োজিদ বোস্তামী বলেন-"আমি সত্তরবার(৭০) রবের দিদার (দর্শন) লাভ করেছি"। লতিফা "আন্না" (মাথার ভিতর যার অবস্থান) এর মাধ্যমে দিদার হয়, আর তোমরা লতিফায়ে আন্নার শিক্ষা ও যিকিরের ব্যাপারে অজ্ঞ।

আল্লাহ্‌র বন্ধু

মানুষ যদি কাউকে তার কাশফ (আধ্যাত্মিক অন্তর দৃষ্টি) ও কারামত (অলৌকিক ব্যাপার) এবং ফায়েজের (কৃপা) কারণে অলি মানে, কিন্তু তার কোন কাজ অথবা ধর্মের কারণে তুমি তার প্রতি মনক্ষুন্ন, তা হলে তোমার জন্য উত্তম হলো তাঁর দুর্ণাম না করে তাঁর কাছে যাওয়া ছেড়ে দেয়া। কে জানে! হতে পারেন তিনি কোন মনজুরে খোদা! শাইখে-এ-বক্কা (An Apple of God's Eye-অর্থাৎ আল্লাহর প্রেমিকা)! অথবা কোন লাল শাহবাজ ! কোন খিজির ! অথবা সাঁই বাবা ! অথবা গুরুনানক! কোন বুল্লেশাহ অথবা হতে পারে কোন sada suhaganও(roman bangle) (সার্বক্ষণিক প্রেমিকা -Eternal Divine Bride)!

বিশ্ব মানবতার জন্য গওহার শাহীর বৈপ্লবিক (Revolutionary) বার্তা

মুসলমান বলে: "আমি সকলের চেয়ে উন্নত", অন্যদিকে ইহুদি বলে: "আমাদের মর্যাদা মুসলমানদের থেকেও উপরে" এবং খৃষ্টান বলে: "আমি উভয়ের বরঞ্চ সকল ধর্ম সমূহ থেকে উপরে রয়েছি, কারণ আমি হইলাম আল্লাহর পুত্রের উম্মত"। কিন্তু গওহার শাহী বলেন: "সকলের চেয়ে উত্তম ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন সেই যার দিলে রয়েছে আল্লাহর ভালোবাসা। যদি সে কোন ধর্মের নাও হয়! জিহ্বার যিকির এবং সালাত তার আনুগত্য ও আদেশ পালনের ইচ্ছার প্রমাণ, অপরদিকে ক্বলবের যিকির হলো আল্লাহর মহব্বত এবং সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম"।

ঐসব লোক যাদেরকে প্রভু কোন আধ্যাত্মিক মর্যাদা দান করেছেন, তারা প্রভুর পক্ষ হইতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। আর যারা এদেরকে নকল করে তারা জিন্দিক (Heretics)। মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদার কাফের (অবিশ্বাসী)। অপরদিকে মিথ্যা বেলায়েতের দাবিদার অবিশ্বাসের কাছাকাছি। অলি বন্ধুকে বলা হয় এবং এক বন্ধু অপর বন্ধুকে দেখা এবং পরস্পর কথোপকথন অবশ্যই হতে হবে। হুজুরও একবার সাহাবাদের সর্তক করেছিলেন যে, কিছু কাজ আছে, যা কেবল আমার করার জন্য, তোমাদের জন্য তা নয়। প্রত্যেক নামাজিরই প্রার্থনা এই যে: "হে আল্লাহ! আমাকে ঐসব লোকের সরল পথ দেখাও যাদের উপর তুমি সন্তুষ্ট। হাকিকি নামাজ (সত্য নামাজ) বায়তুল মা'মুরে গিয়ে আদায় করতে হয়। আত্মা সেই নামাজ আদায় করতে থাকে যাহা মৃত্যুর পরও আদায় হতে থাকে। যথা সব-ই-মেরাজে (Laila tul Meraj) বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিতর সকল নবীর রূহসমূহ নামাজ আদায় করেছিল, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দর্শন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তের অনুসরণ করা জরুরি। অবশ্য অলস এবং গুনাহগার লোকদের জন্যও আল্লাহ কিছু বিকল্প তৈরী করেছেন। আল্লাহর নামের ক্বলবি যিকিরও, জাহিরি এবাদত এবং গুনাহের কাফফারা অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ করতে থাকে এবং অবশেষে তাকে আল্লাহর প্রেমিক এবং রোওশন জমির অর্থাৎ আলোকিত অন্তরের অধিকারী বানিয়ে দেয়।

" যখন তোমাদের নামাজ কাজা (miss) হয়ে গেলে আল্লাহর যিকির করে নেবে,
ওঠতে ,বসতে এমন কি শোয়া অবস্থায় পার্শ পরিবর্তনের সময়ও " (আল কোরআন)

অলিদের নৈকট্য, মিত্রতা, সদয় দৃষ্টি, শুভআকাংখাও গুনাহগারদের ভাগ্যকে উজ্জ্বল করতে এবং দোযখ থেকে রক্ষা করে।

উদাহরণস্বরূপ হুজুর পাক (সাঃ) উম্মততের গুনাহগারদের ক্ষমার জন্য হযরত ওয়ায়েশ করণীর থেকেও দোয়ার জন্য সাহাবাদের পাঠিয়েছিলেন। দানশীলতা, সাধনা এবং শাহাদাতের (সত্যের জন্য জীবনোৎসর্গ) দ্বারাও গুনাহের কাফফারা অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষমা হতে পারে। বিনয়, অনুতাপ এবং কাতর সুরে ক্রন্দন করাও রবের পছন্দ, যে কারণে নসুহ্ মতো কাফনচোর এবং মৃত নারীদের ইজ্জত নষ্টকারীকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে (আল কোরআন)।

একদা ঈসা শয়তানকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার উত্তম বন্ধু কে? সে উত্তর দেয়: "কৃপণ উপাসনাকারী"। তা কি রকম? তার কৃপণতা তার উপাসনাকে নিষ্ফল করে দেয়। আবার প্রশ্ন করেন: "তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু কে?" সে বলে: "গুনাহগার দানশীল"। তা কী রকম? "তার দানশীলতা তার গুনাহসমূহকে ধৌত করে দেয়"। আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট লোক সমূহকে এবং তার সৃষ্টিকে যে ভালবাসে ও খেয়াল রাখে, এবং হক তথা সত্যের সাথে রয়েছে ও ন্যায় পরায়ন ব্যক্তিও রবের দয়ার দৃষ্টি লাভের যোগ্য হয়ে যায়।

আল্লামা ইকবাল যখন তৃতীয় বা চতুর্থশ্রেণীর ছাত্র একদিন স্কুল থেকে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় একটি কুকুরি তার পিছে পিছে আসে, তিনি সিড়িতে উঠে যান এবং সে উদাসভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি ভাবলেন, হয়ত সে অভুক্ত। তার পিতা তার জন্য একটি পারাঠা রেখেছিলেন, তিনি উহার অর্ধেকটা উক্ত কুকুরিকে দিয়ে দেন, সে তৎক্ষণাৎ তা খেয়ে ফেলে, আবারও উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে। তিনি বাকী অর্ধেকও তাকে দিয়ে দেন এবং নিজে সারা দিন অভুক্ত থাকেন। রাতে তার পিতা প্রভুর তরফ হতে স্বপ্নে সুসংবাদ পান যে তোমার ছেলের কাজ আমার পছন্দ হয়েছে এবং সে রবের নিকট গৃহীত হয়ে গেছে।

বাদশা সবকতিগীন যখন জঙ্গল থেকে হরিণীর বাচ্চা নিয়ে রওয়ানা হলেন তখন দেখেন তাঁর ঘোড়ার পিছনে পিছনে হরিণীও দৌড়াচ্ছে। সবকতিগীন দাড়িয়ে গেলেন, দেখলেন হরিণীও দাঁড়িয়ে গেছে এবং তার মুখ আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে। সবকতিগীন দেখলেন সে সময় পর্যন্ত হরিণীর অশ্রুপাত হচ্ছিল। সবকতিগীন বাচ্চাটা ছেড়ে দেন। এ ঘটনার পর সবকতিগীনের উপর আল্লাহর এতই দয়া হয়েছিল যে তিনি প্রায়ই রবের নামে কান্নাকাটি করতেন।

মাওলানা রূমী বলেন: "আউলিয়াদের সঙ্গে কিছুকাল থাকা শত বছরের অকৃত্রিম বন্দেগীর (Sincere Worship) চেয়েও উত্তম"। (অলির মুহূর্তের সঙ্গ শতবছরে অকৃত্রিম বন্দেগীর চেয়েও উত্তম)।

হাদিসে কুদসী: "আমি তার জিহবা হয়ে যাই যা দ্বারা সে কথা বলে,
আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে"।

আবুযর গীফারী বলেছেনঃ শেষ বিচারের দিন লোক অলিকে চিনে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি তাকে ওজু করিয়েছিলাম" জবাব আসবে, তাকে ক্ষমা করে দাও! দ্বিতীয় জন বলবে: হে আল্লাহ! আমি তাকে কাপড় পরিয়েছিলাম অথবা আহার দিয়েছিলাম। জবাব আসবে, তাকেও ক্ষমা করে দাও। অনুরূপভাবে অগণীত লোক তাদের দ্বারা ক্ষমা লাভ করবে।

হাদিসে কুদসীঃ যে কেউ আমার অলির সঙ্গে দুশমনি করবে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করছি। মাথা কর্তন করা আল্লাহর যুদ্ধ নয় বরং তার ঈমান কেটে দেয়া হয়। যে আগামী সমস্ত জীবন দোযখের মধ্যে প্রাত্যহিক কষ্টে মাথা কাটাতে থাকবে। যেমন বিলিয়াম বাউর যে একজন বিরাট আলেম এবং আবেদ ছিল, কিন্তু মুসার সাথে দুশমনি করার কারণে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়। লোকে বলে যে: "এবাদতের দ্বারা রবকে পাওয়া যায়"। আমি বলি: "হৃদয় দ্বারা রবকে পাওয়া যায়"। এবাদত দিল পরিষ্কার করার মাধ্যম, এবাদত দ্বারা যদি হৃদয় পরিষ্কার না হয় তা হলে সে রব থেকে অনেক দূরে। হাদিসঃ "আল্লাহ কাজও দেখে না, রূপও দেখে না বরং নিয়ত ও ক্বলব দেখে"। অবশ্য এবাদত দ্বারা জান্নাত পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু জান্নাতও রব থেকে অনেক দূর। "এ আধ্যাত্মিক জ্ঞান (এলমে বাতেন) কেবল সে সব লোকদের জন্য যারা হুর ও বেহেশতের পরোয়া না করে রব এর মহব্বত, নৈকট্য এবং মিলন চায়"।

অতপর সুরা কাহাফের বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তাদের কোন অলি মুর্শিদের সাথে মিলিয়ে দেন।

যখন আল্লাহ্ কোন বান্দার কোন কার্য সম্পাদনে দয়া পরবশ হয়ে যান তখন তার প্রতি গভীর ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকান। তার ভালবাসার দৃষ্টিই বান্দার গুনাহকে ধৌত করে দেয়। তার পার্শ্বে যারা বসে তারাও করুণাদৃষ্টির আওতায় চলে

আসে। রবের দোস্ত আসহাবে কাহাফ শুয়ে থাক বা মোরাকাবায় থাক, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন, যে কারণে তাঁদের সাথী কুকুরটিও হযরত কিতমীর হয়ে জান্নাতে থাকবে। যখন শেখ ফরিদ (রহঃ) আল্লাহ্র দয়ার দৃষ্টিতে আসেন তখন তার সাথে বসা রাখালও প্রভুর রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যায়। যখন আল্লাহ্ আবু আল হাসানের কোন কার্য সম্পাদনে তার প্রতি সদয় হন তখন তার সাথে কথোপকথনের ধারা শুরু হয়ে যায়। একদিন আল্লাহ তাকে বললো: "হে আবু আল হাসান, তোমার সম্পর্কে যদি লোকদের বলে দেই তা হলে লোকেরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করতে করতে মেরে ফেলবে"। তিনি জবাব দেন: "আমি যদি তোমার সম্পর্কে বলে দেই যে, তুমি কতো দয়ালু তা হলে তোমাকে কেউই সেজদা করবে না"। রব বললেন: "এ রকম করো যে তুমিও বলবে না, আমিও বলব না"।

যায়েদকে তৃতীয়বার যখন মদ্যপানের অপরাধে আনা হলো, সাহাবাগণ বললেন: "তার উপর অভিশাপ, বার বার একই অপরাধে আসে"। হুজুর পাক (সাঃ) বললেন: "অভিশাপ দিও না, সে আল্লাহ্ ও তার হাবিবের সাথে মহব্বতও করে, আর যে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে মহব্বত করে সে দোযখে যেতে পারে না"।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমগ্র মাখলুককে (সৃষ্ট জীব -creation) মহব্বত করেন এবং সব মাখলুকের প্রতি খেয়াল রাখেন, অক্ষম পোকাকেও পাথরের ভিতর আহার পৌঁছান। তবে যে ভাবে অবাধ্য সন্তানদের শাস্তি ও তেজ্য করা হয়, সেভাবে বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের জন্য তিনি কাহ্হার (শাস্তি দাতা) অর্থাৎ কঠোর হয়ে যান।

বিশ্বাস করো রব তোমাদেরও দেখতে চান, কিন্তু তোমরা অজ্ঞ, বেপরোয়া অথবা দুর্ভাগা। যেটাকে লোকে দেখে সেটাকে (চেহারা) তোমরা প্রত্যেক দিন সাবান দ্বারা ধৌত করো, প্রত্যেক দিন ক্রীম লাগাও এবং দাড়ি বানাও কিন্তু রব যেটাকে (ক্বলব) দেখেন তোমরা কখনোও কি উহার ধৌত করেছ ?

হাদিস ঃ প্রত্যেক বস্তুকে ধৌত করার কোন না কোন জিনিস রয়েছে, তবে হৃদয়কে ধৌত করার জন্য আল্লাহ্র যিকির।

পবিত্র মহব্বতের সম্পর্ক থাকে হৃদয়ের সাথে, মুখে "I Love You"(তোমাকে ভালবাসি) উচ্চারণকারী প্রতারক হয়ে থাকে। মহব্বত করা যায় না,.....যা হৃদয়ে আসে তার সাথেই প্রেম হয়ে যায়। রবকে হৃদয়ে প্রবেশ করানোর জন্য প্রয়োজন ধ্যান, ক্বলবের যিকির এবং অলি আল্লাহ্র সাহায্য।

কেবল গাড়ির ইঞ্জিনই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না, যদি অন্যান্য জিনিস অর্থাৎ স্টেয়ারিং, টায়ার প্রভৃতি না থাকে। অনুরূপ নামাজও নফসের পবিত্রতা ও ক্বলবের স্বচ্ছতা ছাড়া অসম্পূর্ণ। উক্ত উপাদানগুলো ছাড়া কেবল নামাজ ও জান্নাতই যদি সব কিছু হয়, তা হলে তোমরা অন্যদের কাফের, মুরতাদ (স্বধর্ম ত্যাগী) এবং দোযখি কেন বল? যখন তারাও নামাজ পড়ে। পার্থক্য শুধু এই যে, কিছু লোক ঈসার গাধার উপর সওয়ার আর কিছু লোক দাজ্জালের গাধার উপর সওয়ার অর্থাৎ দু'দলেরই ভিতর কালো। (অর্থাৎ ঃ কোন লোক ঈসার (আঃ) উপর বিশ্বাস রাখে কিন্তু মনের পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত অর্থাৎ সে নিজেকে নিজেই বোকা বানাচ্ছে যে সে ঈসার সাথে সম্পর্ক রাখে। দ্বিতীয় পক্ষ যাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত এই জন্য তাদের হৃদয় কালো)। কেবল বিশ্বাসের পার্থক্য। বিশ্বাস পৃথিবীতেই থেকে যাবে ভিতরের রূহ সমূহ উপরে যাবে।

মুখে নামাজ, কিন্তু হৃদয়ে অশ্লীলতা, লোভ, হিংসা, একে নামাজে সুরাত (শুধু দৈহিক উপাসনা) বলা হয়। সাধারণ লোকেরা এতেই সুখানুভাবে মত্ত থাকে এবং দলাদলির শিকার হয়। তাদের ধর্ম-প্রচার বিশৃংখলায় পরিণত হয়। ধরো তুমি দশ পনের বছর ব্যাপী কোন দলে থেকে উপাসনা করছিলে। অতপর তুমি দ্বিতীয় কোন দলকে সঠিক মনে করে তাদের দলে শামিল হয়ে গেলে। এর উদ্দেশ্য হলো তোমার আগের দল বাতিল ছিল, বাতিলের এবাদত কবুলই হয় না, অর্থাৎ তুমি দশ পনের বছরের নামাজকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ। হতে পারে নতুন দলও বাতিল! এমতাবস্থায় আগেরটাও গেলো, পরেরটাও গেলো। আবরণ তুলে দেখা গেলো কলুর বলদের মতো যেখানেরটা সেখানেই রয়ে গেছে। সারা জীবন সর্বনাশ হওয়ার চেয়ে উত্তম হতো যদি কোন আধ্যাত্মিক গুরু (কামেল মুর্শিদে) খুজে নিতে।

গওহার শাহীর আকিদা (বিশ্বাস)

সকল ধর্মের পূণ্যবানদের এবং এবাদতকারীদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো, রবকে জিজ্ঞাসা করো: কাকে দেখবে?

তোমার দৃষ্টি যেমন উজ্জ্বল তারকাগুলোর উপর পড়বে, চাই তা মঙ্গলগ্রহে হোক অথবা বুধ বা অন্য কোন নামহীন তারকা, অনুরূপভাবে রবও উজ্জ্বল দিলগুলোর দিকেই তাকাবে, চাই সে ধর্মপন্থী হোক অথবা ধর্মহীন!

হে সচ্চল (আধ্যাত্মিক অলি): যার দিলে আল্লাহর ইশক নেই তার ইসলামই কি, কুফরই (অবিশ্বাসী) কী!

রবের খোঁজে তোমরা মন্দির, চার্চ এবং মসজিদে দৌড়াও! ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ আছে, কেহ রবকে কোন উপাসনালয়ে বসা দেখেছে? আরে জ্ঞানহারা! রবের আবাস হলো তোমার দিল, তাকে হৃদয়ে ধারণ করো, অতপর দেখো এই উপাসনালয় এবং উহাতে উপাসনাকারী তোমার পিছনে/taraf/dikay দৌড়াইতে শুরু করবে। বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) বলেন:"দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাবার তাওয়াফ করেছি, রব যখন আমার ভিতর এলো, তারপর থেকে কাবা আমার তাওয়াফ করছে"। এ সব উপাসনালয়গুলো হলো পূণ্য অর্জনের স্থান, অপরদিকে দিল হলো রবের বাসস্থান। এবাদতগাহে তুমি ডাকবে আর দিলের ভিতর রব ডাকবে।

বুদ্ধিমানদের ভাগ্যে কোথায় ভাবাবেগের স্বাদ
প্রেমিক তো সে, যে সবকিছু লুটিয়ে দেয়
আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকলে আল্লাহ্ মিলে না
আল্লাহ্ওয়ালা (অলি) আছে, যে আল্লাহকে মিলিয়ে দেয়।

প্রত্যেক ধর্মেরই বিশ্বাস হলো যে, আপন নবীর মর্যাদা সর্বোচ্চে এবং এ বিশ্বাসই আহলে কেতাবদের মধ্যে যুদ্ধের কারণ হয়েছে। উত্তম হলো, তুমি রূহানিয়াতের (আধ্যাত্মিকতা) মাধ্যমে নবীদের মাহফিলে পৌঁছে যাও, তারপরই জানতে পারবে কে কোন স্তরে আছেন এবং কে কোন মর্যাদায় আসীন।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ্ বিশেষ নামে ডেকেছেন যা তার উম্মতের (সম্প্রদায়ের)জন্য পরিচিতি ও কালেমা (The Declaration of Faith) হয়ে গেছে। এসব নাম আল্লাহর নিজের ভাষা "সুরিয়ানিতে" ছিল। উহার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে লোক সেই নবীর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তিনবার স্বীকারোক্তি শর্ত, উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এই কালেমাকে যতবার পড়বে ততই পবিত্র হতে থাকবে। বিপদের সময় উক্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করলে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ হয়। এসব কালেমা কবরেও হিসাব নিকাশ কম হওয়ার কারণ হয়। এমন কি বেহেশতে প্রবেশের জন্যও এসব শব্দ উচ্চারণ শর্ত। প্রত্যেক উম্মতের উচিৎ আপন নবীর কালেমা স্মরণ করা এবং যথাসম্ভব সকাল বিকাল তা পাঠ করা। হেদায়েতের (সত্য পথের) জন্য আসমানী কেতাবসমূহ নিজের ভাষায় পড়তে পারেন। কিন্তু এবাদতের জন্য মূল কেতাব (যদি কোন পরিবর্তন না হয়ে থাকে) অধিকতর ফায়েজ পৌঁছিয়ে থাকে।

এই হলো রাসূল গনের কালেমা সমূহ (The Grand Prophets)

খৃষ্টানদের কালেমা-

لا اله الا الله عيسىٰ روح الله

তরজমাঃ-আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, ঈসা আল্লাহর রূহ ।

ইয়াহুদীদের কালেমা-

لا اله الا الله **موسىٰ** كليم الله

তরজমাঃ-আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, মুসা আল্লাহর সাথে কথা বলেন ।

ইব্রাহীমীদের কালেমা-

لا اله الا الله ابر اهيم خليل الله

তরজমাঃ-আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, ইব্রাহীম আল্লাহর বন্ধু ।

মুসলমানদের কালেমা-

لا اله الا الله محمد رسول الله

তরজমাঃ-আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ।

অনুরূপ হিন্দু ও শিখ আদমের ধর্ম ও নূহের ধর্মের টুকরো বিশেষ । আদমের হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর কে সম্মান করা থেকে তাদের মধ্যেও পাথর পূজার রীতি চালু হয়ে যায় । নূহের তরীতে রক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হিন্দুস্তানে গিয়ে তা প্রচার করেছিলেন এবং খিজির এর নিকট থেকে এদের গুরুজনের ফায়েজ (কৃপা) লাভ হয়েছিল । তাদের প্রার্থনায় আদম (শংকরজী) এবং খিজির (বিষ্ণু মহারাজ) এর নাম শামিল রয়েছে ।

প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা ভাষা তার যাই হোক, আল্লাহ্র সুরিয়ানী ভাষার কালেমাতেই উহার পরিচয় ও মুক্তি নিহিত রয়েছে । সাধারণ লোকদের জন্য দৈনিক অন্ততঃ [৩৩] বার সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্ ও রাসূলের নাম স্মরণ করা আবশ্যক । দুনিয়াবী (জাগতিক) সমস্যা থেকে রক্ষার জন্য দৈনিক সকাল ও সন্ধ্যায় (৯৯) বার অথবা যতবার সম্ভব এবং সমস্যা হটাবার(Prevent) জন্য পাঁচ হাজার (৫০০০) বার, পঁচিশ হাজার (২৫০০০) বার অথবা বাহাত্তর হাজার (৭২০০০) বার কয়েকজন একত্রে বসে পড়তে পারে । শেষ সীমা সোয়া লক্ষ (১২৫০০০) বার ।

হৃদয়কে পরিষ্কার করা এবং গুনাহের দাগ দূর করার জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের চর্চা, শ্বাস গ্রহণের সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করার সময় এর বাকি অংশ পড়বে, শ্বাস ছাড়ার সময় ধ্যান দিলের দিকে থাকবে । আল্লাহ্র মহব্বত ও নৈকট্য লাভের জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতি যা রবের সম্মতি ছাড়া চর্চা করা কঠিন । কেতাবে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অনুযায়ী হৃদয়ের স্পন্দনকে তসবীহতে (জপমালা) পরিণত করতে হয় এবং স্পন্দনসমূহের সাথে কেবল নিরেট আল্লাহ্ শব্দটিকে মিলাতে হয় । প্রত্যেকদিন যতবার সম্ভব এর অভ্যাস করতে হয় ।

কারো ধ্যানের মাধ্যমে, কারো ধ্যান ছাড়াই আর কারো ক্বলব (আধ্যাত্মিক সত্তা) ও রূহের জাগৃতির পর সর্বদাই নিজে নিজে যিকির চালু হয়ে যেতে পারে ।

আল্লাহ্র দোস্তদের যিকির দৈনিক বাহাত্তর হাজার (৭২০০০) বার হয়ে থাকে, অপরদিকে প্রেমিকদের সোয়া লক্ষ (১২৫০০০) পর্যন্ত হয়ে থাকে । যদি লতিফাসমূহ (অতি সূক্ষ আধ্যাত্মিক দেহ) যিকিররত হয় তা হলে উহার যিকির গণনা

করা কেরামান-কাতেবীনের (দেবদূত যারা মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করে) পক্ষেও সম্ভব নয় ।

কেউ জমিনের উপর কেউ আরশে (Domain of God)
কেউ কাবাতে কেউ খোদার সম্মুখে ।

(হযরত গওহার শাহী লিখিত "তারইয়াকে ক্বলব" নামক বই হইতে উদৃত্ব)

ধর্মের অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র নামের " اللہ " সাথে নবীর নামও দিলে স্থাপন করার চেষ্টা করবে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম " اللہ " নিয়ন্ত্রনে থাকে । আত্মরিক প্রেম (Spiritual Pleasure-অজদ), প্রেমাকর্ষণ (Ecstasy-জযব) ,অথবা জালাল (Majestic Effects) অবস্থায় নবীর কালেমা সে সময় পর্যন্ত পড়বে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অবস্থার সমাপ্তি না ঘটে এবং সাক্ষাৎপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক গুরুকেও (মুর্শিদ) ধ্যানভুক্ত করবে যাতে তাঁর রূহানী শক্তি দিলের উপর আল্লাহ্ " اللہ " নকশা এঁকে দেয় । যার কোন ধর্ম নেই, খোদাই জানে তার ভাগ্যে কার নিকট অথবা কোথাও নেই । সে বার বার যিকির আওড়াবার সময় পাঁচ রাসূলের নাম ধ্যান করবে এবং সাক্ষাৎপ্রাপ্ত যে কোন অলির প্রতি বিশ্বাস রাখবে, তারও ধ্যান করবে অতপর তুমি যার সে ভিতর থেকে বলা শুরু করবে অর্থাৎ তোমার লক্ষ্য, প্রেম এবং হৃদয় তার দিকে ঝুঁকে যাবে ।

কোন এক সময়ে ঐশী কিতাবের অনুসারীগণ একই প্লাটফরমে জমায়েত হয়েছিল, পরস্পর একই সাথে পানাহার এবং বিবাহশাদীও অনুমোদিত ছিল । অনুরূপভাবে এ সময়ে যিকির (মনের জপ) পন্থীগণও এক হয়ে যাবেন । কেতাবপন্থীদের ঐক্য সাময়িক ছিল । কারণ কেতাব ছিল মৌখিক..... বের হয়ে গেছে । আর যিকির (মনের জপ) পন্থীগণ হবে চিরস্থায়ী কারণ আল্লাহ্‌র নাম ও নূর রক্তে ও হৃদয়ে মিশে যাবে । যে রোগ রক্তে মিশে যায় তা বের হওয়া যেমন কঠিন সেভাবে যার হৃদয়ে প্রেম ঢুকে যায় তা বের করা কঠিন হয় ।

.....

পানি তো পানিই, কিন্তু ঘর্ষণ লাগলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে যায় । দুধকে মন্থন করলে মাখন হয়ে যায় । অনুরূপভাবে আসমানী কেতাব সমূহের মূল আয়াতগুলোকে (verses) বার বার আওড়ালে নূর হয়ে যায় । আয়াতসমূহ এবং গুণবাচক নামসমূহ আওড়ালে তা গুণগত নূর (Divine Light of the Attributes)হয়ে যায়, যার গন্তব্যে মালায়েকা (The Archangels) পর্যন্ত, যার জন্য মাধ্যম প্রয়োজন । এটা অহদাতুল অজুদ (Unity in Existence) এর মোকাম । কিন্তু আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম " اللہ " আওড়ালে যে নূর সৃষ্টি হয় তার গন্তব্যে আল্লাহ্ পর্যন্ত, যার জন্য মাধ্যম প্রয়োজন নেই । এর সম্পর্ক অহদাতুল শুহুদ (Unity in Witnessing) এর সাথে ।

.....

বহুলোক আপন ধর্মের নবী, অলিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম রাখে কিন্তু অন্য ধর্মের নবী, অলিদের ব্যাপারে বিদ্বেষ, অবাধ্যতা ও দুশমনি পোষণ করে । এসব লোকও আল্লাহ্‌র কাছে কোন স্থান (আধ্যাত্মিক মর্যাদা) লাভ করতে পারে না । কারণ তারা যাদের দুর্নাম করে তারাও আল্লাহ্‌র বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্‌র সম্মতিতেই বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে প্রতিনিধি নিয়োজিত হয়েছে ।

কয়েকটি প্রেমিক রূহের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ দর্শনঃ

এক আদি রূহের ঘটনাঃ

আমি (হযরত গওহার শাহী) আমেরিকায় প্রায় মধ্যরাতে একটি জঙ্গল হয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম, একব্যক্তি একটি গাছের সামনে সেজদারত হয়ে গোঙ্গাচ্ছে, প্রায় একঘণ্টা পর আমার প্রত্যাবর্তন হয়। তখনও সে ঐ অবস্থাতেই ছিল। আমি তার নিকট গিয়ে থেমে গেলাম সে অনুভব করতে পেরে সেজদা থেকে মাথা উঠায় এবং বলে- "আমাকে ডিস্টার্ব করলে কেন ? আমি বল্লাম- "আমিও রবের অন্বেষণে রয়েছি, তবে, গাছ থেকে কীভাবে রব পাওয়া যাবে ? উত্তম ছিল, যদি কোন ধর্মের মাধ্যমে রবকে পেতে চেষ্টা করতে! সে বলছিল, বাইবেল, কোরআন অথবা আরো, যে আসমানী কেতাব সমূহ রয়েছে, আমি উহাদের মূল (Original) ভাষা জানি না এবং ঐগুলোর যে সব অনুবাদ হয়েছে আমি উহাতে তৃপ্ত নই। কারণ ঐগুলোতে বড় রকমের স্ববিরোধিতা রয়েছে, যে কারণে বিশ্বাসই হয় না যে, ঐগুলো একই খোদার তরফ থেকে প্রেরিত। এক কেতাবে লিখেছে যে ঈসা আমার ছেলে আর অপর কেতাবে রয়েছে যে, আমার কোন সন্তানাদি নেই। "এগুলো পাঠে আমার অনেক সময় ও জীবন নষ্ট হয়েছে। আমি বর্তমানে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছি, যেমন এ গাছটি এতো সুন্দর, এর মর্ম হলো যে, রব এটাকে মহব্বত করে, হতে পারে এরই মাধ্যমে আমি রবের কাছে পৌঁছে যাবো"। এটা ছিল কোন এক আদি প্রেমিক রূহ যে নিজের বুদ্ধি অনুসারে রবের অন্বেষণে ছিল। এ ধরণের লোক কি দোযখে যেতে পারে ? যাকে মাজুর (অসহায়) বলা যায় এবং এরাই কুকুর থেকে হযরত কিতমীর হয়ে যায়, বস্তুতঃ হযরত কিতমীরেরও কোন ধর্ম ছিল না।

এরিজোনার (Arizona.USA) মিস কেথরীন ঘটনা শোনান যেঃ

" আমি (মিস কেথরীন) এনজিলার নিকট থেকে ক্লবের যিকির করার অনুমতি পেয়েছি, এনজিলা আমাকে বলেছে যে: সাত দিনের মধ্যে যদি তোমার দিলে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির শুরু হয় তা হলে মনে করবে রব তোমাকে স্বীকার করেছে, অন্যথায় তোমার জীবন বৃথা। সাতদিন পরিশ্রমেও যখন আমার যিকির চালু হলো না তখন এক রাতে আমার ভীষণ কান্না আসে, আমি খুব কান্নাকাটি করি, সে রাতেই আমার মধ্যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির শুরু হয় যা তিন বছর ধরে জারি রয়েছে। কেথরীন বয়সে বিশ্বাস করে না, সুস্বাস্থ্য চায়। অনুরূপভাবে সে ধর্মও মানে না বরং তার প্রভুর প্রেমে বিশ্বাস করে। তার কথা হলো যে, এই যিকিরের কারণে আমার হৃদয়ের ভিতর রবের প্রেম বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট "।

জনৈক হিন্দু গুরুর সাথে সাক্ষাৎঃ

আমি (হযরত গওহার শাহী) সে সময়ে সেহওয়ানের পাহাড়ে (পাকিস্তান) ছিলাম, কখনো কখনো লাল শাহবাজ কলন্দর এর মাযারে চলে যেতাম। এক ব্যক্তি দরবারের বাইরে বারান্দায় পথে বসা ছিল, হিন্দু ধর্মের অনেক লোক তার পাশে গভীর শ্রদ্ধার সাথে বসা ছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম এ বুজুর্গ কে ? তারা বললো যে, তিনি হিন্দুদের গুরু, আলোকিত অন্তরও বটে, এরই মাধ্যমে আমাদের দরখাস্তগুলো লাল সাঁইয়ের কাছে পৌঁছে এবং আমাদের কাজগুলো হয়ে যায়। অনেক মুসলমানও তার সম্মান করছিল। একদিন একটি টিলা অতিক্রম করার সময় দেখি সেই ব্যক্তিই একটি মূর্তি সামনে রেখে সেজদারত অবস্থায় কিছু পাঠ করছে। দ্বিতীয় দিন দরবারে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়, আমি বল্লাম: "তোমার মতো আলোকিত অন্তর ব্যক্তির মাটির মূর্তির পূজা করা আমার বুঝের বাইরে"। তিনি জবাব দিলেন: "আমিও উহাকে কোন রব মনে করি না। তবে আমার বিশ্বাস এবং তোমাদের কেতাবাদিতেও লেখা রয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে নিজের রূপে তৈরী করেছেন, এ জন্য বিভিন্ন রকম রূপ তৈরী করে পূজা করছি। জানা নেই কোন রূপটি রবের সাথে মিলে যাবে। সে বললো: "তুমিও তো আলোকিত অন্তর বলতো আল্লাহ্র রূপ কী এবং কোন মূর্তির সাথে মিলে? যেন আমি উহাকে মনে বসাতে পারি"।

আমার (হযরত গওহার শাহী) বয়স ১৬ বা ১৭ বছরের কাছাকাছি ছিল, নিজের বংশীয় অলি বাবা গওহার আলি শাহের দরবারে একদিন সুরা মোযাম্মেল তেলাওয়াত করছিলাম, এমতাবস্থায় দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি ফকিরীবেশে আমার সামনে আসে এবং বলতে আরম্ভ করে:"অনর্থক ছোলা চিবাচ্ছো, বুজুর্গ চেহারা ছিল, এ জন্য চুপ ছিলাম। কিন্তু মনে ছিল যে, এ অবশ্যই কোন শয়তান, যে আমাকে তেলাওয়াত থেকে বারণ করছে। কিছুকাল পর যখন আমার ক্বলবে যিকির শুরু(জারি) হয় তখন আমার বয়স প্রায় ৩৫ বছর, শেখানো পদ্ধতিতে মুখে সুরা মোযাম্মেলের আয়াত পড়তাম আর চুপ হয়ে যেতাম, যাতে দিল পড়ে, অতপর দিল থেকে সে আয়াতের আওয়াজ আসতো। একদিন মগ্ন হয়ে তৃপ্তির সঙ্গে এরই অভ্যাস করছিলাম, এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি সেই বেশে প্রকাশ হলো এবং বললো: "এখন তুমি কোরআন পড়ছো, যতক্ষণ পর্যন্ত ঔষধ পেটে না যায়, রোগ মুক্তি হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র কালাম (পবিত্র বানী) হৃদয়ে না ঢুকে কিছু অর্জন হয় না। সে একটি স্তবক শোনায়-

"মুখে কালেমা সবাই পড়ে দিলে পড়ে কেউ কেউ
দিলে কালেমা প্রেমিক পড়ে কণ্ঠধারী কি জানে" ।

হযরত দাতা গঞ্জবখশ (রহঃ) এর দরবারে মসজিদে নামাজ শেষে দেখি জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি নামাজিদের জুতা গোছাচ্ছে, আমি ধারণা করতেছি যে, সে জুতাগুলো সোজা করছে, কোন নামাজ পড়েনি । যেহেতু আমি পিছনের লাইনে ছিলাম, যাওয়ার সময়ে আমি বললাম: "আপনি তো নামাজ পড়েননি, এ জুতার দ্বারা আপনি কি পাবেন ?" তিনি জবাব দিলেন: "সারা জীবন নামাজ পড়িনি, এখন বৃদ্ধ বয়সে নামাজ পড়ে কী মুক্তির আশা করবো? শুধু একটি আশায় রইলাম, এতো লোকের মধ্যে কোন একজনও তো রবের দোস্ত হবেন, হতে পারে এ কাজের দ্বারাই প্রভু অথবা তার বন্ধু সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন" । আমি বল্লাম- "নামাজের চেয়ে উত্তম কোন কাজ নেই?" তিনি বললেন- "বন্ধুর (প্রভুর বন্ধু) চেয়ে উত্তম কোন বস্তু নেই, যদি সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়" । তিন বছর সাধনা করার পর মাহফিলে হুজুরি (হুজুর পাকের (সাঃ) আধ্যাত্মিক সম্মেলন) ভাগ্য হয়, দেখলাম সে ব্যক্তিই হুজুর পাকের (সাঃ) চরণে ছিল । অতপর আমি এই শ্লোক স্মরণ করলাম-

"গুণাহগার পৌঁছে পাক দরবারে .....
এবাদতকারী ও পুণ্যবান কেবল তাকিয়ে দেখে" ।

হযরত রিয়াজ আহ্‌মদ গওহার শাহীর ব্যক্তিগত পরিচিতিঃ

২৫শে নভেম্বর ১৯৪১ ইং ভারতীয়- উপমহাদেশের রাওয়ালপিণ্ডি জেলার একটি ছোট গ্রাম "ঢোক গওহার শাহীতে" হযরত গওহার শাহীর জন্ম হয়। তার মহিয়ষী মা ফাতেমী অর্থাৎ সাদাত খান্দান (Progeny of Fatima), সাইয়েদ গওহার আলী শাহের পৌত্রদের থেকে, অপরদিকে তার মহান পিতা সাইয়েদ গওহার আলী শাহের (Maternal) নাতী নাতনীদের মধ্যে থেকে এবং দাদা মোঘল খান্দানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিশুকাল থেকেই আউলিয়া কেরামদের দরবারের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। তার মহান পিতা বলেন- "গওহার শাহী ৫/৬ বছর বয়স থেকেই অদৃশ্য হয়ে যেতেন এবং আমরা যখন তাকে খুঁজতে বের হতাম তখন তাঁকে নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহঃ (নয়াদিল্লী) এর মাযারে বসা পেতাম। কয়েকবার আমার এমন অনুভব হতো যে, সে যেন নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সাথে কথা বলছেন, এটা সে সময়ের ঘটনা, যখন হযরত গওহার শাহীর পিতা চাকরি সূত্রে দিল্লীতে বসবাস করছিলেন। মার্চ ১৯৯৭ তে হযরত গওহার শাহী ভারতে শুভাগমন করলে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রহঃ দরবারে সাজ্জাদানাশীন ইসলামুদ্দিন নিজামী, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার ইশারায় হযরত গওহার শাহীকে পাগড়ি পরিয়ে সম্মানীত করেন।

শিশু বয়স থেকেই তিনি যা বলতেন সেই ভবিষ্যৎবানী সত্য হতো। এ জন্য আমি তার সকল বৈধ শখ পূরণ করতাম। তার পিতা আরো বলেন-"গওহার শাহী যথারীতি প্রত্যেক ভোরে বারান্দায় {Lawn} এলে আমি তার সম্মানে দাড়িয়ে যেতাম" এতে গওহার শাহী আমার উপর বিরূপ হতেন এবং বলতেন- আমি আপনার ছেলে, আমার লজ্জা হয়, আপনি এভাবে দাঁড়াবেন না, কিন্তু প্রত্যেকবারই আমার জবাব হতো এই যে, আপনার জন্য নয় বরং আপনার মধ্যে যে আল্লাহ্‌ বাস করেছেন, আমি তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকি। মোড়ানূরী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক আমির হোসাইন বলেন- "এলাকায় আমি বেশ কড়া শিক্ষক হিসাবে খ্যাত ছিলাম, দুষ্ট শিশুদের মারতাম এবং তার দুষ্টামি এই ছিল যে, তিনি স্কুলে দেরিতে আসতেন এবং আমি রাগ হয়ে যখন তাকে মারার জন্য যখন উদ্দত হতাম তখন আমার মনে হতো যে, কেউ যেন আমার লাঠি ধরে রেখেছে এবং এই অবস্থার কারণে আমার হাঁসি পেয়ে যেত।

হযরত গওহার শাহীর ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া:

আমরা কখনো তাকে কারো সাথে লড়াই করতে, ঝগড়া করতে বা মারপিট করতে দেখিনি বরং কোন বন্ধু রাগ করলে অথবা তাকে মারতে আসলে তিনি হেঁসে দিতেন।

হযরত গওহার শাহীর স্ত্রী বলেন:

প্রথমতঃ তার রাগতো আসেই না এবং কখনো যদি তার রাগ (গোস্যা) আসে তা হলে তাও হয় কোন নীতিহীন কথার কারণে। হযরত গওহার শাহীর দানশীলতার ব্যাপারে তিনি বলেন- "সকালবেলা যখন নিজের কামরা থেকে বাড়ীর বাগানে (Lawn) যান তখন তার পকেট ভরা থাকে এবং যখন ফিরে আসেন তখন পকেট থাকে সম্পূর্ণ খালি, সমস্ত পয়সা অভাবীদের দিয়ে আসেন এবং পরে যখন আমার পয়সার প্রয়োজন হয় তখন মুখ গোমড়া করে ফেলেন এবং তাতে আমার রাগ হয়। অতপর তার সরল চেহারা দেখে কবিতা পড়েন-

মহান দাতা দিল ---------- বসে আছেন সম্পদ লুটিয়ে।

হযরত গওহার শাহীর ছেলেদের তার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া:

আব্বু আমাদের অনেক মহব্বতও করেন, খেয়ালও রাখেন অনেক। কিন্তু আমরা তার নিকট পয়সা চাইলে খুব কমই দিয়ে থাকেন এবং বলেন যে, "তোমরা অপচয় করবে" তখন আমরা বলি "হয় আমাদেরও দরবেশ বানিয়ে দাও অথবা আমাদের পয়সা দাও"।

হযরত গওহার শাহীর মহিয়ষী মাতা তার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া:

শৈশবে কখনো স্কুলে না গেলে বা যৌবনে কখনো ব্যবসায় লোকসান হলে আমি তাকে ভর্ৎসনা করতাম। কিন্তু তিনি কখনো মাথা উঠিয়ে কথার জবাব দেননি। তখন আমার বুজুর্গ কাক্কা মিয়া (রহঃ) ঢোক শামসওয়ালা (গ্রাম) বলতেন- "রিয়াজকে গালি দিওনা, আমি তার ভিতর যা কিছু দেখি, সে সম্পর্কে তোমার জানা নেই"। মানবিক দয়াবোধ এতই বেশি যে, "রিয়াজ" যদি জানতে পারে ৮/১০ মাইল দূরে কোন বাস খারাপ হয়ে গেছে, তা হলে যাত্রিদের জন্য খাবার তৈরী করে সাইকেলে করে তাদের জন্য নিয়ে যেতেন"।

হযরত গওহার শাহীর এক নিকটতম বন্ধু ফজুলিয়ার বাসিন্দা মোহাম্মাদ ইকবাল:

মোহাম্মাদ ইকবাল বলেন- "বর্ষা মৌসুমে কখনো কখনো যখন ক্ষেতের আইল দিয়ে হাঁটতে হয়, তখন অসংখ্য পিঁপড়া সারি বদ্ধভাবে আইল দিয়ে চলে, আমরা আইলের উপর দিয়ে চলতাম এবং পিঁপড়াগুলোর খেয়াল করতাম না, কিন্তু তিনি আইল থেকে নেমে কাদার ভিতর দিয়ে হাটতেন যেন পিঁপড়াদের কষ্ট না হয়। তার বিরুদ্ধে যখন হত্যার মিথ্যা মামলা হয়, তখন পুলিশের অপরাধশাখার কুদ্দুসশেখ তদন্তে এলে মহল্লাবাসি তাকে বলেন যে, আমাদের দৃষ্টিতে গওহার শাহী কখনো মশাও মারেননি, মানুষ হত্যা করাতো দূরের কথা"।

হযরত গওহার শাহীর মামানীর প্রতিক্রিয়া:

এটা আমি যখন ৮ম শ্রেণীতে পড়ি তখনকার কথা, একদা মামানী (তিনি ছিলেন এবাদতকারী ও পূণ্যবান। তবে তিনি হিংসা, বিদ্বেষে জড়িয়ে ছিলেন, অধিকাংশ এবাদতকারীদের যা হয়) বলেন, তোমার মধ্যে অন্য সব ঠিকই আছে, কিন্তু তুমি নামাজ পড় না। আমি জবাব দিলাম- "নামাজ রবের উপহার, আমি চাই না যে, নামাজের সাথে সাথে কৃপণতা, অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ মিশ্রিত করে রবের কাছে পাঠাবো, কখনো যদি নামাজ পড়ি তা হলে বিশুদ্ধ নামাজই পড়বো, তোমাদের মতো নয় যে, নামাজও পড়বো এবং পরনিন্দা, পরচর্চা ও মিথ্যা অপবাদের মতো মহা পাপও করবো"।

হযরত গওহার শাহী নিজের শৈশবের ঘটনাবলী বর্ণনা করছেন:

দশ বার বছর বয়স থেকেই স্বপ্নে "রব" এর সাথে কথা হতো এবং বাইতুল মামুর দৃষ্টিগোচর হতো। কিন্তু এর হাকিকত (মূলতত্ত্ব) সম্পর্কে আমার জানা ছিল না। চিল্লাহ যাপনের (কঠিন সাধনা)পর যখন ঐ সব কথা এবং দৃশ্য আমার সামনে আসে তখন এ সবের হাকিকত স্পষ্ট হয়। এক সময়ের ঘটনা যে, আমার এক মামা যিনি সেনাবাহিনীতে চাকরিরত ছিলেন, বেশ্যালয়ে যেতেন, পরিবারের বাধার কারণে আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন, যাতে পরিবারের লোকদের সন্দেহ না হয়, আমাকে চা বিস্কুট খেতে দিয়ে নিজে ভিতরে চলে যেতেন। তখন আমার বেশ্যা ও,বেশ্যালয়ের জ্ঞান ছিল না। মামা আমাকে বলতেন এটা মহিলাদের অফিস। কিছুদিন পর এ জায়গার ব্যাপারে আমার মন বিরক্ত হয়ে যায়। তখন মামা বলেন- এরা নারী, আল্লাহ এদের এ উদ্দেশ্যেই তৈরী করেছেন। অর্থাৎ তিনি আমাকেও এই কাজে লিপ্ত করার চেষ্টা করেন। মামার কথার এতই ক্রিয়া হয় যে, নফসের টানাটানিতে সারা রাত ঘুম হয়নি এবং পরে হঠাৎ চোখ বন্ধ হয়ে যায়, দেখছি যে, একটি গোল সমতল ছাদ, আমি উহার নিচে দাঁড়ানো, উপর থেকে কর্কশ ধরনের আওয়াজ আসছে। "তাকে আনো"দেখছি যে মামাকে দু ব্যক্তি ধরে আনছে এবং ইশারা করতেছে যে, এ হলো সে,পুনরায় আওয়াজ এলো- "তাকে মুগুর (Metal bars) দিয়ে পিটাও"। তখন তাকে মারা হচ্ছে। তখন সে চিৎকার করে এবং ছটফট করছে এবং চিৎকার করতে করতে তার চেহারা শুকুরের মতো হয়ে যায়। পুনরায় আওয়াজ আসে- "তুমিও যদি তার সাথে সামিল হও তা হলে তোমারও এ অবস্থায় হবে"। অতপর আমি তওবা করি, যখন চোখ খুলে যায় তখন এই ছিল মুখে যে "হে রব আমার তওবা , হে রব আমার তওবা" এবং কয়েক বছর পর্যন্ত এ স্বপ্নের প্রভাব ছিল।

এর দ্বিতীয় দিন আমি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম, বাসে যাত্রি ছিলাম, পথে দেখলাম কতক ডাকাত একটি টেক্সী থেকে টেপরেকর্ডার বের করার চেষ্টা করছে। চালক প্রতিবাদ করলে ছুরি দিয়ে তাকে হত্যা করে। এ দৃশ্য দেখে আমাদের বাস সেখানে দাড়িয়ে যায় এবং ঐ ডাকাতরা আমাদের দেখে পালিয়ে যায় এবং চালক আমাদের সামনে ছটফট করে মারা যায়। অতপর মনে হলো, জীবনের কী ভরসা, রাতে শুতে গিয়ে ভিতর থেকে এ কবিতাটি প্রতিধ্বনি হয়-

"ক্ষমা করো সকল ত্রুটি আমার.....এসে পড়েছি আমি দ্বারে তোমার"

সারা রাত কান্নাকাটিতে অতিবাহিত হয়। এ ঘটনার কিছুকাল পর আমি সংসার ত্যাগ করে জামদাতার (রহঃ) এর দরবারে চলে যাই। কিন্তু সেখানে থেকেও কোন গন্তব্যে লাভ হয়নি। আমার ভগ্নিপতি আমাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে সংসারের মধ্যে নিয়ে আসে। ৩৪ বছর বয়সের সময়ে বারি ইমাম (রহঃ) আমার সামনে প্রকাশ হন এবং বলেন- "এখন তোমার সময় হয়েছে দ্বিতীয়বার জঙ্গলে যাওয়ার"। তিন বছর চিল্লাহ যাপনের (কঠিন সাধনা) পর যখন কিছু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তখন দ্বিতীয়বার জামদাতার এর দরবারে যাই, মাজারের মালিক (জামদাতার রহঃ) আমার সামনে প্রকাশ হন, আমি বল্লাম "সে সময়ে যদি আমাকে কবুল করা হতো তা হলে মধ্যখানে নফসানী জিন্দেগী (জাগতিক জীবনধারা) থেকে নিরাপদ থাকতাম। তিনি জবাব দিলেন- "তখন তোমার সময় ছিল না"।

হযরত গওহার শাহীর বাতেনি (আধ্যাত্মিক) ব্যক্তিত্বের কিছু বাস্তবতা

১৯ বছর বয়সে আল্লাহ নিজের জুসসায়ে তাওফিকে এলাহী (God's Sub-spirit) হযরত গওহার শাহীর সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। যা এক বছর উনার সাথে ছিল এবং উহার প্রভাবে কাপড় ছিড়ে ফেলে কেবল এক ধুতি পরে জামদাতার (রহঃ) এর জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন।

জুসসায়ে তাওফিকে এলাহী সাময়িকভাবে মিলেছিল, যা চৌদ্দ বছর অনুপস্থিত ছিল। অতপর ১৯৭৫ সনে দ্বিতীয়বার সেহওয়ান শরীফের জঙ্গলে হযরত গওহার শাহীকে আনার কারণও ছিল এই জুসসায়ে তাওফিকে এলাহী।

২৫ বছর বয়সে জুসসায়ে গওহার শাহীকে (The Sub-Spirit of Gohar Shahi) বাতেনি (আধ্যাত্মিক) সেনাদের প্রধানের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়, যে কারণে তিনি ইবলিসী (শয়তানী) সৈন্য ও জাগতিক শয়তানদের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকেন।

জুসসায়ে তাওফিকে এলাহী এবং তিফলে নূরী (Body of God's Light), রূহসমূহ, মালায়েকা এবং লতিফাসমূহ (আধ্যাত্মিক সৃষ্ট জীব -The Faculties of the human breast) থেকেও উন্নত (Special) সৃষ্টি ।
উহাদের সম্পর্ক মালায়েকাদের মতো সরাসরি রব-এর সাথে এবং এদের মোকাম,মোকাম-এ-আহদিয়াত (The Realm of Divine Oneness-আল্লাহর একত্ববাদের জগত)।

৩৫ বছর বয়সে ১৫ রমজান ১৯৭৬ সনে একটি নোতফায়ে নূর অর্থাৎ নূরের বীজ (Sperm of Light) ক্বলবের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

কিছুকাল পর তিফলে নূরী (Body of God's Light) কে আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৫ রমজান ১৯৮৫ সনে তিনি লোকদিগকে সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য হায়দারাবাদে (পাকিস্তান) নিযুক্ত হয়েছিলেন, তখন সেই নোতফায়ে নূর অর্থাৎ নূরের বীজ (Sperm of Light) ক্রমানয়ে বড় হয়ে তিফলে নূরীর আদলে গওহার শাহীকে স্থায়ীভাবে অর্পণ করা হয়, যার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক দরবারে সুলতানী মর্যাদার মুকুট (সুলতান-King of Spiritual Poverty "Faqr") পরানো হয়। সাধারণত বার বছর পর তিফলে নূরীকে এই মর্যাদা প্রদান করা হয়। কিন্তু জাগতিক কর্তব্যের (লোকদিগকে সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য) কারণে এই মর্যাদা তাকে ৯ বছরেই প্রদান করা হয়।

"জশন-এ-শাহী উদযাপনের কারণসমূহ"

১৫ই রমজান ১৯৭৭ সনে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিশেষ এলহাম সমূহের (Inspiration-গুপ্ত কথোপোকথন) ধারাও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

"রাজিয়া মরজিয়ার" (তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা----আমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা) ওয়াদা হয়, মর্যাদারও আদেশ হয়েছিল। যেহেতু প্রত্যেক মর্যাদা এবং মে'রাজের (Ascension) সম্পর্ক ১৫ রমজানের সাথে এ জন্য সেই দিবসে সেই আনন্দে জশনে শাহী উদযাপন করা হয়ে থাকে।

১৯৭৮ সনে হযরত গওহার শাহী হায়দারাবাদ এসে হেদায়েতের (সরল পথ প্রদর্শন) ধারা শুরু করে দেন এবং দেখতে দেখতে এই আধ্যাত্মিক ধারা সারা দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা জাগ্রত হয়। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ক্বলবের উপর ইসম-এ-আল্লাহ্‌ " اللہ " অংকিত হয় এবং সেটা লোকদের দৃষ্টি গোচর হয়। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি কাশফুল কুবুর [দুনিয়া হইতে পর্দা হয়ে যাওয়া আউলিয়াদের লতিফা-এ-নফস (The Self-প্রবৃত্তি) এর সাথে কথাবলার ক্ষমতা] এবং কাশফুল হুজুর (হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক সম্মেলন) পর্যন্ত পৌঁছে। লক্ষ লক্ষ দূরারোগ্য রোগী সুস্থ হয়। প্রত্যেক ধর্ম, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক গোত্রের ব্যক্তিগণ হযরত গওহার শাহীর নিকট থেকে সত্য পথের দিশা ও হেদায়েত পেয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং আল্লাহর জাত (Essence of God) পর্যন্ত পৌঁছা শুরু হয়ে যায়। "খোদার কসম! আমিও সে সব লোকদেরই মধ্যে যাদের দিলে সুন্দর অক্ষরে লেখা আল্লাহ্‌ " اللہ " নাম চকচক করছে"।

(শেখ নেজামুদ্দীন.....মেরিল্যাণ্ড, আমেরিকা)

চন্দ্র ও সূর্যে ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ

গওহার শাহী আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দেয়ার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াতে বিখ্যাত এবং প্রিয় হয়ে গিয়েছেন।

১৯৯৪ সনে মানচেষ্টারে (ইংল্যাণ্ড) কিছু লোক চাঁদে গরহর শাহীর ছবি চিহ্নিত করে। পরে পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশ থেকেও এই ব্যাপারে সাক্ষী পাওয়া যায়। ভিডিও দ্বারা চাঁদের ছবি সমূহ উঠানো হয়। পরে বিদেশ এবং নাসা (NASA) থেকে চাঁদের ছবি সমূহ চেয়ে আনা হয়। প্রথম প্রথম ছবি গুলো অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু বিগত দু বছর থেকে তা এতই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে দূরবীন অথবা কম্পিউটার ছাড়াও দেখা সম্ভব।

১৯৯৬ সনে আমাদের প্রতিনিধি জাফার হোসাইন নাসা কর্তৃপক্ষকে তা চিহ্নিত করিয়েছিলেন। তাঁরা বলেন, আমাদেরও খোঁজ আছে যে, চাঁদে চেহারা রয়েছে, এটা ঈসার চেহারা, যা দু'শত মাইল দীর্ঘ আলো দ্বারা তৈরী। মার্কিন নাগরিকরাও উক্ত ছবি সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়ার জন্য নাসাকে চাপ প্রদান করেছে। কিন্তু গওহার শাহী এশীয় (Asian) হওয়ার কারণে নাসা নিরব থাকে। বরং নাসারই প্রফেসর সৌরবিশেষজ্ঞ (Dinsmore Alter) তার রচিত (Pictorial Astronomy) গ্রন্থে ছবিটি সামান্য রদবদল করে নারীরূপে উপস্থাপন করেন এবং সমগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, চাঁদে হযরত মরিয়মের ছবি রয়েছে।

যখন পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোতে এ খবর প্রকাশিত হলে অনেক লোকই গবেষণা পর্যালোচনা করার পর তা সত্যায়িত করে, অনেক লোক কোন গবেষণা ছাড়াই তা নিয়ে উপহাস করে এবং অনেক লোক এটাকে যাদু মনে করে। কিছুকাল পর মহাশূন্যেও (space) হযরত গওহার শাহীর ছবি দেখার কথা শুনা যায়। কিন্তু যাকেরীন (গওহার শাহীর ভক্তগণ) ছাড়া কোথাও এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। ১৯৯৮ সালে পরচম নামক সংবাদ পত্রে এ খবর ছাপা হয় যে, হাজরে আসওয়াদে বা কালো পাথরে (মক্কায় অবস্থিত কাবাগৃহে সংযুক্ত পাথর) কারো ছবি দেখা যাচ্ছে। আমরা পূর্বেই এ ছবি সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। বরং হাজরে আসওয়াদের কয়েকটি চিহ্নিত ছবি আমাদের নিকট মজুদ ছিল। প্রায় প্রত্যেক গওহার শাহীর অনুসারীরা অনুসন্ধান করেন, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকায় চুপ থাকা হয়। তবে সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশ হওয়ার পর আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ণ মাত্রায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (Press release) প্রকাশ করা হয়। প্রায় সব মুসলমান এর অনুসন্ধান করে। কারণ, এটা ছিল মুসলমানদের ঈমানের বিষয়। অনেক সম্প্রদায় এর সাথে ঐক্যমত হয়। কারণ ছবিটি এতই স্পষ্ট ছিল যে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কষ্টকর ছিল। এ জন্য কিছু লোক ঘোষণা করে দেয় যে, এটাও যাদু।

প্রায় প্রত্যেক দেশে চাঁদ এবং হাজরে আসোয়াদের (কালো পাথর) ছবি প্রদর্শিত করা হয়। সৌদি আরব এবং তার মতানুসারীরা ক্ষেপে যায়। যেন হাজরে আসওয়াদে ছবি গওহার শাহী নিজে লাগিয়েছেন। তারা বলে যে ছবি হারাম, হাজরে আসওয়াদে কী ভাবে ছবি এলো ? এটা ভাবেনি যে, রব এর তরফ থেকে কোন নিদর্শনই হারাম হতে পারে না। সৌদি সরকার নিজের শরীয়তি আদালত থেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, গওহার শাহীকে হত্যা করা ওয়াজেব।

গওহার শাহী মক্কার জমিনে পা রাখলে তাকে হত্যা করা হবে।

পাকিস্তানেও সৌদীপন্থী সম্প্রদায় (Pro-Saudi Sectarian Elements) গওহার শাহী এবং তাঁর শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টারত রয়েছে। এতে ২৯৫ ধারার (Blasphemy Act) মিথ্যা মামলাও সাজানো হয় এবং গওহার শাহীর উপর কয়েকবার হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয়।

বর্তমানে সূর্যেও গওহার শাহীর ছবি দৃশ্যমান হয়ে গেছে

আমরা পাকিস্তান সরকারকে মামলার কারণ এবং ছবিগুলোর অনুসন্ধানের বার বার অবহিত করেছি। কিন্তু আল্লাহ্‌র উক্ত নিদর্শনগুলোকে সরকার উচ্চ পর্যায়ের সাম্প্রদায়িক চাপের কারণে মিথ্যা বলা হয়। বরং নওয়াজ সরকার সিন্ধুর সরকারের উপরও চাপ সৃষ্টি করে যে, যাতে যে কোন ভাবেই হোক গওহার শাহীকে ফাসাঁনো, দমন করা ও নিশ্চিহ্ন করা যায়।

বর্তমানে আমরা সামরিক সরকারের সাথে যোগাযোগ করছি যেন উক্ত নিদর্শনগুলো ইনসাফের সাথে অনুসন্ধান করা হয় এবং কোন প্রকার ভয় ভীতি, চাপ অথবা সাম্প্রদায়িকতার কারণে আল্লাহর উক্ত নিদর্শনগুলোকে যেন মিথ্যা বলা না হয়। আল্লাহ্‌র এ সব নিদর্শন, বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য নয় বরং মিটানোর জন্য। এবং এর প্রমান আছে যে, গওহার শাহীর শিক্ষা, শান্তি ও আল্লাহ্‌র মহব্বতের শিক্ষা, এর মাধ্যমে প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা নিজেদের সংস্কার শুরু করেছে। এখন হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিষ্টানও গওহার শাহীর মতবাদের কারণে এক মঞ্চে সমাবেত হচ্ছে এবং ইতিহাস এটা প্রথম প্রমাণ করে যে, কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে (Spiritual Leader) গীর্জা, মন্দির ও গুরুদুয়ারায় বক্তৃতা ও ধর্ম উপদেশ দেওয়ার জন্য সানন্দে আসীন করা হয়।

এ ধরনের ব্যক্তিকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন যিনি দেশের জন্য গৌরবের কারণ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং তাঁর সত্যতার জন্য আল্লাহ্‌ নিদর্শনাদি দেখাচ্ছেন এবং যার দৃষ্টি দ্বারা মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র যিকির জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌ প্রেমিক হয়ে যায়।

কিন্তু আউলিয়াদের দুশমন এবং আহলে বাইতের সাথে দুশমনি করনেওয়ালা মৌলভী ও জামায়াতিরা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, মিথ্যা মামলা ও চক্রান্ত এবং ভিত্তিহীন অপপ্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের মনোযোগ হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথরে) থেকে সরাবার চেষ্টায় রয়েছে। যদিও এটি একটি স্পর্শকাতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকার মধ্যে রয়েছে, এমতাস্থায়, এর অনুসন্ধানের ব্যাপারে নিরবতা কেন? এ বিষয়ে সারা পৃথিবীতে পক্ষে বিপক্ষে এতো প্রোপাগ্যাণ্ডা হয়েছে যে, এখন এটাকে চেপে রাখা দুষ্কর। অপরদিকে অলিপন্থী আলেমগণ গওহার শাহীর প্রতি শত্রুতা ও হিংসার কারণে নিশ্চুপ হয়ে গেছে, কিন্তু চাঁদে ও হাজরে আসওয়াদে গওহার শাহীর ছবিগুলো স্পষ্ট হওয়ার কারনে উহাকে মিথ্যা সাব্যস্থ করাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাই তারা বলেন যে, চাঁদে যাদু চালু হয়ে গেছে। অথচ হুজুর পাক (সাঃ) বলেছিলেন যে, চাদের উপর যাদু সম্ভব নয়। তারপরও তারা বলে যে, হাজরে আসওয়াদও যাদুর আওতায় এসে গেছে। কাবাও যদি যাদুর আওতায় এসে যায় তা হলে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ স্থান আর কী থাকলো ? তারা উদাহরণ দেয় যে, হুজুর পাক (সাঃ) এর উপরও যাদুর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, কাবা হুজুর পাক (সাঃ) থেকে মর্যাদাশালী নয়।

অবশ্যই হুজুরের (সাঃ) উপর যাদু হয়েছিল। তবে উহার খণ্ডনের জন্য সুরা ওয়াননাস (Wannas) এসেছিল। তোমরা সুরা নাসের দ্বারা চাঁদ এবং হাজরে আসওয়াদে ফুঁ দাও, যদি এ ছবি মুছে না যায় বরং আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে যায় তা হলে তোমাদের সত্যকে মানতে হবে, অন্যথায় তোমাদের ভিতর আবুজেহেলই (মূর্খের পিতা) রইল।

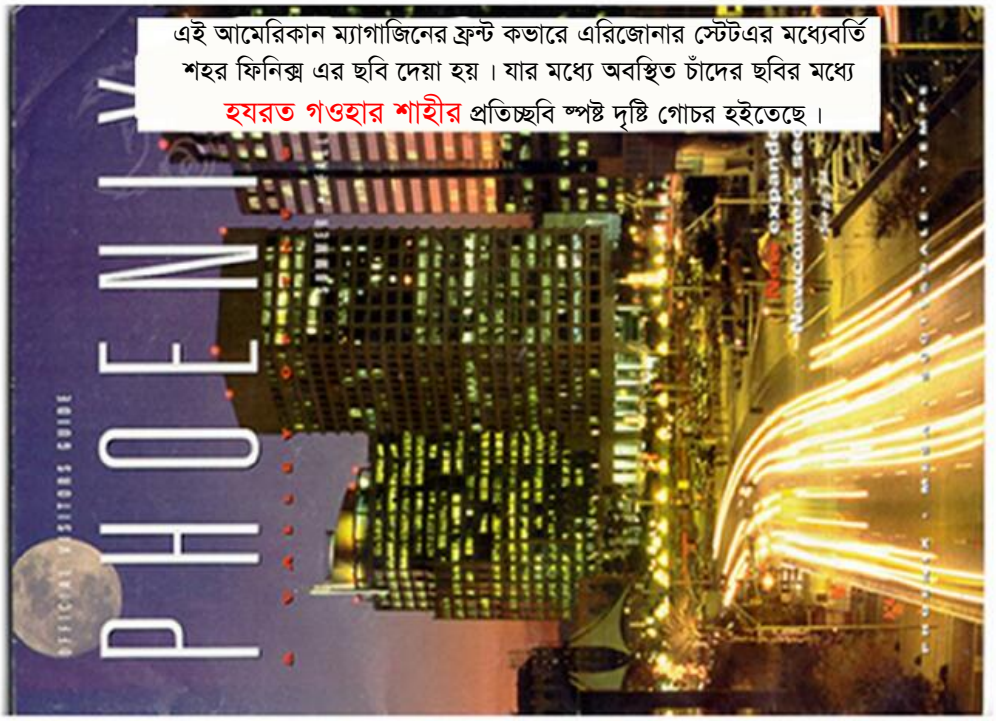

এই আমেরিকান ম্যাগাজিনের ফ্রন্ট কভারে এরিজোনার স্টেটএর মধ্যেবর্তি শহর ফিনিক্স এর ছবি দেয়া হয়। যার মধ্যে অবস্থিত চাঁদের ছবির মধ্যে **হযরত গওহার শাহীর** প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হইতেছে।

Official Visitors Guide, Summer * Fall 1996

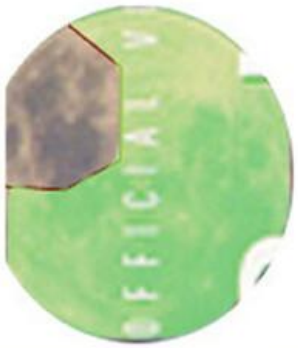

রিপোর্টের অনুবাদ:

আমি ফিনিক্স শহরের মধ্যেবর্তি অংশের ছবি তুলি। এই ছবির সাথে চাঁদের যে ছবি উঠে তার মধ্যে এক মানব সাদৃশ্য চেহারা দেখা যায়। যখন এটিকে ৯০ ডিগ্রি কোনে দেখা হয়।

SCOTT
PHOTOGRAPHY

15430 N. 64TH STREET
SCOTTSDALE, AZ 85254
(602) 788-3435

Mr. Syed Shah
3401 N Columbus # 10-F
Tucson AZ 85712

8-1-96

Dear Syed,

Please find (4) color duped transparencies and one 8 x 10 reprint you expressed interest in having during your visit to Phoenix Monday July 29, 1996. As discussed, the enlargement of the moon, which I photographed over downtown Phoenix in February 1996, does have a likeness of a man in profile when viewed rotated 90 degrees counterclockwise. I hope you enjoy the reprint and slides. If you have any questions or comments concerning the material or wish more images please feel free to call me here in Phoenix at (602) 788-3435.

Sincerely,

Scott T[illegible]

চন্দ্র

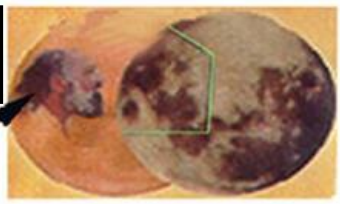

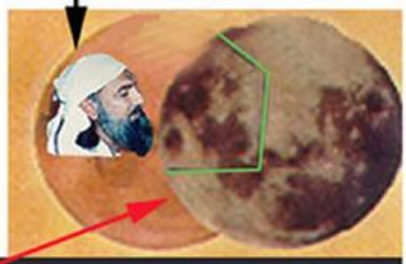

আসল ছবির কয়েকটি ভঙ্গিমা

চাঁদের এই ছবিটি নাসা (NASA) এর পক্ষ হইতে প্রকাশ হয় ।

http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/14

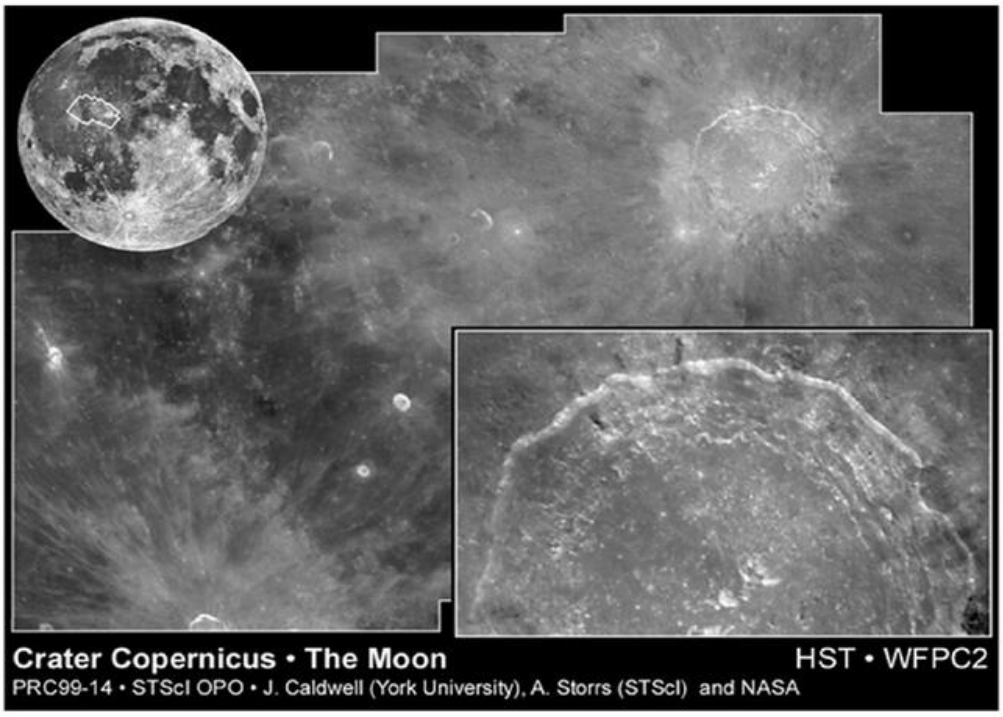

চাঁদের এই ছবির ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তি পৃষ্ঠায় রয়েছে।

আমরা অচিরেই তোমাদের দেখাব আপন নিদর্শন
সমূহ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে ।
এমন কি তুমি মেনে নেবে এটাই সত্য ।
(আল কোরআন)

আকাশ, পৃথিবী, মহাশূন্য দেখ,
পূর্ব থেকে উদিত সূর্যকে দেখ ।
(আল্লামা ইকবাল)

গওহার শাহী

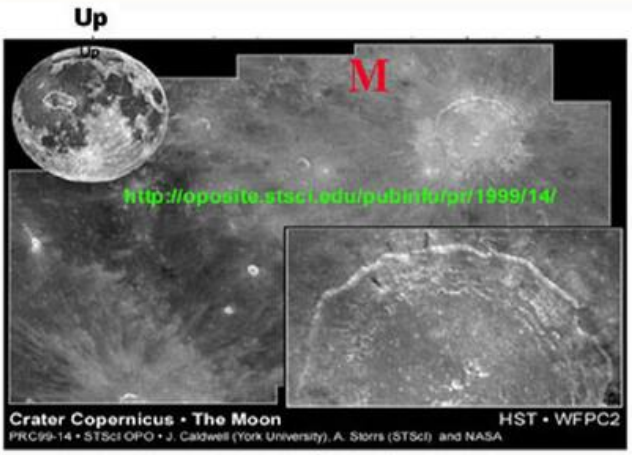

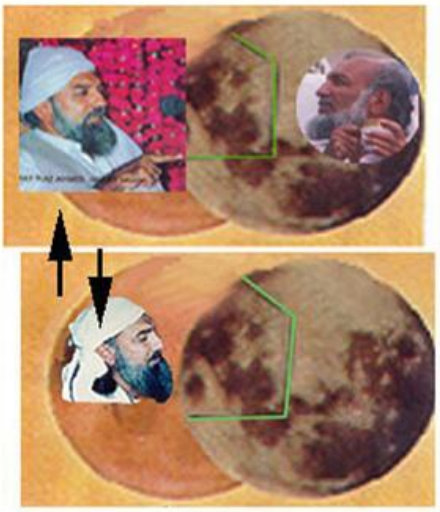

উপরের চাঁদের ছবিকে বাম দিকে UP অনুযায়ী ঘুরিয়ে দেখুন ।

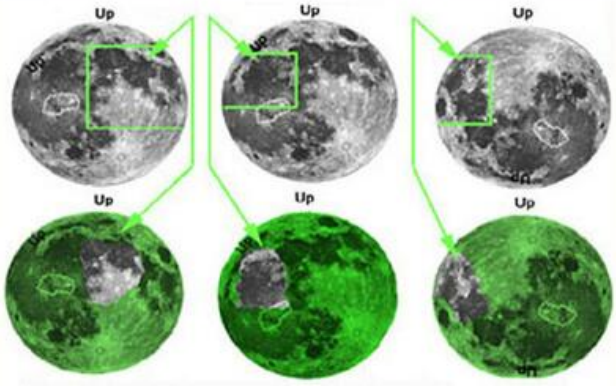

চন্দ্র

এই ছবি সমূহ (PICTORIAL ASTRONOMY) নামক বই হইতে নেয়া হয়েছে ।

Plate 15-3. Phase of the moon (page 60)

PLATE 15-4. The Lady in the Moon. If the page is held at arm's length, the drawing on the right will help you find the lady in the photograph of the moon on the left. To find her in the sky, look at the moon when it is full or during a few days before full moon. (Page 64)

by

PICTORIAL ASTRONOMY DINSMORE ALTER and CLARENCE H. CLEMINSHAW

by

DINSMORE ALTER, Ph.D., Sc.D
Director

CLARENCE H. CLEMINSHAW, Ph.D.
Associate Director

GRIFFITH OBSERVATORY
CITY OF LOS ANGELES

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, except by a reviewer, without the permission of the publisher.

Library of Congress Catalog Card Number 56-7639

Manufactured in the United States of America

6 7 8 9 10

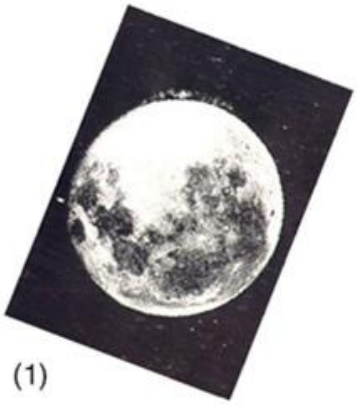

(1)

(2)

(3)

যখন আমেরিকাতে এটা প্রকাশ হয়ে গেলো যে, চাঁদে কোন এশিয়ানের ছবি, যা অবয়বে মুসলমান দেখা যাচ্ছে তখন তারা ছবির মুখ পরিবর্তন করে দেয় ১নং চাঁদের মূল ছবি, ২নং ছবিটিও চাঁদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে যাতে তারা কিছু রদবদল করেছে । মাথার উপর যে চেহারা এবং দাড়ি ছিল উহাকে সমান বা সোজা করে দিয়েছে । যাতে চেহারার স্থানে চুল দেখা যায় । এই অবয়ব ক্লিন সেভ মানুষের মত । ৩নং ছবিটি পর্যবেক্ষণ করুণ । তাকে Professor Dinsmore নারীরূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন যাতে হযরত মরিয়ামের দিকে লোকের দৃষ্টি ফেরানো যায় ।

বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও কোম্পানি থেকে প্রকাশিত চাঁদের ছবি ।

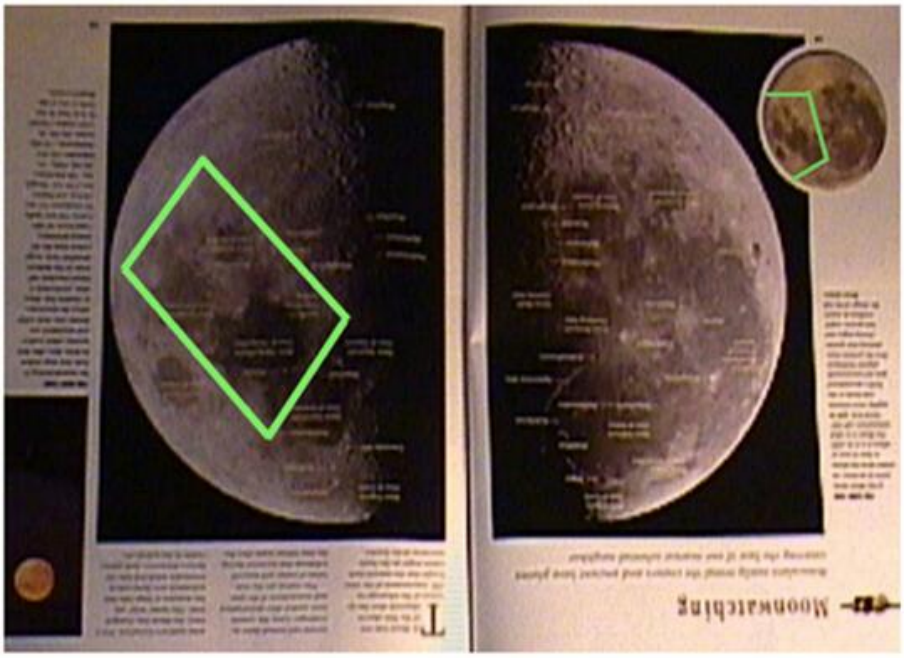

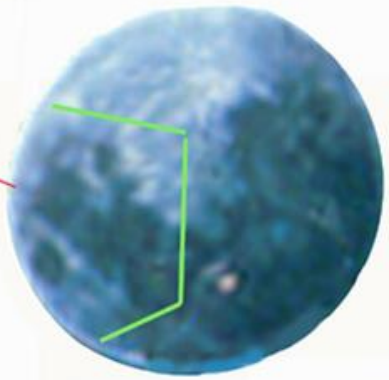

আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, পূর্বে অথবা পশ্চিমে আপনার নিজের ক্যামেরা দিয়ে চাঁদের ছবি তুলুন । যে কোন এঙ্গেলে থেকে এই ধরনের ছবি সমূহ দেখা যাবে, তারপর সেই অনুযায়ী চাঁদে লক্ষ্য করুন ।

চাঁদের এই ছবি লন্ডন থেকে প্রকাশিত (SKYWATCHING) নামক বই থেকে নেয়া হয়েছে ।

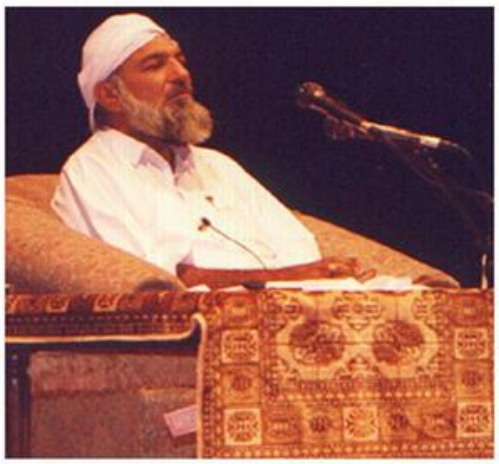

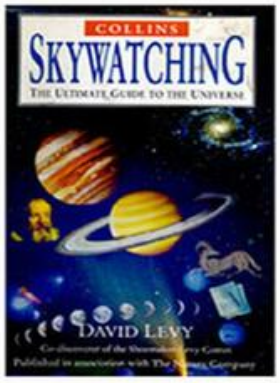

সূর্যের এই ছবি নাসা (NASA) থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বিস্তারিত জানার জন্য নিচের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।
http://thalia.gsfc.nasa.gov/~gibson/SPARTAN/sohof.html

সূর্যের ছবি।

সূর্যের এই ছবি সমূহ উত্তর দিক (NORTH) অনুযায়ী ঘুরিয়ে

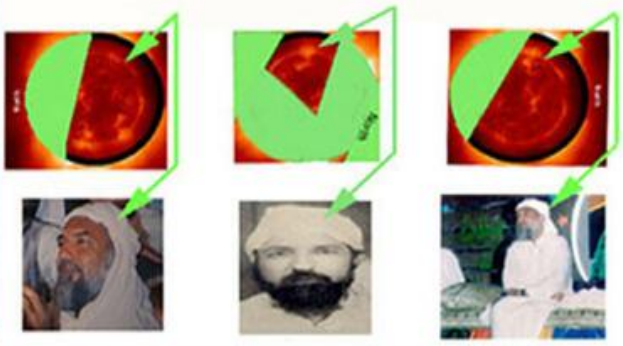

হযরত গওহারশাহীর বিভিন্ন সময়ের ছবি সমুহ।

নাসা থেকে সংগৃহিত এই সূর্যের ছবির মধ্যে হযরত ওহারশাহীর এই চেহারাও অত্যান্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

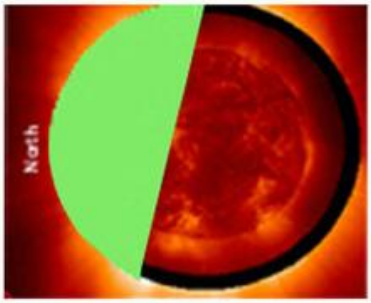

চাঁদ, সূর্য কি সাক্ষী দেবে তোমার হে গওহার
এই হৃদয়ে তোমার আগমনই তোমার সত্য হওয়ার প্রমান।
ইউনুস আল **গওহার**

NASA FINDS MASSIVE FACE IN SPACE!

NASA has released a shocking photograph that clearly shows a gigantic face floating in distant space!

The breathtaking photo was taken during the shuttle mission in late February — but experts admit they are baffled as to where the face originated.

"This is plainly the image of a mans face far, far off in the universe," said astronomer Isaac Hawkins of Atlanta, Ga.

"Whatever this is, it clearly is enormous. We estimate it is as large as 150 of our suns," Hawkins said. "For something this size to go undetected during our previous years of space exploration is virtually impossible.

"The only explanation is that it somehow has an ability to appear and disappear at will, which would make it unique."

The face was visible to shuttle astronauts during only a 12 minute period.

"When it came into view it startled astronauts," Hawkins said. "A couple of them at first thought they were hallucinating.

"But when they transmitted the photograps of the face, everyone at NASA realized this was a major space discovery."

Making the mystery even more mind-twisting is the way the face faded away into

By WHITNEY ASQUE
Weekly World News

'It's as large as 150 suns!'
— Astronomer Isaac Hawkins

ASTOUNDING NASA photo of

আটলান্টার মহাশূন্যচারী আইজেক হকিংস বলেন- এটা স্পষ্ট রূপে কোন মানুষের চেহারার প্রতিচ্ছবি, এটা নিজ ইচ্ছায় প্রকাশ ও অদৃশ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। নাসা'তে উপস্থিত প্রত্যেকেই মনে করেন যে, এ একটি বিরাট মহাশূন্য আবিষ্কার। হতে পারে এ চেহারা কয়েক বছর থেকে আমাদের দেখতেছেন, হকিংস আরো বলেন যে, আমাদের মনে এ ধারণাও আসে যে, হয়ত এটা খোদার চেহারা হবে এবং কোথাও তার এই কথার খন্ডন হয় নাই।

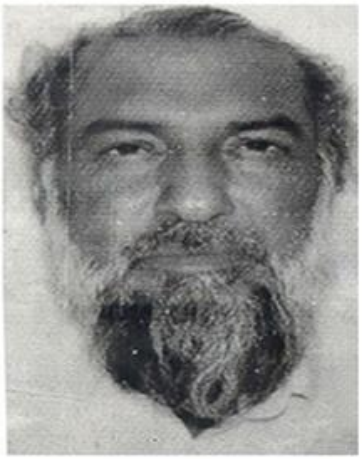

হযরত গওহার শাহী

হযরত গওহার শাহীর এ প্রতিচ্ছবি মূলতঃ সেই বাতিনী মাখলুক "তিফলে নূরী" যা কিছু বিশিষ্ট অলির জন্য নির্ধারিত এবং মহান অলিদের বিভিন্ন কেতাবে যার আলোচনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

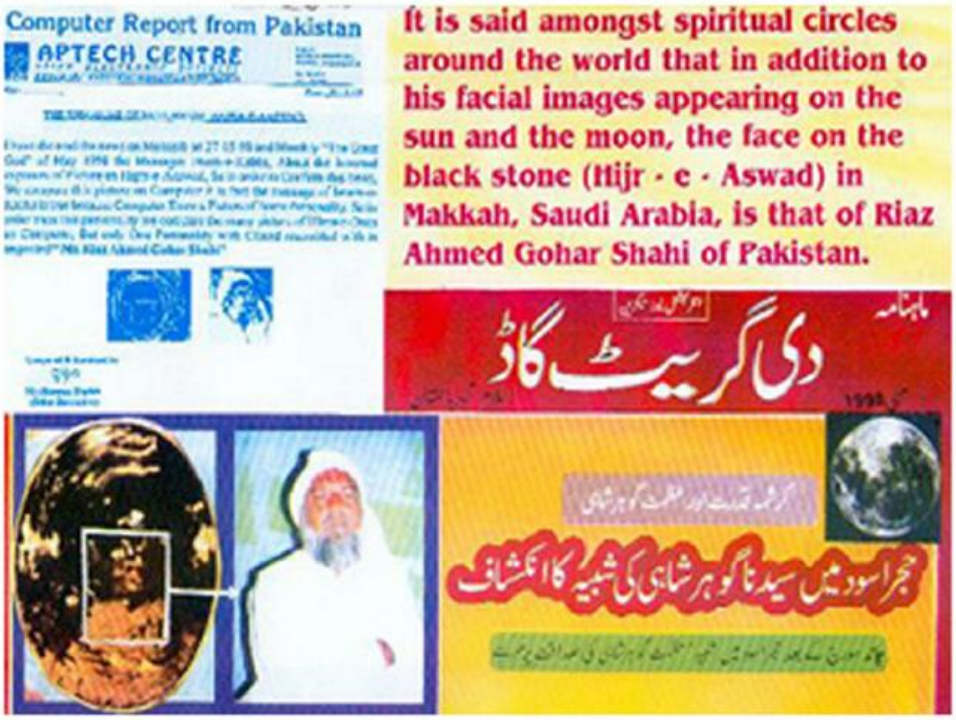

A human face is discovered on the black stone (Hijr - e - Aswad) in Makkah, Saudi Arabia.
Daily Parcham Karachi, Pakistan 26th May 1998
Sheikh Hamad bin Abdallah Spiritualists in Makkah say that this is the face of Imam Mehdi (Al-Muntazar)
پرچم
حجر اسود پر انسانی شبیہ

Computer Report from Pakistan
APTECH CENTRE
It is said amongst spiritual circles around the world that in addition to his facial images appearing on the sun and the moon, the face on the black stone (Hijr - e - Aswad) in Makkah, Saudi Arabia, is that of Riaz Ahmed Gohar Shahi of Pakistan.
ماہنامہ
دی گریٹ گاڈ
حجر اسود میں سیدنا گوہر شاہی کی شبیہ کا انکشاف

حجر اسود پر انسانی شبیہ علماء میں کھلبلی

باوثوق ذرائع کے مطابق کراچی کے جید علماء ایک معروف دارالعلوم میں سرجوڑ کر بیٹھے رہے

شبیہ کا نظر آنا ایک حقیقت ہے لیکن شریعت کی رو سے کس طرح تصدیق کی جاسکتی ہے

علماء حتمی فیصلے پر متفق نہ ہوسکے اور نظریاتی طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہوگئے

سعودی علماء کا فتویٰ یا آراء کا انتظار دیگر ممالک کے جید علماء سے آراء حاصل کرنے پر اتفاق

کراچی (نمائندہ خصوصی) امام کعبہ کے حوالے سے حجر اسود پر انسانی شبیہ ظاہر ہورہی ہے نے ملک کے علماء میں کھلبلی مچادی باوثوق ذرائع کے مطابق کراچی کے جید علماء معروف دارالعلوم میں سرجوڑ کر بیٹھے لیکن حتمی آراء پر متفق نہ ہوسکے اور نظریاتی طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہوگئے حقیقت ہے لیکن شریعت کی رو سے کس طرح تصدیق کی

7

جاسکتی ہے آخر میں چند اعتدال پسند علماء نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ سعودی علماء کے فتوی یا آراء کا انتظار کیا جائے اور اس سلسلے میں دیگر ممالک کے جید علماء کی آراء بھی حاصل کی جائے تاکہ اس کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل متفقہ طور پر طے کیا جاسکے اس وقت اس بات کی تصدیق یا تردید نہ کی جائے یاد رہے کہ حجر اسود پر انسانی شبیہ کی خبر چند اخبارات نے شائع کی جبکہ ملک کے بڑے بڑے اخبارات نے علماء کی مخالفت کے ڈر سے یہ خبر اپنے اخبارات میں شائع نہیں کی لیکن یہ خبر تاحال عوام الناس میں توجہ کا مرکز ہے۔

حجر اسود پر انسانی شبیہ نمودار

عالم اسلام میں سنسنی

یہ شبیہ اتنی واضح ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ اور حلیہ مبارک ہے

حجر اسود پر انسانی شبیہ کے نمایاں اثرات پائے گئے ہیں جو دیکھنے میں بالکل الٹی سمت پر ہیں، شیخ حماد بن عبداللہ

نئے دور کا نیا اخبار ☆ قیمت میں سب سے کم ☆ خبروں میں سب سے آگے

کراچی (محاسب نیوز) سعودی عرب سے موصولہ ایک فیکس کے مطابق شیخ حماد بن عبداللہ نے مکہ المکرمہ سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس مرتبہ حج سے قبل حجرہ اسود پر انسانی شبیہیہ کے نمایاں آثار موجود پائے گئے ہیں جو دیکھنے میں بالکل الٹی سمت پر ہے جس کی وجہ سے کسی کو محسوس نہیں ہوتی نشاندہی ہونے کے بعد دیکھی جاسکتی ہے شیخ حماد بن عبداللہ نے کہا کہ دو باتیں ہوسکتی ہیں یہ شبیہیہ قدرتی طور پر نمودار ہوئی ہو یا کسی نے خود بنائی ہو مگر حرم کی حدود میں سخت نگرانی اور ہر وقت خادمین حرمین اور حکومت کے پہرہ کے سبب کوئی شخص اپنے ہاتھ سے تصویر بنانے کی ہمت نہیں کرسکتا اگر یہ شبیہیہ شروع سے تھی تو لوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی تصویر اتنی واضح ہے کہ اسے جھٹلایا بھی نہیں جاسکتا انہوں نے کہا کہ مکہ المکرمہ کے فقیروں میں چند نے کہا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ اور حلیہ مبارک ہے جو دنیا میں کہیں موجود ہیں تاکہ لوگ انہیں پہچان سکیں انہوں نے کہا کہ حکومتی اہلکار پریشان ہیں کہ اسے کس طرح ختم کیا جائے کیونکہ تصویر شریعت میں حرام ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے لازماً اس پتھر کو جھک کر چومتے ہیں اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو شرک کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے شیخ حماد بن عبداللہ نے بتایا کہ حج کا سیزن آگیا تھا اس لئے لوگوں کے رش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فی الحال کوئی خاص پیش رفت اس سلسلے میں نہیں کی گئی تھی اب اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور و فکر کی جارہی ہے یہ مسئلہ پورے عالم اسلام کے لئے اہم اور سنگین نوعیت کا ہے اس لئے تمام ممالک کے اخبارات کو فیکس اور حکومتوں کو مطلع کیا جارہا ہے۔

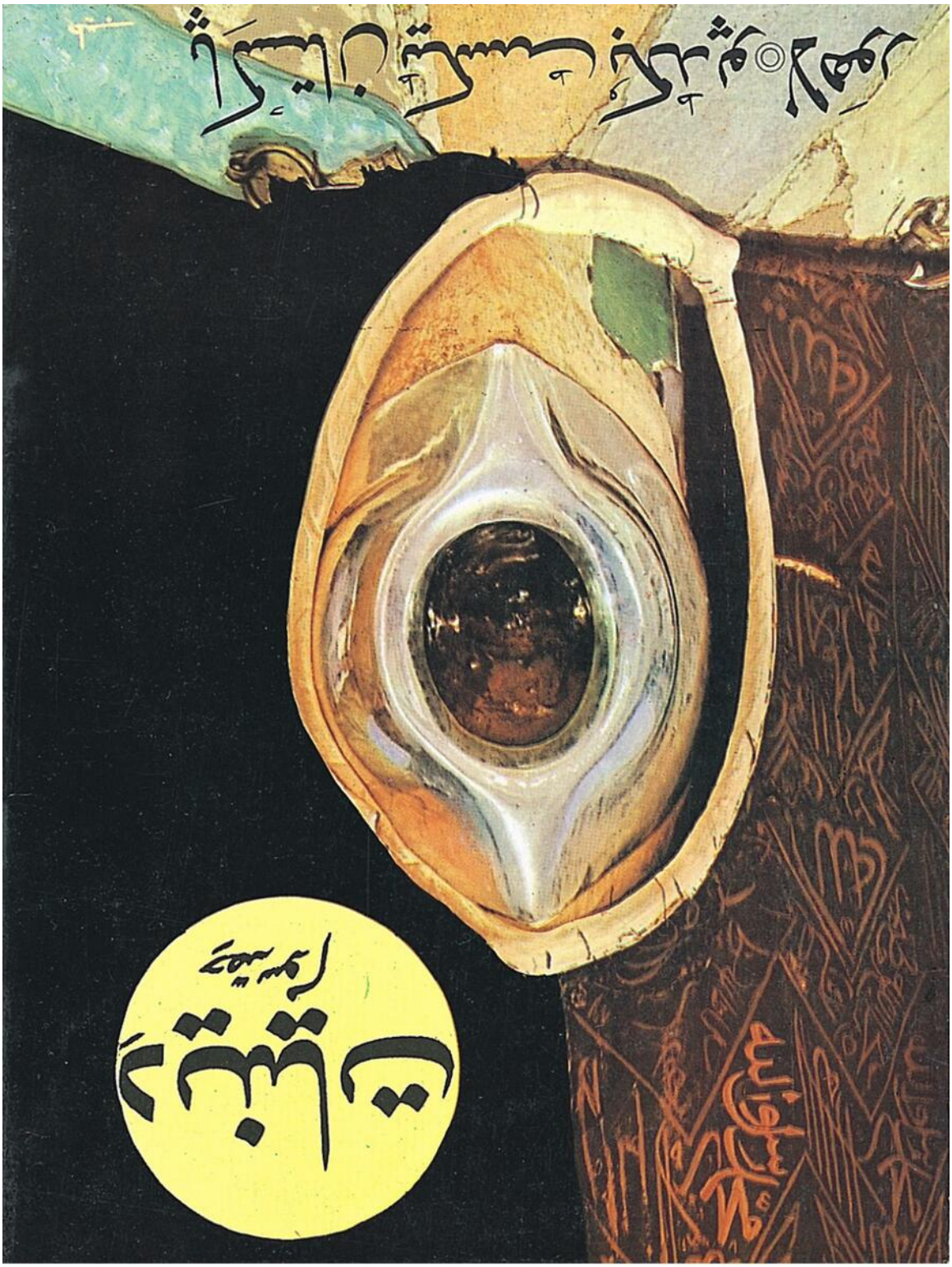

পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই দিনিয়াত পাঠ্য বইয়ে হাজরে আসওয়াদের এই ছবিতে হযরত গওহার শাহীর প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট রূপে দেখা যাইতেছে ।

হাজরে আসওয়াদের ছবিকে উল্টো করে দেখলে হযরত গওহারশাহীর প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে ।

প্রকৃতীগত ভাবে হাজরে আসওয়াদে প্রকাশিত ছবির কম্পিউটারাইসড অনুসন্ধানের পর হাইলাইট করা চিত্র ।

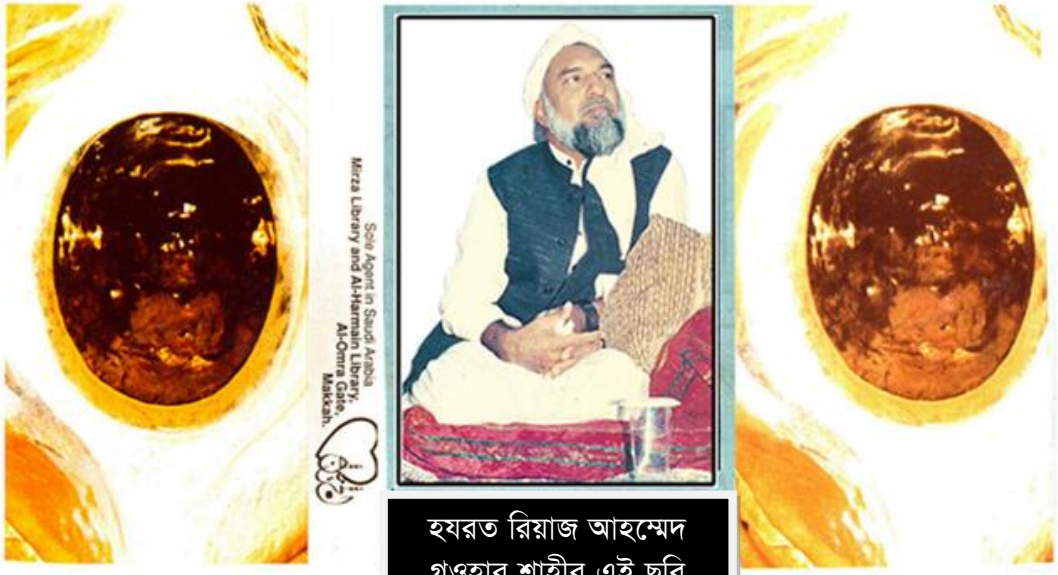

হযরত রিয়াজ আহম্মেদ গওহার শাহীর এই ছবি হাজরে আসওয়াদে প্রকাশিত তার ছবির সাথে মিলে যায় ।

মক্কার মির্জা লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হাজরে আসওয়াদের ছবি ।

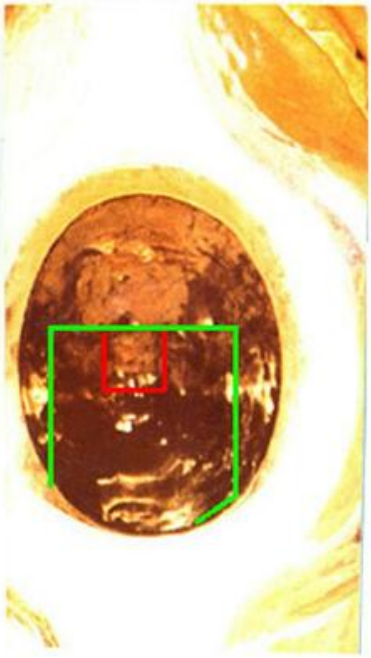

এই ছবিটি হাইলাইট করে দেখানো হয়েছে ।

২৫ বছর বয়সে জুশশায়ে গওহার শাহী কে আধ্যাত্মিক সেনাদলের প্রধান এর মর্যাদায় ভূষিত করা হয় ।
ঐ বয়সের এবং ঐ সময়ের ছবির সাথে হাজরে আসওয়াদে প্রকাশিত ছবি মিলিয়ে দেখুন ।

এ ছবিটি সম্প্রতি Nebula নামক সূর্যসাদৃশ্য একটি তারকার উপর প্রকাশিত হয় এবং নাসা-ই NASA এটা প্রকাশ করেছে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নে উল্লেখিত ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

http://www.spacedaily.com/spacecast/news/hubble-00b1.html

SPACE SCOPES

Hubble Brings "Eskimo" Nebula Alive

<../news/hubble-00b2.html>

Greenbelt - January 11, 2000 -

The Hubble Space Telescope has captured a majestic view of a planetary nebula, the glowing remains of a dying, Sun-like star. This stellar relic, first spied by William Herschel in 1787, is nicknamed the "Eskimo" Nebula (NGC 2392) because, when viewed through ground-based telescopes, it resembles a face surrounded by a fur parka.

গওহার শাহী

গওহার শাহী

উপরের ছবিটি Up এর অনুযায়ী ঘুরিয়ে দেখুন। যার চেহারার উপর কিছু লেখা রয়েছে।

গওহার শাহী

কিছু লোক বলে এটা কল্পনা। কিন্তু কল্পনা, কল্পনাকারী পর্যন্ত সিমাবদ্ধ থাকে। কল্পনা কখনো ক্যামেরায় ধরা পরে না। কেউ বলে টেলিপ্যাথি অথবা সম্মোহিত বিদ্যা (Mesmerism)। উপাসনালয়ের স্থান ও জমিন এবং আসমান টেলিপ্যাথি বা যাদুর পরিধির মধ্যে আসতে পারে না। যদি তা-ই হয় তা হলে সত্য কোথায় ? কিছু লোকের কথা হলো যে, আমেরিকা টাকা নিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে এ ছবি লাগিয়ে দিয়েছে।

গওহারশাহী কি আমেরিকার চেয়েও অধিক বিত্তশালী ? যদি এরূপ সম্ভব হতো তা হলে তারা নিজেদের কোন পোপের (Pope) ছবি লাগিয়ে দিতো যাতে তাদের ধর্ম এবং রাষ্ট্রের উন্নতি ও উপকার হয়।

$16.95

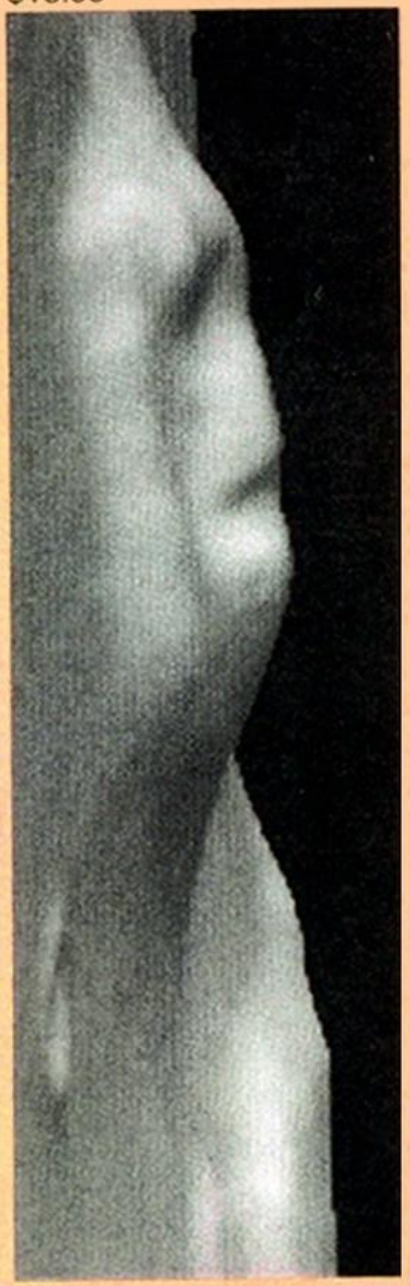

The Martian Enigmas

Mars has stirred our imagination since ancient times; until the second half of this century Mars was thought to be a world much like earth. But in the late 1960s NASA's Mariner probes shattered the illusion, revealing the Red Planet to be more like our Moon. Evidence of water erosion and other discoveries, however, fueled the hope that vestiges of life might yet be found on Mars.

In 1975 two Viking spacecraft, each consisting of an orbiter and a lander, were sent to Mars. Their primary mission was to soft-land two robotic probes on the surface to search for signs of microbial life in the red Martian soil. Late in July 1976 one of the orbiters sent back a curious photograph of what appeared to be a mile-long humanoid face staring straight out into space from a northern region known as Cydonia. The "Face on Mars" was promptly dismissed by NASA as a "trick of light and shadow" and the photograph filed away.

Several years later the Face was rediscovered by two engineers, Vincent DiPietro and Gregory Molenaar, and became the focus of a decade-long series of independent multi-disciplinary investigations. Professionals in physics, engineering, cartography, mathematics and systems science, as well as anthropology, architecture, art history, theology, and other fields, have now discovered and studied nearly a dozen features on the Martian surface that may pose a serious challenge to convential beliefs about the improbability of extraterrestrial life.

The Martian Enigmas is a report by Mark J. Carlotto on his state-of-the-art digital image processing of the controversial Viking photos. Dr. Carlotto illustrates the processes used to digitally restore and clarify the Viking photographs, and presents striking three-dimensional renditions of the Face and other intriguing objects on Mars. He argues that these objects may be precisely what many scientists have sought for decades: the first hard evidence that we are not alone.

Mark J. Carlotto is a Division Staff Analyst at The Analytic Sciences Corporation (TASC), a high-tech firm in the Boston Area. He earned a Ph.D. in Electrical Engineering from Carnegie-Mellon University in 1981. From 1981 through 1983 he was an Assistant Adjunct Professor at Boston University. Dr. Carlotto has over ten years of experience in image processing and related fields, and has published over forty papers in computer vision, digital image processing, pattern recognition and other areas. He is a senior member of the Institute of Electrical and Electronic Engineers.

ISBN 1-55643-129-5

51695

9 781556 431296

A Closer Look

MARK J. CARLOTTO

North Atlantic Books, Berkeley, California
Cover and Book Design by Daniel Drasin

এই ছবিতে দুইটি চেহারা দেখা যাইতেছে। যখন ছবিটি ১৮০ ডিগ্রিতে ঘুরানো হয়।

১৯৯৭ সালে নিউ মেক্সিকোতে ইসা আঃ এবং গওহার শাহীর সাক্ষাৎ হয়।

১)১৫ই আগষ্ট ১৯৯৭ সালে মানচেষ্টার থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "পায়াম" এ এই খবর ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

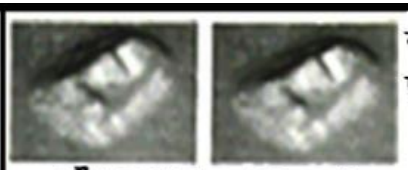

২)১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে পাক্ষিক "সাদায়ে সারফারোস" পত্রিকায়ও এ খবর প্রকশিত হয়।

৩)২৮শে সেপ্টেম্বরে ১৯৯৭ সালে BBC এই খবর GMR রেডিও (UK) থেকে প্রচারিত হয়।

www.goharshahi.com

Gohar Shahi

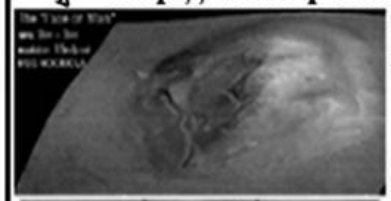

নাসা কতৃপক্ষ (NASA) মঙ্গল গ্রহের এই ছবি গুলো বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তুলেছেন।

NASA has taken these photographs from different angles and different views. Visit the following website.

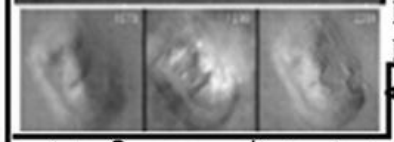

http://www.psrw.com/~markc/marshome.html

বোষ্টন ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক মার্ক জে উক্ত ছবিগুলোর গবেষনা ও সত্যয়িত করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন।

Professor Mark J. of Boston University having researched and verified these photographs published them in his book.

সোজা ছবিতে হযরত ইসা আঃ এবং উলটো ছবিতে হযরত গওহার শাহী।

When picture is straight the image of Jesus is visible and when turned upside down the image of Gohar Shahi is visible.

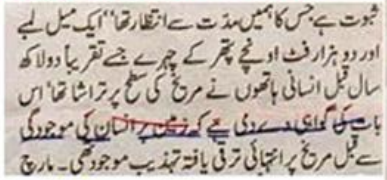

www.tlig.org/jesus.html www.jays-homepage.co.uk

Science and Technology

In 1998, The Mars Global Surveyour took pictures of Mars. On the surface of Mars there was a rock foundwhich resembled the face of a human being. It was one mile long and 2000 feet high. It was made by beings who were similar to us and had lived there in the past. An astrologist Dr. Frania says "This is the proof of the one we have been waiting for, for a long time."

Published in the Sunday Magazine, The Jang,Pakistan on 18-03-01

মানুষের উচিত এই বিষয় গুলোর ব্যাপারে অনুষন্ধান করা।

People should research into this matter

The "Cliff" from 35A73. A peculiar, cliff-like mesa that rises 25-30 meters above a pancake- like "crater pedestal" (the surrounding ejecta blanket formed when the Martian permafrost was melted and ejected by the orignal cratering impact). Hoagland has demonstrated that the Cliff participates with the Face in solstice alignments and in several other angular and positional relationships. The Cliff's overall shape, surface texture and internal appears to differ markedly from that of the surrounding crater ejecta, which suggest that its formation post-dates the intense cratering impact. Supporters of the intelligence hypothesis theorize that if the object had pre-dated the impact ejecta material would have piled up on the east side of the Cliff, displaying peripheral splash patterns and formed a "blast shadow" on the opposite side.However, the adjacent terrain on the crater side, rather than being piled-up appears instead to have been hollowed-out- the opposite result to the expected from natural forces. This and the striated or "plowed- field" effect between the Cliff and the crater, have fueled speculations about the quarring of material for the Cliffs construction.

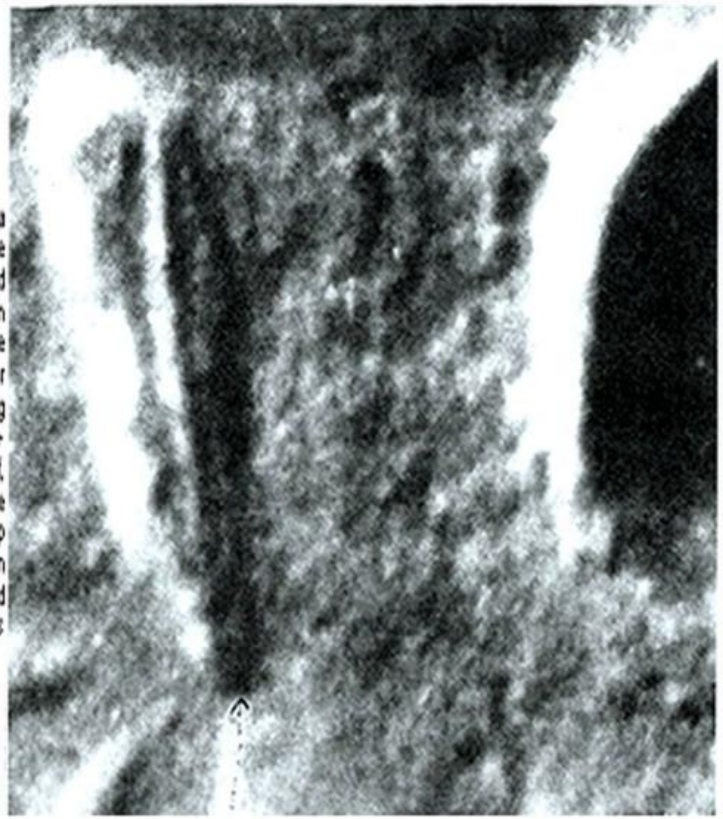

There appears to be a continious groove or path orignating in the hollowed-out area that rises ramp-like to the northeast end of the Cliff, turns and proceeds southward, then makes a final hairpin turn and terminates at the northwest end. This groove defines the elongated "nose" of what appears to be another set of facial characteristics. These are made more obvious here by artificial foreshortening that stimulates a view from the south at angle of about 70° from nadir.

27

এই ছবিতে হযরত গওহার শাহী ও ইসা আঃ সামনা সামনি

উক্ত অংশ "পাকিস্তান পোষ্ট" নামক নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পত্রিকার ১৪-০৬-২০০১ এর সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।

উক্ত অংশ "নওয়ায়ে ওয়াক্ত" নামক লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রিকায়ও ২৯-০৬-২০০১ ছাপানো হয়েছিল।

The Moon

Nebula Star

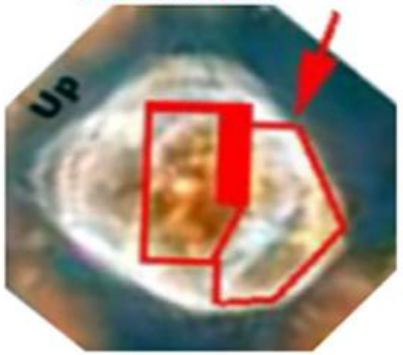

মঙ্গল গ্রহ ছাড়াও নেবুলা নামক তারকা, চাঁদ এবং বিভিন্ন জায়গায় গওহার শাহীর ছবি প্রকাশিত হয়েছে, বিস্তারিত এর জন্য এই ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

www.goharshahi.com

প্রায় লোকে প্রশ্ন করে ইহা কি সত্য? যদি সত্য নাই হয় তাহলে আমরা মিথ্যাবাদী। (মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ)

মঙ্গলগ্রহ ও অন্যান্য গ্রহের উপর চিত্রের রহস্য

হযরত ঈসার ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র অতি নিকটে রয়েছেন। তাঁর ছবিগুলো কয়েকটি গ্রহ ও কয়েকটি স্থানে প্রকাশ হচেছ। বর্তমান সময়ের বহুলোক উহাদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের গৌরব হাসিল করেছেন। অপরদিকে যেহেতু গওহারশাহী ভূপৃষ্ঠে বর্তমান আছেন, তার কোন নির্দিষ্ট নিবাস নেই, সারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। মঙ্গলগ্রহ ছাড়া অন্যান্য গ্রহেও তার ছবি দেখা যেতে পারে এবং ইন্টারনেটে (www.goharshahi.com) তাঁর কেতাবসমূহ পড়া যেতে পারে। তার সম্পর্ক পাকিস্তানের সাথে এবং তিনি সূফী ধারার সাথে সম্পর্ক রাখেন। হযরত গওহারশাহী বলেন যে, "আমি নবী নই, তবে মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং ঈসা ও অন্যান্য নবীদের পৃষ্ঠপোষকতা আমার লাভ হয়েছে"। তিনি বলেন- "যদি কারো ধর্ম আছে কিন্তু তার দিলে আল্লাহ্‌র মহব্বত নেই, তার থেকে সে উত্তম যার কোন ধর্ম নেই কিন্তু দিলে আল্লাহ্‌র মহব্বত আছে"।

মুসলিম আলেমগণ (Clerics) তাকে বলেন যে, "আপনি বলুন যে, মুসলমান সব থেকে ভালো, কিন্তু তিনি বলেন- "সবচেয়ে ভালো সে যার দিলে আল্লাহ্‌র মহব্বত আছে, চাই সে যে ধর্মেরই হোক"। মুসলিম আলেমগণ বলেন- "মোহাম্মাদী কালেমা পড়া ছাড়া কেহই বেহেশতে যেতে পারবে না"। কিন্তু তিনি বলেন- "এ দেহকে এখানেই থাকতে হবে, রূহগণ বেহেশতে যাবে, চমকানো রূহসকল বেহেশতে গিয়ে কালেমা পড়ে নিবেন"। তিনি আরো বলেন- "কালেমা অর্থ যে কোন নবীর কালেমা, মুসলমানদের এক দল বলে- তাসাওফ (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) ও হৃদয়ের শিক্ষা এই সব বাতিল, তবে গওহারশাহী বলেন যে, দিলের পবিত্রতা ছাড়া সবই বাতিল, নিষ্ফল এবং খোসা সাদৃশ। মুসলিম বিশ্বাসে জন্ম একবারই হয়। কিন্তু হযরত গওহারশাহী দ্বীনে এলাহী কেতাবে লেখেন যে পার্থিব রূহগুলোর কয়েকবার জন্ম হয়, তবে আসমানী রূহের জন্ম একবারই হয়। তার এ শিক্ষার কারণে অনেক মুসলমান তাঁর শত্রু হয়ে গেছে। এরই ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার দ্বীনে এলাহী কেতাবটির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কয়েকবার তাকে বোমা হামলার দ্বারা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কয়েকটি মুসলিম সংগঠন তাঁর মাথার মূল্য রেখেছে লক্ষরূপী। অপরদিকে পাকিস্তান সরকার তাকে ধর্ম অবমাননার মামলায় অভিযুক্ত করে রেখেছে। তিনি কোন (Specific) ধর্মের প্রচার করেন না। বরং আল্লাহ্‌র মহব্বত ও দিলে প্রেমের অবতরণের পদ্ধতি শেখান। গওহারশাহী বলেন যখন আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে তখন তিনি নিজেই তোমাদের সত্য পথ দেখাবেন। কিছু লোকের যিকিরে কলব অভ্যাস করার সময়ে দিলের উপর "الله" লেখা দেখা যায়। তিনি বলেন যে কোন ভাষার শব্দ আল্লাহ্‌র দিকে ইশারা করে তা সম্মানীয় ও কৃপাযোগ্য। প্রত্যেক ধর্মের লোক তাঁকে ভালবাসেন। তিনি আমেরিকা, বৃটিশ, আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার কয়েকটি চার্চ, গুরুদুয়ারা, মন্দির এবং মসজিদে বক্তব্য রেখেছেন। অনেক অসুস্থ্য লোক, যাদেরকে ডাক্তারগণ চিকিৎসার অযোগ্য সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছিলেন, সেও তার ফুক দেয়া পানি দ্বারা সুস্থ্য হয়েছেন। এবং তিনি আল্লাহ্‌র মহব্বতের শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও রোগীদের রূহানী চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে অল ফেইথ স্পিরিচুয়াল অর্গানাইজেশন নামে একটি বিরাট ফ্রি প্রতিষ্ঠান করার পরিকল্পনা করেছেন। যা এ বছরই আন্তর্জাতিক ভাবে কাজ শুরু করবে।

আপনার কাছে অনুরোধ, কোন ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং বংশগত পক্ষপাতিত্বের কারণে রবের নিশানাগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাহস দেখাবেন না।

হতে পারে রব গওহারশাহীকে তোমাদের সংস্কার ও সাহায্যের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাকে খোজ করুণ এবং ব্যক্তিগতভাবে তার গবেষণা করুন। যদি কোন সম্প্রদায় অথবা সংগঠন তার সম্পর্কে তথ্য চান তা হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা নিরপেক্ষভাবে পুরোপুরি তথ্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করবো, যদি সম্ভব হয়, তা হলে তার সাথে সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা করে দেবো। আমাদের প্রতিষ্ঠান ৭ বছর ধরে বৃটেনের মধ্যে উক্ত শিক্ষাকে দুনিয়ার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় রত রয়েছে। এদিকে অল ফেইথ স্পিরিচুয়াল অর্গানাইজেশন (Ireland), সূফী মুভম্যান্ট আমেরিকা এবং আঞ্জুমানে সারফুরোশানে ইসলাম পাকিস্তান (রেজিষ্টার্ড) ও আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে।

রেগস (RAGS) ইন্টারন্যাশনাল

নাসা অনেক কষ্টে এবং কয়েকজন রাজনীতিবিদের চাপের কারণে দীর্ঘ সময় পরে মঙ্গলগ্রহে ছবির কথা স্বীকার করে, অপরদিকে অন্যান্য গ্রহের ছবিগুলোর কথা গোপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্তরূপ সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য টাল বাহানা করছে।

These pictures were taken from the book "Martian Enigmas" by Mark J.Carlotto

These prints illustrate five grades of contrast.The highest contrast represented here approximates that of NASA's print of Viking frame 35A72 in which the face orignally appeared.

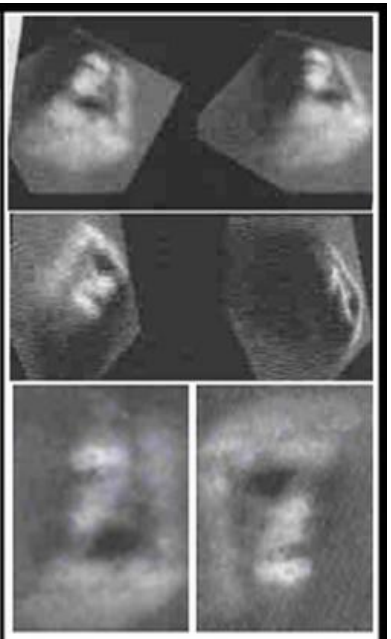

Click here: Disturbing Controversies like the Cydonai region of Mars
www.creation-science-prophecy.com/links.html

E-mail:
younus38@hotmail.com
ragsm_yt_05@yahoo.com

Contacts:
Tel:(+44) 7900002676
Satellite Phone: +8821621225122

একটি পাকিস্তানী সংবাদ পত্রের প্রধান শিরোনাম ।

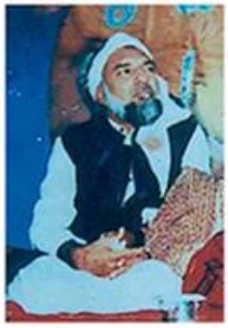

মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সাইয়েদেনা রিয়াজ আহ্‌মদ গওহার শাহী মাদ্দাজাল্লাহুল আলীর আবেদন

আমি পাকিস্তান সরকার এবং কর্মকর্তাদের কাছে আপীল করতেছি যে চাঁদ ও হাজরে আসওয়াদের উপর ছবিগুলো ও সাদৃশ্য এর ব্যাপারে পূর্ণ গবেষণা করান, যদি তা সঠিক প্রমানিত হয় তা হলে আমার পৃষ্ঠপোষকতা করুণ যাতে সারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র মহব্বতের প্রচার ও সমস্ত ধর্মের লোকদের হৃদয়গুলোকে এক করা সহজ হয় এবং এতে জনগণের ও নিজের জন্য সঠিক পথ নির্বাচন করা সহজ হবে ।

যদি উক্ত ঘটনাবলী ভুল প্রমাণীত হয় তা হলে সরকারের যে কোন শাস্তি ও বাধানিষেধ সিদ্ধ ।

নিজের কলমে

রিয়াজ আহ্‌মদ গওহার শাহী

উমার কোট (সিন্ধ পাকিস্তান) এ অবস্থিত শিব মন্দিরের পবিত্র পাথরে গওহারশাহীর ছবি ।
দৈনিক সংবাদপত্র মেহরান (হায়দ্রাবাদ পাকিস্তান)

عمرکوٹ کے شو مندر کے مقدس پتھر پر گوہر شاہی کی تصویر

لاتعداد لوگ عقیدت سے اس تصویر کو دیکھنے آرہے ہیں روزنامہ مہران حیدر آباد

হায়দারাবাদ (বিশেষ সংবাদদাতা) হায়দারাবাদ এর পরিচিত সিন্ধী দৈনিক সংবাদপত্র "মেহরান" নিজস্ব ৬ই জুন, ১৯৯৮ ইং সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশ করে, তাতে প্রকাশ করা হয় যে, ওমরকোটের নিকট **"শিব মন্দিরের"** পাথরে **হযরত গওহার শাহীর** ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবি দেখার জন্য অসংখ্য আগমনকারীদের ভীড় লেগে গেছে। হিন্দু বিশ্বাসের লোকগণ অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বতের সাথে এ ছবি দর্শন করার জন্য যাচ্ছে। এর বরাত দিয়ে এখানে একটি প্রচারপত্রও বিতরণ করা হয়েছে। অতপর **"শিব মন্দির"** লোকের আকর্ষণের কেন্দ্রেবিন্দুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে **হযরত রিয়াজ আহ্মদ গওহার শাহী** ছবি দৃষ্টি গোচর হওয়াতে প্রচুর খুশী প্রকাশ হচ্ছে।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "দেশ পারদেশ" এ হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হযরত গওহার শাহীর পরিচিতি ।

Amar Deep HINDI WEEKLY

मूल्य 70 पैस 70 Pence

VOL. 28 No. 348, Wednesday 29.7.98 EST. 1971 ISSN 0264 1453

कल्युग के अवतार कल्गीदार आ चुके हैं।

Riaz Ahmed Gohar Shai

Given Hindi Text

کئی ہندوؤں کو خواب میں دم کرنے آنکھوں کی بینائی گونگوں کو گویائی حاصل ہوگئی

بھارت میں ہزاروں افراد گوہر شاہی کے روحانی فیض سے صحتیاب ہوگئے

ZEE T.V اور جالندھر T.V جلد گوہر شاہی کا انٹرویو نشر کریں گے انگلینڈ کے گلزار قادری

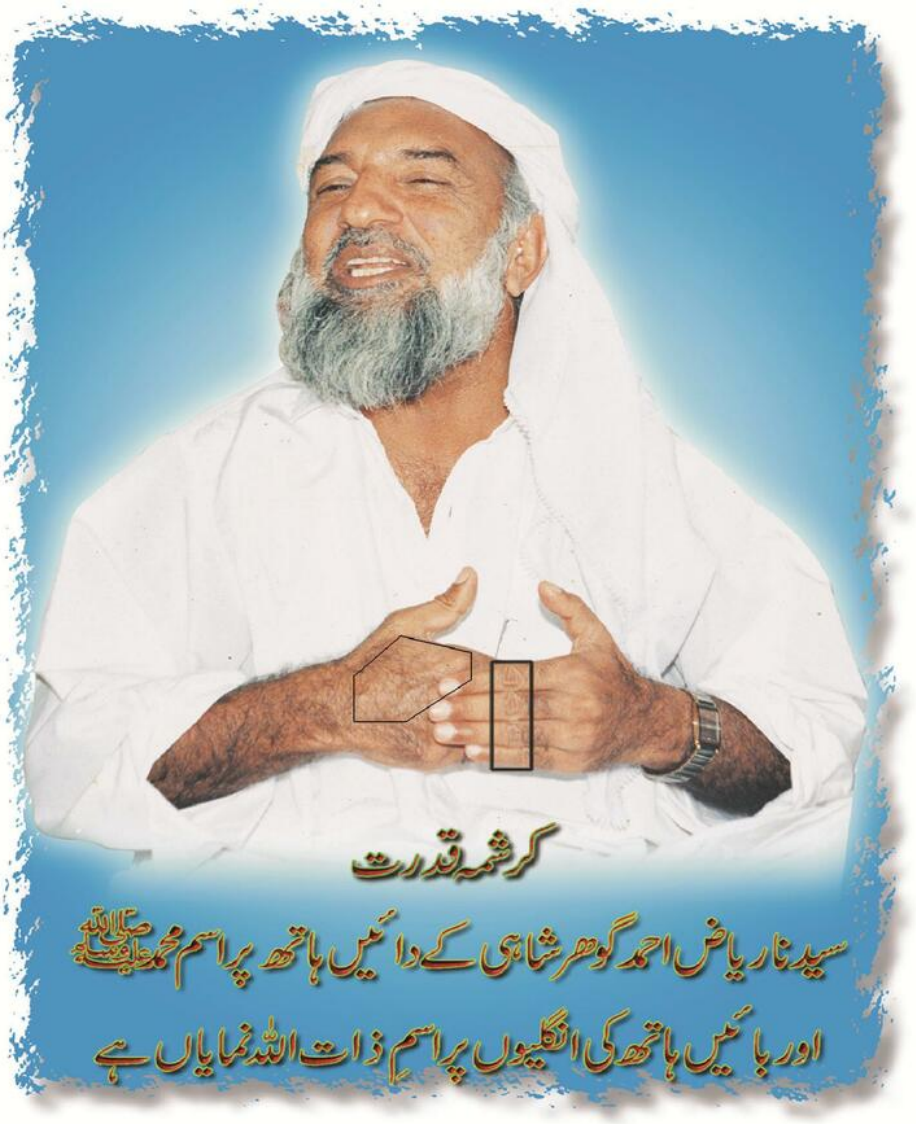

আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শন (A Divine Phenomenon)

সাইয়েদেনা হযরত রিয়াজ আহ্‌মদ গওহার শাহী এর ডান হাতের উপর নাম "ﷺ"(মুহাম্মাদ) এবং বাম হাতের আঙ্গুলগুলোর উপর "اللہ" (আল্লাহ) দৃশ্যমান ।

নোট

কতক লোকের আপত্তি হলো যে, বাম হাতের আঙ্গুলগুলোর উপর আল্লাহ নাম কেন ? যদি আমি এ আঙ্গুলগুলো বানিয়ে থাকি অথবা কোন ভাবে লিখিয়ে থাকি তাহলে আমি দোষী, আল্লাহ ভালো জানেন যে, এটা ঘটনাচক্র (Coincidence)না অলৌকিক নিদর্শন (Divine Phenomenon) ।

এই পৃথিবীতে হযরত ঈসা আঃ এর দ্বিতীয়বার আগমন (Second coming of Jesus)

ঈসা আঃ এর সাথে হযরত সাইয়েদেনা রিয়াজ আহম্মেদ গওহারশাহীর আমেরিকায় সাক্ষাৎ

২৮শে জুলাই, ১৯৯৭ইং। লণ্ডনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে হযরত গওহারশাহী হযরত ঈসা আঃ এর সাথে সাক্ষাতের বিবরণ দেন।

আমি ২৯মে, ১৯৯৭ইং আমেরিকার নিউ মেক্সিকো স্টেটের তাউস নামক শহরের এল মোন্টে লজে অবস্থান করছিলাম। রাতের দ্বিতীয়ার্ধে আমার কক্ষে কারো উপস্থিতি অনুভূত হয়। কক্ষে আলো অপ্রতুল ছিল। আমার মনে হয় যে, আমার কোন ভক্ত আমার অনুমতি ছাড়া আমার কক্ষে এসে গেছে। আমি উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এসেছ ? উত্তরে সে ব্যক্তি বললো-"আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি"। এ সময়ে আমি কক্ষের আলো উজ্জ্বল করে দেই, আমি দেখি এক সুন্দর সুশ্রী যুবক আমার সামনে দণ্ডায়মান। যাকে আমি জানতাম না। সে ব্যক্তিকে দেখে আমার লতিফাসমূহ (The Faculties of the breast) আনন্দে নেচে উঠে (Spiritual ecstasy)এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যেমনটা হয় ঊর্ধ্বলোকের মাহফিলে (High Realms) এবং নবীদের উপস্থিতিতে, আমার অনুভব হয় যে, সে ব্যক্তির কয়েকটি ভাষার উপর দখল রয়েছে। সে যুবক আমাকে বলছে যে, সে ইসা ইবনে মারিয়াম এবং বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোথায় থাকো ? সে ব্যক্তি উত্তর দেয়- "না পূর্বে আমার কোন ঠিকানা ছিল না বর্তমানে আছে"।

যখন হযরত রিয়াজ আহম্মদ গওহারশাহীর কাছে ঈসা আঃ এর সাথে সাক্ষাতের সময়ে হওয়া আরো কথাবর্তা সম্পর্কে বলার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন তিনি ফরমান যে, ঈসা ইবনে মারিয়ম এবং আমার মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে তা বর্তমানে একটি গোপন বিষয়, তবে নিকটতম ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত সময়ে আমি এই গোপনীয়তা প্রকাশ করবো। হযরত গওহারশাহী আরো বলেন যে, কয়েকদিন পর টুসান (এরিজোনা, আমেরিকা) যাওয়ার উপলক্ষ হয়। এখানে জনৈক ব্যক্তি আমাকে একটি ছবি দেখায় এবং বলে যে, এ ঈসা ইবনে মরিয়াম। আমি তৎক্ষণাৎ ছবিটিতে দেখা যুবককে চিনে ফেলি। কারণ এ ছবিটি সেই যুবকেরই ছিল যে তাউস-এ আমার কক্ষে এসেছিল। আমি ছবির মালিকের নিকট ছবিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলাম। সে আমাকে বললো যে, সে কয়েকটি পবিত্র স্থান দর্শনে যায় এবং সেখানে ছবি তোলে। যখন ক্যামেরার Film develop করা হয় তখন আশ্চর্যজনকভাবে এই যুবকের ছবি বেরিয়ে আসে। বস্তুতঃ কেউই এ যুবককে সেখানে দেখেনি এবং না তার ছবি তোলা হয়েছে। যা হোক আমি উক্ত যুবককে অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারিয়ামের ছবিটি নিয়ে নেই এবং চাঁদে প্রকাশিত কয়েকটি ছবির সাথে উহাকে মিলিয়ে দেখি, চাঁদে প্রকাশিত ছবিগুলোর একটির সাথে উহার সাদৃশ্যতা রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে এবং এভাবে আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে, এটা ঈসা ইবনে মরিয়ামের আসল ছবি।

সম্প্রতি আমেরিকায় একটি মেগাজিনে বাইবেল বিশারদদেও (Bible experts) বরাত দিয়ে ঈসা ইবনে মরিয়ামের দ্বিতীয়বার আগমন এবং কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে ঘটিতব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। উক্ত প্রবন্ধে অনেক কথা উল্লেখ ছিল, বিশেষ করে বাইবেল সম্পর্কিত রহস্য ও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যা ভেটিকান (ইটালী, রোম) প্রকাশ করেছিল। বাইবেল বিশারদদের ভবিষ্যদ্বাণী হযরত রিয়াজ আহম্মেদ গওহারশাহীর ঈসা ইবনে মরিয়ামের দ্বিতীয়বার আগমনের ঘোষণার সঙ্গে মিল রয়েছে।

বন্ধুগণ এ সময়ের জন্যই আল্লাহ বলেছিলেন:

"আমরা অচিরেই দেখাবো নিজের নিদর্শনাদি তোমাদেরকে
জমিন ও আসমানে, এমন কি তোমাদের নিজেদের মধ্যেও" ।

গওহার শাহীর বানী

সকল মানুষের পার্থিব রূহসমূহ (Terrestrial spirits) এ দুনিয়াতে অন্য দেহে কয়েকবার জন্মগ্রহণ করে । পবিত্র লোকদের আলোকিত পার্থিব রূহসমূহ জন্ম হয় পবিত্র লোকদের দেহে । তবে হুজুর পাক (সাঃ) এর পার্থিব রূহসমূহকে মেহদী (আঃ) এর জন্য রক্ষিত (Preserved) রাখা হয়েছে । যেরূপভাবে হুজুর (সাঃ) এর দেহের প্রত্যেকটি অংশ অর্থাৎ হাত পা কেও আমেনার পুত্র বলতে পারেন তেমনই হুজুর পাকের আসমানী রূহের যে কোন অংশকেও আবদুল্লাহর এবং আমেনার পুত্র বলা যেতে পারে । আহলে বাইত (Prophet's household)এর রূহসমূহও (In the other bodies after rebirth) আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত ।

। একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষনা (An Important note)

মাহদী (Mahdi) এর অর্থ..... হেদায়েত ওয়ালা (The guided one)…**(Younus al Gohar)**

মেহদী (Mehdi) এর অর্থ..... চাঁদ ওয়ালা (The one of the Moon)

(যেমন মেহনাজ ও মেহতাব এর নামে..... মেহনাজ অর্থ সুন্দর (Beauty)
আর মেহতাব অর্থ চাঁদের মতো সুন্দর (Beautiful as Moon) ।

ইউনুস আল গওহার

লন্ডন, UK
younus38@hotmail.com

গওহার শাহী ১৯৮০ সালে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ আরম্ভ করেন ।
তাঁর পয়গাম "আল্লাহর মহব্বত" অনেক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে ।
প্রত্যেক ধর্মের লোক তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসতে আরম্ভ করে এবং নিজ নিজ উপাসনালয়ে গওহারশাহীকে আধ্যাত্মিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রন করে যিকির এ কলব লাভ করতে থাকে ।
এটা একটা বিরাট অলৌকিক ঘটনা, ইতিহাসে যার উপমা পাওয়া যায় না ।

গওহার শাহী

প্রত্যেক ধর্মের উপাসনালয়ের মঞ্চমিম্বারে পৌঁছে যান, অনুরূপ বহু অলৌকিক ঘটনা ও প্রোগ্রাম রয়েছে । উহার কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনা আপনাদের শান্তনার জন্য পেশ করা হলো ।

২ অক্টোবর ১৯৯৯ সনে হোটেল নিউ ইয়ারকার (নিউ ইয়র্ক) এ খিষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আধ্যাত্মিক বক্তব্যের জন্য হযরত গওহার শাহীকে নিমন্ত্রন করা

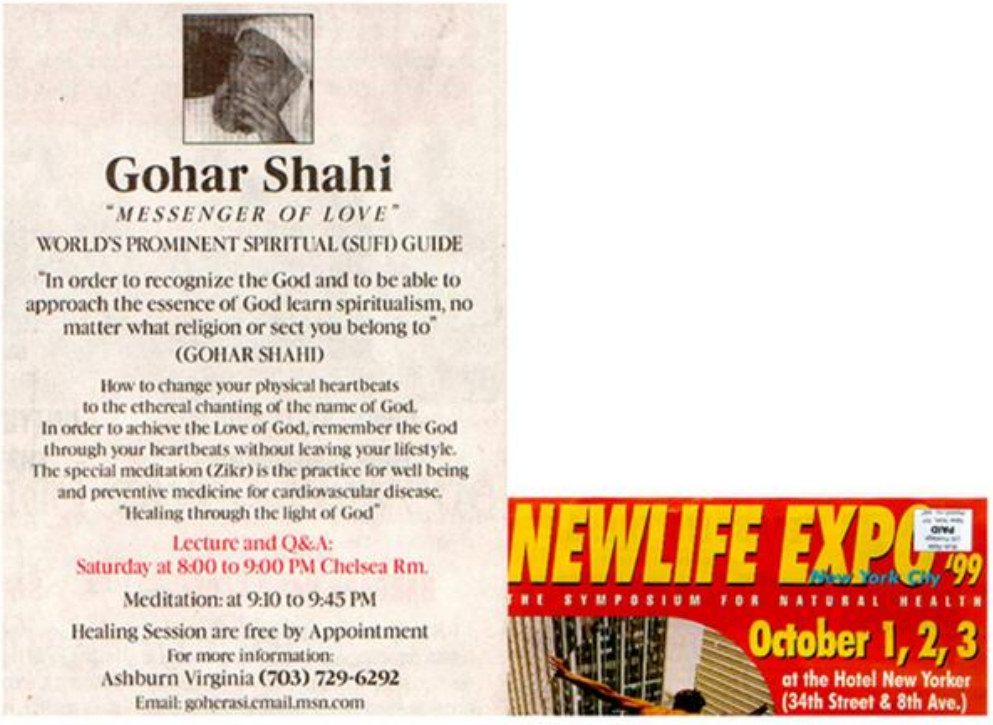

আমেরিকার প্রদেশ এরিজোনার শহর টুসান এর কেন্দ্রিয় চার্চে
(GRACE ST.PAUL'S EPISCOPAL CHURCH)
হযরত গওহার শাহী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বক্তব্য প্রদান

নিচের ছবিগুলো দেখুন , ১৯৯৬ সালের ১১ই এপ্রিল মোচি গেট (লাহোর, পাকিস্তান) এ এক বিশাল আধ্যাত্মিক সম্মেলনে বহু সংখ্যক হানাফী এবং শাফেয়ী মুসলিম জমায়েত হন ।

জুলাই ১৯৯৭ এ ইউনিটেরিয়ান ইউনিভার্সেল ফেলোশিপ, প্রেস কোর্ট এরিজোনা আমেরিকা তে হযরত গওহার শাহী বক্তব্য রাখছেন ।
July 1997, Unitarian Universal Fellowship, Prescott, Arizona, USA

সাউথ আফ্রিকার শহর ডারবানে সাঁইবাবার (SAI BABA) ভক্ত গনের মাঝে এবং অগ্নি উপাসক হিন্দু গনের মন্দিরে হযরত গওহার শাহী বক্তব্য রাখছেন ।

নাজিমাবাদ, করাচী (পাকিস্তান) নূরে ইমান (ইমাম বাড়াতে) শিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে হযরত গওহার শাহী বক্তব্য রাখছেন ।

শিখদের সমাবেশে হযরত গওহার শাহী ।

NO LASER
NO OPERATION
NO SPECTACLES

Astonishing results in Myopia and Other Eye Ailments by highly qualified, well-experienced and renowned Ayurvedic Physicians of Northern India

Visit Personaly.

Phone : 281549

গুরু নানক গুরু দুয়ারা আশ্রম ফিনিক্স (Arizona, USA)
সিটিতে হযরত গওহার শাহী শিখদের নাম দান করছেন ।

৭ই অক্টোবর ১৯৯৯ তে সান ফ্রান্সিসকোতে (USA) অবস্থিত শিখ সম্প্রদায় হযরত গওহার শাহীকে আল্লাহর প্রেমের বিষয়ের উপর বক্তব্য দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রন করেন। তাদের প্রকাশিত ম্যাগাজিনে হযরত গওহার শাহীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কৃপা এর বিষয়ে শিখদের জন্য একটি প্রবন্ধ ছাপানো হয়। যাতে লেখা হয় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এটা সত্য এবং সহজ রাস্তা এবং এতে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

December '99

ਦਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ–ਬਾਬਾ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ!

HAZRAT SAYEDNA RIAZ AHMED GOHAR SHAHI
FOUNDER OF A.S.I.

...সংবাদ পত্র "কোমেনতিরি পারদেশী"...

পাঞ্জাবের গুরুমুখী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে হযরত গওহার শাহীর সাক্ষাৎ কারের ছাপানো অংশবিশেষ।

ইসমে জাত সম্মেলনে **হযরত রিয়াজ আহ্‌মদ গওহার শাহী** বক্তব্যের আলোক চিত্র ।

৭ই অক্টোবর ১৯৯৬ তে অনুষ্ঠিত ইসমে জাত সম্মেলনের একটি আলোক চিত্র । যেখানে বিভিন্ন মতবাদের লোকদের সমাবেশ হয় ।

তুর্ক জামে মসজিদ (ব্রুকলেন নিউ ইয়োর্ক) এ হাম্বলী এবং মালেকী মুসলমানের সমাবেশে হযরত গওহার শাহী বক্তব্য রাখছেন ।

কেতাবটির পরিচয়ের জন্য কয়েকটি উদ্ধৃতিঃ

১। আপনি যদি কোন ধর্মে থাকেন, কিন্তু আল্লাহর মহব্বৎ থেকে বঞ্চিত হন, তার চেয়ে উত্তম সে, যে কোন ধর্মে নেই কিন্তু আল্লাহর সাথে মহব্বৎ রাখে।

২। মহব্বতের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে, যখন দিলের কম্পনের সাথে আল্লাহ আল্লাহ মেলানো হয় তখন তা রক্তের মাধ্যমে শিরায় শিরায় পৌঁছে রূহদের সজাগ করে। অতপর রূহ আল্লাহর নামে মাতাল হয়ে আল্লাহর মহব্বতে পৌঁছে যায়।

৩। আল্লাহর যে কোন নাম, যে কোন ভাষায় সম্মানযোগ্য। কিন্তু রবের আসল নাম সুরিয়ানী ভাষায় আল্লাহ " الله " । এটা আরশবাসীদের (উর্দ্ধলোক-Creatures of empyrean) ভাষা, ফেরেশতাগণ এই নামেই ডাকে এবং প্রত্যেক নবীর কালেমার সাথে যুক্ত হয়েছে।

৪। জলে বা স্থলে খাঁটি মনে রবের সন্ধানে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিই সম্মানীয়।

৫। এই পৃথিবীতে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে কয়েকজন আদম আগমন করেন। পৃথিবীতে সকল আদম পৃথিবীর মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। শেষ আদম, যে আরবের মাটিতে সমাধিত হয়েছে, কেবল তাকেই স্বর্গের মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। তাকে ছাড়া আর কোন আদমকে ফেরেস্তাগণ সেজদা (prostrate) করেনি। ইবলিশ এই আদম সন্তানদের শত্রু হয়েছে।

৬। মানুষের দেহে সাত প্রকারের সৃষ্টি(Sub spirits) রয়েছে, উহাদের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন আকাশ, ভিন্ন ভিন্ন বেহেশত এবং মানুষের দেহের ভিন্ন ভিন্ন কাজের সাথে রয়েছে। যদি উহাতে নূরের শক্তি পৌঁছানো যায়, তাহলে উহা সেই মানুষটির আকৃতিতে একই সময় কয়েকটা স্থানে এমন কি অলি, নবীদের মজলিস (Esoteric Gatherings) এবং রবের সাথে কথোপকথন এবং দর্শনও লাভ করতে পারে।

৭। প্রত্যেক মানুষের দুটি ধর্ম রয়েছে-একটি দেহের ধর্ম, যা মৃত্যুর পর শেষ হয়ে যায়, অপরটি রূহের ধর্ম যা আদিতে (Primordial time) ছিল, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে মহব্বৎ, উহার দ্বারাই মানুষের মর্যাদা উন্নত হয়।

৮। সব ধর্ম থেকে উত্তম রবের ইশক (তীব্র আনন্দদায়ক প্রেম) এবং সকল ইবাদতের চেয়ে উত্তম রবের দর্শন।

৯। মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ এবং পাথর সম্পর্কে জ্ঞান-এগুলো কী ভাবে সৃষ্টি হলো এবং কেন কোনটা হালাল (Permissible) ও কেন কোনটা হারাম (Prohibited) হল?

১০। রূহ সমূহ এবং ফেরেস্তাগণ আমরে কুন (হয়ে যাও-The Command "Be") হুকুমের দ্বারা সৃষ্টি হয়। আমরে কুনের পূর্বে কি সৃষ্টি ছিল ? সেটি কোন কুকুর ছিল যা হযরত কিতমীর রূপে বেহেশতে যাবে ? সেগুলো কোন মানুষ যাদের রূহ আদিতে কালেমা পাঠ করেছিল?

সে কোন ব্যক্তি যার রহস্য এ কেতাবে লিখিত নেই ?
তথ্য ও গবেষণার জন্য অবশ্যই এ কেতাব পাঠ করুন।

For Internet version, Please visit us on: http//www.goharshahi.com